পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 296 Friday, 26 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৯৬ সংখ্যা ❋ ৯ আশ্বিন ১৪৩২, শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ভূতের মতো খেটেও কম গালাগালি খাই! নিন্দুকদের কথায় কান দেবেন না মুখ্যমন্ত্রী

দেব ভট্টাচার্য, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ যাদের কাজ নিন্দা করা, তাঁরা নিন্দা করবেই। তাঁদের অপপ্রচারে কান না দেওয়ার জন্য রাজ্যের পুলিশ কর্মীদের পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আলিপুর বডিলাইনসের দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যাদের কাজই হল নিন্দা করা, তারা নিন্দা করবেই। আপনি আপনার কাজটা করে যান। যারা অপপ্রচার করে, তাদের কথায় কান দেবেন না।'' এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। নিজের উদাহরণ টেনে বলেন, ''আমি ভূতের মতো সারাদিন খাটি, তবুও সবচেয়ে বেশি গালাগালি আমাকেই খেতে হয়। তবু আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমাই সবচেয়ে বড় ধর্ম।'' তাঁর কথায়, ''পুলিশের অনেক সদস্যই দিনরাত খেটে চলেছেন, তাঁদের প্রাপ্য সম্মান যাতে তাঁরা পান, তা নিশ্চিত করতে হবে।'' সেই সঙ্গে আবারও মনে করিয়ে দেন, পুলিশের পরিবারগুলির অবদানও কতখানি। মমতা বলেন, ''আজ যদি কোনও পুলিশ কর্মী মারা যান, সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের একজনকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। না হলে পরিবার চলবে কী করে? বাড়ির মেয়েরা সাপোর্ট না দিলে পুলিশ এতটা কাজ করতে পারত?'' এবার আলিপুর বডিলাইনসের পুজো মণ্ডপ তৈরী হয়েছে দিঘার জগন্নাথ ধামের অনুকরণে। সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যেভাবে দিঘার মণ্ডপকে তুলে এনেছেন, কোনও কথায় তার উপমা হবে না।'' তিনি জানান, এবার থেকে পুলিশ বিভাগের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করে সেরা পুলিশ পুরস্কৃত করা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শতাধিক পুজোরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজোর আলোয় মাখা আবহে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে যেমন শোনা গেল প্রশাসনিক কণ্ঠস্বর, তেমনই উঠে এল মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক রাজনৈতিক নেত্রীর আবেগের ছোঁয়াও। নিন্দুকের কথা শুনে যদি হাল ছেড়ে দিতাম, তাহলে এতদূর আসা হত না-মমতার এই বার্তাতেই যেন বারবার ফিরে এল তাঁর চেনা রাজনৈতিক দৃঢ়তা। জানালেন, আগামীদিনে রাজ্য পুলিশে আরও বেশি করে মহিলাদের আনতে হবে। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘ ক্লাবে এসে এবারের মতো যখন পুজো উদ্বোধন শেষ করছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান, তখন বিরোধীদের পাল্টা জবাব দিতে ছাড়লেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ''যদি আবার ফিরে আসতে পারি, কী করতে পারি দেখিয়ে দেব।'' এদিন মমতা যখন অরূপ বিশ্বাসের ক্লাবের ফিতে কেটে, দেবীর পায়ে ফুল ছড়িয়ে মাইক হাতে নিলেন, তখনই বিরোধীদের উদ্দেশে তোপ দেগে বললেন, তারা যেন নিজেদের মুখটা আয়নায় দেখে। তারপর অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করে। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, ''বাংলা মানুষের পাশে ছিল, আছে, থাকবে। তোমরা আমাদের জলে ভাসাও, আর আমরা জল তাড়াই। সাড়ে ৫ লক্ষ পুকুর কেটেছি বাংলায়। তাই জলটা বের করে দিতে পারি।'' মমতা উপস্থিত দর্শনার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ''আগামী দিনে যদি ড্রেজিং না করে যদি আমি আপনাদের আশীর্বাদে আবার ফিরে আসতে পারি, বুঝিয়ে দেব কী করতে পারি। ওরা কিছু না করলে বিকল্প কী করা যায় দেখিয়ে দেব। আমাদের দিকে জল ঠেললে আমিও ওদের দিকে জল ঠেলে দেব। কত সহ্য করা যায়। প্রত্যেক বছর এক জিনিস।'' বস্তুত, বুধবার থেকেই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল কলকাতা। বৃহস্পতিবার সকালে দেখা গেছে, শহরের বেশিরভাগ রাস্তাই জলমুক্ত। তবে কলকাতা পুরসভা বলছে, কলকাতা সংলগ্ন কিছু এলাকায় এখনও জল জমে রয়েছে। পুরসভার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমহার্স্ট স্ট্রিট, সুকিয়া স্ট্রিট, ঠনঠনিয়ার মতো এলাকা ইতিমধ্যেই স্বাভাবিক হয়েছে। তবে ইএম বাইপাস লাগোয়া এলাকা, জোকা, সরশুনার কিছু অংশ ও মেটিয়াবুরুজের একাংশে এখনও জলের তলায়। কিন্তু আশ্বাস মিলেছে, আরও বেশ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেখানকার পরিস্থিতিও স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, সোম ও মঙ্গলবার মিলিয়ে শহরে ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। সোমবার রাতের কয়েক ঘণ্টা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। মঙ্গলবার দুপুরের পর ভারী বৃষ্টি থামতেই অনেক জায়গা থেকে জল নামতে শুরু করে। কিন্তু বুধবার পর্যন্ত বালিগঞ্জ, পার্কসার্কাস, তপসিয়া, ঠনঠনিয়া, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ও শেক্সপিয়র সরণির মতো এলাকায় জল জমে ছিল। বৃহস্পতিবারের ছবিটা অনেকটাই বদলে গেছে। এদিন সকাল থেকে বৃষ্টি না হওয়ায় জলযন্ত্রণা বাড়েনি মানুষের। যে সব জায়গায় জল জমে রয়েছে তা ধীরে ধীরে নামছেও। তাই ভোগান্তি থাকলেও স্থানীয় বাসিন্দারা আগের থেকে বেশি আশ্বস্ত হচ্ছেন। তবে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা আতঙ্কিত করেছে সকলকেই। এই ইস্যুতে অবশ্য কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল এবং আদালত রাজ্য সরকার, কলকাতা পুরসভা এবং সিইএসসি-র থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে পুরসভাকে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে কী পদক্ষেপ - সেই সংক্রান্ত তথ্য জানাতে হবে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাকে। আগামী ৭ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আট জনের মৃত্যু। তাতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় রিপোর্ট তলব ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রিপোর্ট চাইল রাজ্য, পুরসভা ও সিইএসসি-এর কাছে। ক্ষতিপূরণ ও ক্যানেল সংস্কারে, তা জানাবে রাজ্য। পাশাপাশি কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানাতে হবে পুরসভা ও সিইএসসি-কেও। ৭ নভেম্বর রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই দিনই মামলার শুনানি। মঙ্গলবার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল শহর কলকাতায়, শেষ কবে এরকম দুর্যোগ দেখেছে শহরবাসী, তা স্মৃতি হাতড়ে মনে করা যাবে না। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল শহর-শহরতলিতে। গোটা শহর যেন জলের তলায়। আর সেই জমা জলে ছিঁড়ে পড়ে বিদ্যুতের তার। নেতাজিনগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সাইকেল আরোহীর মৃত্যুর ঘটনা

ঘটে। রাস্তার ধারে বিদ্যুতের খুঁটিতে হাত দিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু। কালিকাপুরেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। তাছাড়া বালিগঞ্জ প্লেস, বেনিয়াপুকুরেও ঘটে যায় একইরকম মর্মান্তিক ঘটনা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেহ উদ্ধার করতে গিয়েই সমস্যা পড়তে হয় জমা জলের কারণে। উৎসবের শহরে জমা জলে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। ইকবালপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত জিতেন্দ্র সিংয়ের বাড়িতে মেয়র। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন বাড়ির লোকের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন। পাশাপাশি জিতেন্দ্র সিংয়ের দুই ছেলের পড়াশোনার দায়িত্ব এবং তাঁদের চাকরির দায়িত্বও নিলেন। এছাড়াও যে কোনও বিপদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো তিনি এই পরিবারের পাশে থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

আগুন চেতলা অগ্রণীর প্যান্ডেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ শহর জুড়ে পুজোর আমেজ শুরু হয়ে গিয়েছে। একাধিক পুজোর মণ্ডল উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। ঠাকুর দেখতেও বেরিয়ে পড়েছেন অনেকে। এরই মধ্যে অঘটন দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম বড় পুজো মণ্ডপ চেতলা অগ্রণীতে। বৃহস্পতিবার দুপুরে আগুন লেগে যায় চেতলা অগ্রণীর মণ্ডপে। যদিও আগুন সেভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। দ্রুত আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করা হয়। দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছনোর আগেই নিভে যায় আগুন। তবে গোটা মণ্ডপ শর্ট সার্কিট হয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সেই কারণেই দর্শনার্থীদের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপডেট দিয়ে জানানো হয়েছে যে আজ, বৃহস্পতিবার অর্থাৎ চতুর্থীর দিন কোনও দর্শনার্থী

মণ্ডপে প্রবেশ করতে পারবেন না। কখন আবার মণ্ডপ সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে, তা পরে জানানো হবে। শহরের বড় পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম চেতলা অগ্রণী। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের পুজো বলে পরিচিত এই পুজো। কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুজোর উদ্বোধন করেছেন। চতুর্থীর দিনই সেই প্যান্ডেলে ঘটে গেল অঘটন।জানা যাচ্ছে, প্যান্ডেলের উপর পড়ে থাকা একটি ইলেকট্রিকের তার থেকেই শর্ট সার্কিট হয়। তার জেরেই এই বিপদ ঘটে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবেই প্যান্ডেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শুনানি নিয়ে টালবাহানা নয়

হি.স., নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ 'তারিখ পে তারিখ' চলবে না, নিয়ম মাফিক করতে হবে শুনানি। তিন দশক আগেও বিচারপতিরা যে অভ্যাস নিজেদের মধ্যে তৈরি করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল কেন? প্রশ্ন তুলল দেশের শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি, দেশের সমস্ত হাইকোর্টগুলিকে প্রতিদিন শুনানি ও দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শেষের জন্য নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে একটি মামলার শুনানি চলাকালীন এই নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। কেন শুনানি নিয়ে এত 'টালবাহানা' সেই প্রশ্নও তুলেছেন বিচারপতিরা। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'দিন-প্রতিদিন নিয়ম মাফিক শুনানি বিচারপ্রক্রিয়ার একটা অন্যতম অংশ। বিশেষ করে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বা সংবেদনশীল মামলার ক্ষেত্রে নিয়ম মাফিক শুনানি অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে অভ্যাস তিন দশক আগেও ছিল, তা আজ সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই রীতিকে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।' বিচারপতিদের সংযোজন, 'তবে এই অভ্যাস ফিরিয়ে আনার জন্য বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতিটাও বোঝা প্রয়োজন। এমনকি, কীভাবে পুলিশ তদন্ত করে সেটাও বোঝা প্রয়োজন।' এরপরেই এই দিন-প্রতিদিন শুনানি করাতে দেশের হাইকোর্টগুলিকে একটি কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দিয়েছে। চলতি বছরেরই একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের প্রতিটি আদালত অর্থাৎ নিম্ন আদালত থেকে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত, মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৪.৬ কোটি। যার মধ্যে ৬৩ লক্ষ মামলা পড়ে রয়েছে নিম্ন আদালতে। হাইকোর্টে পড়ে রয়েছে ৬৩ লক্ষ বিচারাধীন মামলা। সুপ্রিম কোর্টে পড়ে রয়েছে ৮৬ হাজারের বেশি মামলা। কিন্তু এই মামলাগুলির শুনানি নিয়ে কেন এত টালবাহানা? বৃহস্পতিবারের আদালত চত্বরে উঠে এল সেই প্রসঙ্গও। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'সময়ের অভাব, মামলা চালাতে পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব অর্থাৎ বিচারক, বিচারপতি, তদন্তের সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে চলা টালবাহানার জেরে বেশির ভাগ মামলাই এখনও বিচারাধীন পড়ে রয়েছে।'

'মাছের তেলে মাছ ভাজা! ১০ নম্বর বাতিল করতে হবে', পুজোর মুখে ফের পথে চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ উৎসবের আবহ শহর, রাজ্যে। কিন্তু চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে তার কোনও ছাপ নেই। বরং বৃহস্পতিবার পুজোর মুখে ফের পথে নামলেন তাঁরা। দাবি, শূন্যপদের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং চাকরিহারাদের দেওয়া অতিরিক্ত ১০ নম্বরের সুবিধা বাতিল করতে হবে। করুণাময়ীতে মূলত এই দুই দাবি তুলেই বিক্ষোভ দেখান এসএসসি-র নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। বেলায় বিকাশ ভবনেও অভিযান করেন তাঁরা। চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য - এত বছর পর নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছে তাও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। কারণ বিরাট দুর্নীতি হয়েছিল। কিন্তু এখন যে বিষয়টি দাঁড়িয়েছে সেটা অনেকটা মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো! কেন এমন বলছেন তাঁরা, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এক চাকরিপ্রার্থীর কথায়, ''দু-দফায় যে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে তাতে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা কার্যত সুযোগই পাবে না। কারণ চাকরিহারাদের ১০ নম্বরের সুবিধা রয়েছে। এটা বাতিল করতে হবে। নাহলে এতদিন পর পরীক্ষা নিয়েও চাকরি তারাই পাবেন যারা আগেই পেয়েছিলেন এবং দুর্নীতির কারণে চলে গেছিল। অনেকটা গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো করার মতো।'' তাঁদের স্পষ্ট দাবি, এই বাড়তি নম্বরের সুবিধা বাতিল করতেই হবে। তাঁদের আরও যুক্তি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে প্যানেলের কোনও ভিত্তিই নেই তার চাকরিহারাদের বাড়তি নম্বরের সুবিধা দেওয়া যাবে না। আর এই নম্বর দিলে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত হবেন যারা ২০২৫ সালে পরীক্ষা দিলেন। বিকাশ ভবনে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সঙ্গে দেখা করে অসন্তুষ্ট ২০২৫

এসএসসি পরীক্ষা দেওয়া নতুন চাকরি প্রার্থীরা। তাঁরা জানালেন, এক লক্ষ শূন্য পদ তৈরি ও ১০ নম্বরের বিষয়টি মানেনি বিকাশ ভবন। দাবিপত্র জমা নেওয়া হলেও তাদের কোনও আশ্বাস দেওয়া হয়নি বলেও জানাচ্ছেন চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। প্রতিবাদে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। বিকাশ ভবন থেকে ফিরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চাকরি প্রার্থীদের। এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, ''আমাদের পাঁচ দফার মূল দাবি ছিল, ১০ নম্বরটা কাউকেই আলাদা করে দেওয়া চলবে না। ২০ নম্বরের পরীক্ষাটা যাতে স্বচ্ছভাবে নেওয়া হয়। এক লক্ষের বেশি শূন্যপদ বাড়ানো যাবে না। রাজ্য সরকার যদি চায়, তাহলে বাড়ানো যাবে। ১০ নম্বর দেওয়া যাবে কিনা, সেটা সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর। সরকার যে রুল পাঠাবে, তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে।'' আন্দোলনকারী প্রার্থীদের মূল দাবিগুলির মধ্যে প্রধান, লক্ষ শূন্যপদ বাড়াতে হবে, কারণ ১৪ বছর ধরে কোনও নিয়োগ হয়নি। দ্বিতীয়ত, চাকরিহারাদের অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়া যাবে না। নতুন প্রার্থীদের দাবি, ২০১৬-র প্যানেলের চাকরিহারাদের পৃথকভাবে চাকরি দেওয়া হোক। প্রসঙ্গত, চাকরিহারাদের অভিজ্ঞতার জন্য নতুন নিয়মে বাড়তি ১০ নম্বর ধার্য করেছিল এসএসসি। সেই নিয়েই এত বিতর্ক। অন্যদিকে, চাকরিহারা যোগ্য গ্রুপ-সি অধিকার মঞ্চও এদিন করুণাময়ীতে বিক্ষোভ দেখায়। তাঁদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকারের জন্যই আজ যোগ্যরা পথে। দীর্ঘ প্রায় ৭ মাস বেতনহীন থাকতে হচ্ছে তাঁদের, এর একটা বিহীত দূরত করতে হবে। এক শিক্ষাকর্মীর কথায়, যারা অযোগ্য বলে প্রমাণিত তাদের চাকরি দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার, আর যোগ্যরা বঞ্চিত হচ্ছে। এটা মেনে নেওয়া যাবে না। কদিন আগেও এসএসসি অভিযান করেছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। ১ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগের দাবি তুলেছিলেন তাঁরা। সেদিনও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রতিবাদী চাকরিপ্রার্থীরা বলেন- দশ বছর পর নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছে অথচ নতুন প্রার্থীদের পূর্ণ নম্বর পেলেও ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, ইন-সার্ভিস প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৩১ হাজার শিক্ষককে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর আগে, দিন কয়েক আগেই টেট উত্তীর্ণদের একাংশ ৫০ হাজার শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে পথে নামেন। হঠাৎ বিধানসভা অভিমুখে মিছিল ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। ধর্মতলা মেট্রো থেকে বেরিয়ে বিধানসভা ভবনের দিকে ছুটে যান বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ তাড়া করলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। কোথাও বচসা, কোথাও কেউ আবার কান্নায় ভেঙে পড়েন।

রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনী দায়িত্বে ভূপেন্দ্র যাদব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ হাতে আর মাত্র মেরেকেটে ক'টা মাস। পুরোদমে শুরু হয়েছে গিয়েছে নির্বাচনী প্রস্তুতি। উপরতলার নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় চলছে বৈঠক। এরইমধ্যে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নির্বাচনী দায়িত্ব দেওয়া হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে। সহকারী করা হয়েছে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে। ইতিমধ্যেই দলের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ কথা জানান হয়েছে। প্রসঙ্গত, কিছু মাস আগেই বদলে গিয়েছে বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি। নতুন দায়িত্বে এসেছেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কাঁধে ভর করেই নতুন উদ্যোমে ছুটছে দল। এদিকে কিছুদিন আগেই আবার আরএসএস-বিজেপি সমন্বয় বৈঠকও হয়ে গিয়েছে। বঙ্গের বিজেপি নেতৃত্বকে ডেকে বিশেষ সমন্বয় বৈঠক করতে দেখা গিয়েছিল আরএসএস পদাধিকারীদের। সল্টলেকের পাঁচতারা হোটেলে চলে ম্যারাথন বৈঠক। রাজ্য বিজেপির তরফে ছিলেন বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ছিলেন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীও। ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষও।

'জল-যুদ্ধে' কুপোকাত পাকিস্তান! লক্ষ্য ২০২৯-এর নির্বাচন, বিরাট 'সিন্ধু' পরিকল্পনা নয়া দিল্লির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর ভারতের জলের চাহিদা পূরণে ভারত সরকার সিন্ধু নদী ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করার পর এটি হচ্ছে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ, যা ২০২৯-র লোকসভা নির্বাচনের আগে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের শীর্ষ বৈঠকে জানানো হয়, সিন্ধু নদীকে বিয়াস নদীর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য একটি ১৪ কিমি দীর্ঘ টানেল নির্মাণের ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট প্রস্তুত হচ্ছে। উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মতে, বহুজাতিক নির্মাণ সংস্থা লারসেন অ্যান্ড টুবরো এই ডিপিআর তৈরি করছে, যা আগামী বছরের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সূত্রের আরও খবর, একই বৈঠকে প্রস্তাবিত ১১৩ কিমি দীর্ঘ খাল নির্মাণের কাজের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সিন্ধুর জল উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোতে পৌঁছে দেওয়া হবে। বলে রাখা ভালো, ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তবে ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল পহেলাগাঁওয়ের নৃশংস জঙ্গি হামলার পর ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে, 'জল আর রক্ত একসঙ্গে বইতে পারে না।' তারপর থেকেই ভারতের ভাগে পাওয়া সিন্ধু নদীর জল সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু হয়। সূত্রের খবর, এই প্রকল্পটির সবচেয়ে কঠিন অংশ হচ্ছে ১৪ কিমি দীর্ঘ টানেল নির্মাণ।

পাহাড়ি অঞ্চলের শিলা পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোন এলাকায় সরাসরি টানেল খোঁড়া সম্ভব আর কোন এলাকায় পাইপের মাধ্যমে পথ তৈরি করতে হবে। এই জন্য আধুনিক টানেল বোরিং মেশিন ও রক শিল্ড প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব এসেছে, যাতে নিরাপত্তা ও দ্রুততা নিশ্চিত করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার ডিপিআর রিপোর্ট পাওয়ার পর নির্মাণ কাজ শুরু করবে।এই টানেল সরাসরি যুক্ত হবে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার উঝ মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট-এর সঙ্গে। এর ফলে রাভির উপনদী উঝ নদী থেকে জল নিয়ে বিয়াস বেসিনে পাঠানো যাবে। টানেলটি সম্পন্ন হলে রাভি-বিয়াস-সতলজ নদী ব্যবস্থা সিন্ধু বেসিনের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। যার ফলে ভারত নদীর জলের সর্বাধিক ব্যবহার করতে পারবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ৩-৪ বছর সময় লাগবে এবং ২০২৮ সালের মধ্যে এটি শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৪,০০০-৫,০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল রাজস্থানের শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে, বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী ক্যানাল-এর মাধ্যমে সেচের সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর, হরিয়ানা, দিল্লি ও পাঞ্জাবও এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবে। চেনাব নদীকে রাভি-বিয়াস-সতলজ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এর ফলে উত্তর ভারতে থাকা খাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি শ্রীগঙ্গানগর পর্যন্ত জল পৌঁছে যাবে। কেবল কৃষিই নয়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের মানুষের জন্য পানীয় জলের প্রাপ্যতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। ভারতের ভাগের অতিরিক্ত জল যাতে পাকিস্তানে চলে না যায়, তা প্রকল্পটি নিশ্চিত করবে। এর ফলে দেশের জল নিরাপত্তা শক্তিশালী হবে এবং সরকারের ঘোষিত বার্তা 'জল আর রক্ত একসঙ্গে বইতে পারে না' ফের একবার সামনে আসবে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন ও বৃষ্টিপাতের ধরণের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাও মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। ১৩টি খাল ব্যবস্থাও আরও দৃঢ় হবে। শুক্রবারের বৈঠকে আরও জানানো হয়, জম্মুর রনবির ক্যানাল-এর দৈর্ঘ্য ৬০ কিমি থেকে বাড়িয়ে ১২০ কিমি করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ হুগলি জেলার আরামবাগে উন্নয়নের জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। ১৯৬২-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন। প্রথমে খানাকুল ও পরে আরামবাগ পূর্ব কেন্দ্র থেকেই বিধায়ক হিসেবে তিনি নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র থেকেই জিতে সংসদে পৌঁছেছেন। একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ছয়ের দশকে একটানা এতদঅঞ্চলের সার্বিক কল্যাণে নিরলস কাজ করে গেছেন। সেই সূত্রে - আরামবাগের গান্ধী হিসেবে ও সমধিক পরিচিত তিনি। ১৯৯০ সালে আজকের দিনটিতেই ৯৩ বছরে প্রয়াত হয়েছিলেন তিনি। এদিকে, এই উপলক্ষে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় জানান - বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন - এর প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

২০২৬ শে ভবানীপুর নন্দীগ্রাম ২.০ হতে চলেছে, কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ঃ পুলিশ তৃণমূল ক্যাডার। অর্থা পুলিশ তৃণমূল ক্যাডারের সমান, বা তার চেয়েও বেশি। গাণিতিক চিহ্ন দিয়ে সেটা লিখে কটাক্ষ করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।শুভেন্দুবাবু বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ না থাকলে এই তৃণমূল দলটারই কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, এটা আমি আগেও বলেছি। এই ভিডিওটা আবারো প্রমাণ সাপেক্ষে দিলাম।এসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ভবানীপুরের ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে, মদন পাল লেনের স্বরাজ সংঘ ক্লাবে এসে পাড়ার মহিলাদের শাড়ি বিতরণ করছেন, সেই সাথে বলছেন 'দিদি দিয়েছে'। এসিপি পদাধিকারী একজন পুলিশ অফিসার কি এটা করতে পারেন?সাধে কি আর আমি পুলিশকে মমতা পুলিশ বলি ! কারণ এরাজ্যে পুলিশ অনেক আগে থেকেই তৃণমূলের ক্যাডারে পরিণত হয়েছে, এখন তো অবস্থা এই যে তৃণমূল কে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার দায় এই সব পুলিশকর্তার দলীয় নেতাদের চেয়ে বেশি, কারণ সরকার বদল হলে এদের অপকর্মের ফল এদেরকে ভোগ করতেই হবে।তবে ভবানীপুরের মানুষ বুঝতে পারছেন এটা সামাজ সেবা নয় ভোটের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু যতই বাঁটো তোলাবাজির টাকায় কেনা কাপড়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারতেই হবে ভবানীপুরে।

'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র ১১ বছরে সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর, ঃ ' মেক ইন ইন্ডিয়া'-র ১১ বছরে সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার তিনি লিখেছেন, ' মেক ইন ইন্ডিয়া' ভারতের উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেছে, যার ফলে বিশ্বব্যাপী প্রভাব তৈরি হয়েছে। ১১ বছর আগে এই দিনে, ভারতের প্রবৃদ্ধিতে গতি যোগ করার এবং আমাদের দেশের উদ্যোক্তা সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ' মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগটি চালু করা হয়েছিল।অপর এক্সবার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ' ইন ইন্ডিয়া' অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে এবং আত্মনির্ভরতার ভিত্তি স্থাপনে কীভাবে অবদান রেখেছে তা দেখে আনন্দিত। এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে উৎসাহিত করেছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) - ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের স্থান অসামান্য। একজন তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে তার অবদান কেবল অতীতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বর্তমান এবং ভবিষ্য প্রজন্মের জন্যও এক অনন্য দিশারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই বিশিষ্ট নেতা দেশের অখণ্ড মানবতার প্রচার এবং সমৃদ্ধ ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করেছেন, যা তার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে। বৃহস্পতিবার, এই মহান নেতার জন্মদিনে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় পর্যায়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তার জীবন ও নীতির প্রতি গভীর সম্মান প্রকাশ করেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারত মাতার মহান পুত্র ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ' বা সর্বশেষ মানুষের কল্যাণের নীতি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য এক অমূল্য দিক নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই নীতি মূলত দরিদ্র, অবহেলিত এবং পিছিয়ে থাকা মানুষদের জীবনে পরিবর্তন আনার ওপর জোর দেয়। তার ধারণায় দেশের সাধারণ মানুষই রাষ্ট্রের মূল শক্তি, এবং তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা, সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মগ্রহণ ১৯১৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, মধ্যপ্রদেশের কন্যা নগরে। শৈশব থেকেই তিনি তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা ও সামাজিক সচেতনতা বিকাশে প্রবৃত্ত হন। স্কুল জীবনে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার প্রতি তার গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রায়শই দেশের দরিদ্র জনগণের পাশে দাঁড়ানোর এবং তাদের উন্নতির জন্য কাজ করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতেন। এই সময় থেকেই তার মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হতে থাকে।তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন ও রাজনৈতিক জীবন উভয়ই ভারতীয় সমাজের অসংগতি এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিবেদিত ছিল। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ' ইন ডাইভারসিটি' বা বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেন, যা আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন, যদি জাতি তার অন্ত্যোদয় নীতি অনুসরণ করে, তাহলে দেশের প্রতিটি নাগরিক, বিশেষ করে যারা সমাজের নীচে অবস্থান করছে, তারা শিক্ষিত, সুস্থ এবং আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে।দীনদয়াল উপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দর্শন কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং ব্যবহারিক ও বাস্তবমুখী ছিল। তিনি মনে করতেন যে, দেশকে সমৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ অপরিহার্য। তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় দেশের প্রতিটি নাগরিককে অংশগ্রহণমূলক ও কার্যকরী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দর্শন ও নীতি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জন্য নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এক নতুন দিশা দেখিয়েছে। তার অন্ত্যোদয় নীতি দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়িত করতে পারে, যা দেশের উন্নয়নকে একটি মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমাদের কড়ব্য হলো তাঁর এই দর্শনকে বাস্তবায়িত করা এবং দেশের প্রতিটি নাগরিককে সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করা।দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন এবং কর্মের মাধ্যমে ভারতের সমাজে একটি দৃঢ় নৈতিক ও মানবিক দিকনির্দেশনা স্থাপন হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা মানে কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন নয়, বরং মানুষের জীবনে সত্যিকারের পরিবর্তন আনা। বিশেষ করে, তাঁর অন্ত্যোদয় নীতি একে আজকের যুগেও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে, যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অসাম্য এবং শিক্ষার অভাব এখনো দেশের নানা অঞ্চলে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের শিক্ষা, দর্শন এবং নীতিগুলি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার প্রভাব আজও শিক্ষা, রাজনৈতিক দর্শন এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যে তার চিন্তাভাবনা সমৃদ্ধ ভারত গঠনের জন্য দিশানির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে।এই জন্মবার্ষিকীতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধা কেবল অতীতকে স্মরণ করাই নয়, বরং একটি বার্তা দেয় বর্তমান ও ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য। এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দেশের উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা মানুষদের ক্ষমতায়ন এবং সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে নিহিত। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন ও নীতি এই দিকনির্দেশনার এক অমোঘ প্রমাণ।এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন যে, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দর্শন আধুনিক ভারতকে আরও দৃঢ়, স্বাধীন এবং সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে। তার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা আমাদের প্রতিদিনের জীবন ও দেশের নীতি নির্ধারণে একটি মজবুত ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে, জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা এবং অন্ত্যোদয় নীতি দেশের সার্বিক উন্নয়নে নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম।সংক্ষেপে, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী কেবল একটি স্মৃতিসম্ভার নয়, বরং দেশের জন্য এক গভীর প্রতিজ্ঞা ও প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর শ্রদ্ধাঞ্জলি দেশের প্রতিটি নাগরিককে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে, যাতে তারা তার নীতি ও দর্শনকে গ্রহণ করে সমৃদ্ধ, ন্যায়সংগত এবং সমতার ভিত্তিতে একটি নতুন ভারত গঠনে অংশগ্রহণ করে। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন ও কাজ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রকৃত উন্নয়ন এবং জাতির মঙ্গল মানুষের কল্যাণের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, বরং দেশের ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য এক শিক্ষণীয় দিকনির্দেশনা, যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে প্রেরণা জোগাবে। তার দর্শন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, দেশের প্রকৃত শক্তি হলো সাধারণ মানুষ, এবং তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন, দর্শন ও নীতিগুলি আজও দেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক এবং আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।ভ্রএভাবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধাঞ্জলি দেশের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশের সমৃদ্ধির পথে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অন্ত্যোদয় নীতির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার বার্তা প্রদান করেছে। এই শ্রদ্ধা শুধু অতীতকে স্মরণ করাই নয়, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিককে নতুনভাবে ভাবতে এবং কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করছে, যাতে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের স্বপ্ন-এক সমৃদ্ধ, ন্যায়পরায়ণ এবং মানবিক ভারত-সত্যিই বাস্তবায়িত হয়।

'ইরান সব সময় ইতিহাসের ঝড়-ঝাপটার মোকাবেলায় পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে'

ইরানঃ - ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বলেছেনঃবিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার ধারাবাহিকতায় গড়ে-ওঠা ইরান সব সময়ই ইতিহাসের নানা ঝড় ঝঞ্জার মোকাবেলায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে।বুধবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেয়া ভাষণে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, ইরানি জাতি তাঁর মহান চেতনা ও চিরন্তন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বারবার প্রমাণ করেছে যে তারা আক্রমণকারীদের কাছে মাথা নত করে না এবং আজ তারা তাদের ঈমান ও জাতীয় ঐক্যের শক্তির উপর নির্ভর করে আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেনঃ পবিত্র প্রতিরক্ষার বারো দিনে ইরানের দেশপ্রেমিক ও সাহসী জনগণ অহংকারী আগ্রাসকদের বিভ্রান্তিকর হিসাব-নিকাশ তাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছে। ইরানের শত্রুরা অনিচ্ছাকৃতভাবে পবিত্র জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করেছে। সবচেয়ে কঠোর, দীর্ঘতম এবং কঠোরতম অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, মনস্তাত্ত্বিক ও মিডিয়া যুদ্ধ এবং বিভাজন তৈরির ক্রমাগত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ইরানি জনগণ তাদের মাটিতে প্রথম গুলি চালানোর সাথে সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের সাহসী সশস্ত্র বাহিনীকে সমর্থন করেছিল এবং আজ তারা তাদের শহীদদের রক্তকে সম্মান করে।ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতি আরও বলেনঃআজ, প্রায় দুই বছরের গণহত্যা, গণ-অনাহার, অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে বর্ণবাদ অব্যাহত রাখার এবং প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের পর, এই শাসকগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্লজ্জভাবে বৃহত্তর ইসরায়েল-এর হাস্যকর এবং বিভ্রান্তিকর পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা তথা ষ।যন্ত্রের আওতায় রয়েছে এ অঞ্চলের অনেক দেশ। এই মানচিত্র বা ষ।যন্ত্রের নীল-নক্সাটি ইহুদিবাদী ইসরায়েলের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরছে, যা সম্প্রতি এর প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বিশ্বের কেউই এই শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসী অশুভ উদ্দেশ্যগুলো থেকে নিরাপদ নয়। তিনি আরও বলেছেন, গত সপ্তাহে তিনটি ইউরোপীয় দেশ, দশ বছর ধরে প্রতিশ্রুতি আর অঙ্গীকারগুলো পালন না করা এবং পরবর্তীকালে ইহুদিবাদী-মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের প্রতি সমর্থনের মাধ্যমে ইরানের গর্বিত জনগণকে নতজানু করতে ব্যর্থ হওয়ার পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে চাপ প্রয়োগ, মো।লিপনাসুলভ হুমকি, চাপিয়ে দেয়ার মত বলদর্পিতা এবং সমঝোতার ধারার প্রকাশ্য অপব্যবহারের মাধ্যমে ইরানের বিরুদ্ধে বাতিল হয়ে-যাওয়া নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবগুলো পুনরায় চালু করার চেষ্টা চালিয়েছে। আর এই প্রক্রিয়ার আওতায় তারা সদিচ্ছা ত্যাগ করেছে, আইনি বাধ্যবাধকতাগুলো এড়িয়ে গেছে, খক্টগুক বা পরমাণু সমঝোতা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়ায় ইরানের পাল্টা ক্ষতিপূরণমূলক আইনি পদক্ষেপগুলো, প্রতিশ্রুতি পালন না করাসহ ইউরোপের পুরোপুরি ব্যর্থতা ও অযোগ্যতাকে গুরুতর লঙ্ঘন হিসাবে চিত্রিত করেছে, অথচ নিজেদেরকে চুক্তির সুপ্রতিষ্ঠিত পক্ষ হিসাবে মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করেছে এবং ইরানের আন্তরিক প্রচেষ্টাগুলোকে অপর্যাপ্ত বলে অভিহিত করেছে। আর এই সবই ছিল সেই সমঝোতা বা চুক্তিকে ধ্বংস করার জন্য যাকে তারা নিজেরাই বহুপাক্ষিক কূটনীতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন বলে মনে করত। এই অবৈধ পদক্ষেপ, যার বিরোধিতা নিরাপত্তা পরিষদের কিছু সদস্যও করেছিলেন, এর কোনও আন্তর্জাতিক বৈধতা নেই এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এটিকে স্বাগত জানাবে না।ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেনঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে স্বাগত জানায়। আমরা বিশ্বাস করি যে সহযোগিতা, আস্থা এবং অভিন্ন উন্নয়নের ভিত্তিতে এই অঞ্চল ও বিশ্বের ভবিষ্যত নির্মাণ করা উচিত। আবারও, আমি এই ফোরামে ঘোষণা করছি যে ইরান কখনও পারমাণবিক বোমা তৈরির চেষ্টা করেনি এবং কখনও করবেও না। আমরা পারমাণবিক অস্ত্র চাইছি না, এবং এটি একটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইরানের সর্বোচ্চ নেতার ফতোয়া, এবং ফলস্বরূপ, আমরা কোনওভাবেই গণবিধ্বংসী অস্ত্র চাইনি এবং ভবিষ্যতেও চাইব না।

বৃহস্পতিবার দেশীয় বাজারে কমলো সোনা - রুপোর দর

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ বৃহস্পতিবার দেশীয় বাজারে সোনা ও রূপোর দর আবারও নেমে এসেছে। বিশেষ করে দিল্লিতে কেজি প্রতি রুপোর দাম দা।য়িছে ১,৩৯,২০০ টাকা। সোনার ক্ষেত্রে, ২৪ ক্যারেটের প্রতি ১০ গ্রামের দাম দিল্লিতে ছিল ১,১৫,৫১০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ১,০৫,৮৯০ টাকা। মুম্বইয়ে ২৪ ক্যারেটের সোনার দাম ১,১৫,৩৬০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ১,০৫,৭৪০ টাকা রেকর্ড করা হয়েছে।দেশের অন্যান্য প্রধান শহরেও সোনার দামও অনুরূপ রকমের পরিবর্তন দেখা গেছে। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৫,৪১০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ১,০৫,৭৯০ টাকা। চেন্নাইতে একই সময়ে ২৪ ক্যারেটের দাম ১,১৫,৩৬০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ১,০৫,৭৪০ টাকা। কলকাতায় ২৪ ক্যারেটের দাম ১,১৫,৩৬০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ১,০৫,৭৪০ টাকা।উত্তর ভারতের শহর লখনউতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৫,৫১০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ১,০৫,৮৯০ টাকা রেকর্ড করা হয়েছে। পাটনায় ২৪ ক্যারেটের দাম ১,১৫,৪১০ টাকা ও ২২ ক্যারেটের দাম ১,০৫,৭৯০ টাকা। জয়পুরে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,১৫,৫১০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ১,০৫,৮৯০ টাকা।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সোনার দাম একাধিক আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ট্রেড সম্পর্ক, শুল্ক, ইকুইটি ও বন্ড বাজার, মার্কিন ডলার-এর মান, পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির হার অন্যতম। এই বিষয়গুলির কারণে দেশের বাজারে সোনার দর ওঠানামা ঘটায়।ভ্রবৃহস্পতিবারের এই দর পতনের ফলে গ্রাহক এবং সোনার বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে, যারা দীর্ঘমেয়াদি বিনিযোগের দিকে মনোযোগী, তাদের জন্য এই দাম কমে আসা এক ধরনের সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার কারণে সোনার দর আগামী দিনগুলোতে আবার ওঠানামা করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন।এছাড়াও, রূপোর বাজারেও একই রকম পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। দেশীয় বাজারে প্রতি কেজি রূপোর দামও সামান্য কমেছে, যা বিভিন্ন শিল্প এবং বিনিযোগে ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে, আভরণ শিল্প ও গৃহস্থালির ক্রেতাদের মধ্যে এই দাম পরিবর্তন সরাসরি প্রভাব ফেলবে।সোনার বাজারের এই চলমান ওঠানামা দেশীয় বিনিযোগকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজার এবং দেশীয় অর্থনীতির নানা প্রভাবের কারণে সোনার দাম স্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করছে, যা দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পরিস্থিতিরও একটি প্রতিফলন। সাম্প্রতিক সময়ে, আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও, ডলার সূচক, বন্ড বাজার এবং বিভিন্ন দেশীয় নীতি পরিবর্তনের প্রভাবে দেশে সোনার দাম হ্রাস পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই হ্রাস মূলত স্বল্পমেয়াদী এবং শিগগিরই দাম আবার পরিবর্তিত হতে পারে।মোটকথা, বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শহরগুলিতে সোনা ও রূপোর দাম কমেছে। গ্রাহক, বিনিয়োগকারী এবং

ইরান ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি ইউরেশিয়া চুক্তি বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে

ইরানঃইরান ও ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যৌথ কমিটির প্রথম বৈঠক মস্কোতে শুরু হয়েছে।ইরানের শিল্প, খনি ও বাণিজ্যমন্ত্রী সাইয়েদ মোহাম্মদ আতাবাক বৈঠকে বলেন, এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার ফলে তেহরান ও ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সর্বাত্মক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হবে। বিশেষকরে এই বৈঠকের একই সময়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান এই ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছে।পার্সটুডে জানিয়েছে, ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের বাণিজ্যমন্ত্রী আন্দ্রে স্লেপনেভও বৈঠকে বলেছেন, এই ইউনিয়ন ইরানের সঙ্গে সহযোগিতা বিস্তারের ক্ষেত্রে শুধু মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং নানা খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে।রাশিয়াঃইরানের সঙ্গে বাণিজ্য ৩৫ শতাংশ বেড়েছেরাশিয়া ফেডারেশনের উপ-প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই ওভারচুক মস্কোতে ইরানের শিল্প, খনি ও বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বলেছেন, ইরান ও ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর থেকে রাশিয়া-ইরান বাণিজ্যিক লেনদেন ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।রুশ উপ-প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে তেহরান-মস্কো দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ১১.৮ শতাংশ বে।ছে।আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বহুপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রতি চীনের অঙ্গীকারজাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের ৮০তম বৈঠকে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি চিয়াং বলেছেন, চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আলোচনায় কোনো বিশেষ সুবিধা দাবি করবে না।লি আরও বলেন, গত দুই দশকে বেইজিং এ ধরনের সুবিধা ভোগ করার পাশাপাশি বহুপাক্ষিক আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক চুক্তি, বৈশ্বিক বাণিজ্যের স্বাধীনতা ও সহজীকরণে অবদান রেখেছে।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি দফতরে হাজির কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ প্রাথমিক নিযোগে দুর্নীতি মামলায় ইডির তদন্তকারীদের মুখোমুখি হলেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে উপস্থিত হন তিনি। চন্দ্রনাথ সিংহ বর্তমানে ওই মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে রয়েছেন।বুধবার বিচার ভবনের সিবিআই বিশেষ আদালতের বিচারক তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন বহাল রাখেন। তবে আদালত নির্ধারিত করেছেন যে, তদন্তের স্বার্থে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার তাকে ইডির তদন্তকারীদের সামনে হাজির হতে হবে। এই নির্দেশ অনুসারে কারামন্ত্রীকে দুই দিন ধরে ইডির সমন্বিত তদন্তের মুখোমুখি হতে হবে।প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চন্দ্রনাথ সিংহের নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, তিনি বিচারিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। যদিও মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি, তবু আদালতের নির্দেশে তাকে এদিন উপস্থিত হতে হয়।চন্দ্রনাথ সিংহের ইডি দফতরে উপস্থিতি রাজ্য রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, কারামন্ত্রীর এই হাজিরা রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে। ইতিমধ্যেই এই মামলাটি সংবাদমাধ্যম এবং রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।ইডি দফতরে হাজিরার সময় চন্দ্রনাথ সিংহ সাংবাদিকদের কাছে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে তাঁর আইনজীবীরা আদালতের নির্দেশ মেনে তাঁকে তদন্তকারীদের সামনে হাজির করিয়েছেন। আদালতের এই নির্দেশ অনুসারে, তদন্তকারীরা প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার প্রয়োজনীয় নথি ও সাক্ষ্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন।রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে চন্দ্রনাথ সিংহের এই ইডি হাজিরা নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার সঙ্গে কারামন্ত্রীর নাম জড়িত হওয়ায় সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা উভয়ই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন। আদালতের নির্দেশনা অনুসারে তাঁর উপস্থিতি আগামী দুই দিনে চলবে, যা মামলার তদন্তকে আরও ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।চন্দ্রনাথ সিংহের এই ইডি হাজিরা রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিসরে নতুন দিক নির্দেশনা দেবে কি না, তা সময়ই দেখাবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি যথাযথভাবে আদালতের ও তদন্তকারীদের নির্দেশ মেনে চলছেন। এই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার চূড়ান্ত ফলাফল রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভেনেজুয়েলা, কম্পন অনুভূত কলম্বিয়াতেও

ভনেজুয়েলা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভেনেজুয়েলা। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সেন্টার অনুসারে, ভূমিকম্পর মাত্রা ছিল ৬.২ এবং এর উপত্তিস্থল ছিল জুলিয়া প্রদেশের মেনে গ্রান্ড শহর থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে। এই এলাকাটি রাজধানী কারাকাস থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মাত্র ৭.৮ কিলোমিটার গভীরে, যার ফলে বেশ কয়েকটি রাজ্যে কম্পন অনুভূত হয়েছে।কম্পন অনুভূত হয়েছে কলম্বিয়াতেও। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের বাড়িঘর এবং অফিস খালি করে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছে। বর্তমানে কোনও দেশ থেকে কোনও বড় ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

গাড়ির ধাক্কায় মা-ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু, আহত এক

হারদোই, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের হারদোই জেলায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে , বুধবার গভীর আরওয়াল থানার অন্তর্গত এলাকার কুসুমখোর-শ্রীমাউ সড়কে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , রাস্তার ধরে পলিথিন টাঙিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন এক পরিবার। সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা এক গাড়ি তাঁদের ওপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনায় এক মা ও তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হয়েছেন এক প্রবীণ ব্যক্তিও।বৃহস্পতিবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান , জসমই গ্রামের কৃষক ইন্দ্রপাল রাস্তার পাশে অস্থায়ীভাবে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। বুধবার রাতে তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী (৩০) ও ছেলে প্রিন্স (৭) পলিথিন টাঙিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। পাশে শুয়ে ছিলেন তাঁর দাদা কৃষ্ণকুমার (৬০)। আচমকা দ্রুতগতিতে আসা গাড়ি তিনজনকে চাপা দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই গায়ত্রী মারা যান। প্রিন্সকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসক মৃত ঘোষণা করেন। আহত কৃষ্ণকুমারের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। পুলিশ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য

রাশিফল

মেষঃ আজ একটু থেমে ভেবে দেখার সময়। আপনি যা অর্জন করেছেন তাতে গর্বিত হতে পারেন। তবে সম্পূর্ণ আত্মতুষ্টিতে না ভেসে পরিকল্পনা তৈরি করুন ভবিষ্যতের জন্য।বিবাহের যোগ হবে আজ।
বৃষঃ গৃহস্থালির কাজ বা পরিবারের আবেগী টানাপোড়েন আপনার সময় নেবে। ধৈর্য ধরে এগোলে পরিস্থিতি সামলাতে পারবেন। মানসিক শান্তিই হবে বড় শক্তি।
মিথুনঃ বাড়ছে, তবে অহংকার যেন না আসে। অন্যদের মতামত শুনুন, তাহলেই সুনাম বজায় থাকবে।। ।
কর্কট রাশি ঃআজকের দিনটি কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক ভাবে ইতিবাচক হবে। আপনি নিজেকে শক্তি এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ বোধ করবেন।
সিংহঃআজ আপনি আশেপাশের পরিবেশ নিয়ে অস্বস্তিতে থাকতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলুন। আতঙ্ক এবং ভয় এড়িয়ে চলুন। শুভদিন
কন্যা ঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে
তুলাঃ আজকের দিনটি আপনার জীবনে মিশ্র প্রভাব বয়ে আনতে পারে। আপনি সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হবেন এবং আপনার চারপাশের পরিবেশ সহায়ক হবে। শুভদিন।
বৃশ্চিকঃআজ আপনি ইতিবাচক পরিবেশে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স বজায় রাখবেন। সকলের সহযোগিতা পাবেন। সৃজনশীল কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে। নতুন প্রচেষ্টা সবাইকে প্রভাবিত করবে।
ধনুঃআপনার আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন, বিশেষ করে রাগ। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। আপনি সন্তানদের বা আপনার থেকে কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেদের ধৈর্য্য সঙ্গে সামলান।
মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচকতা এবং নতুন আশায় পূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আপনাকে সেগুলি কার্যকর ভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে।শুভদিন।
কুম্ভঃ আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং শৃঙ্খলার উপর জোর দেবেন। আপনি দায়িত্বশীলতার সঙ্গে আপনার পক্ষ নেবেন। কার্যকরীভাবে কাজকে ত্বরান্বিত করবেন। ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলি বিজ্ঞতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা
মীনঃ আপনার প্রেমিকার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করবেন না। আপনার পেশাদারী ক্ষমতা ব্যবহার করে আপনার পেশাগত সম্ভাবনাকে বাড়ান। আপনার কাজের ক্ষেত্রে অফুরান সাফল্য লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে। এক নিয়ন্ত্রণকারী অবস্থান লাভ করতে আপনার সব দক্ষতা একান্তভাবে নিয়োজিত করুন। ফাঁকা সময়ের সঠিক ব্যবহার হওয়া উচিত কিন্তু আজকে আপনি আজকের এই সময়ের দুর্ব্যবহার করবেন আর সেটার জন্য আপনার মেজাজ ও খারাপ হয়ে যাবে। আজ, আপনার স্ত্রীর শরীরের কারণে আপনি চাপে থাকতে পারেন।
যত্ন নিন, বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যের, কারণ এখন এটি বিশেষ প্রয়োজন। ধ্যান, যোগব্যায়াম, অথবা অন্য কোনও চাপমুক্ত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। নতুন দিনের শুরুর জন্য প্রস্তুত থাকুন, কারণ নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এই দিন ইতিবাচকতা এবং আনন্দকে স্বাগত জানান, কারণ আপনার চারপাআর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলবে। এক খুশি-প্রাণোচ্ছল-স্নেহশীল মেজাজে-আপনার মিশুকে স্বভাব আপনার চারপাশে

আবহাওয়া

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মায়ানমার উপকূল এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের উপর আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এটি ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে সরবে। এর প্রভাবেই বৃহস্পতিবার থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। পশ্চিম দিকে সরতে সরতে এটি ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে। দক্ষিণ ওড়িশা ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে শুক্রবার থেকে সক্রিয় থাকবে নিম্নচাপ। তা শনিবারের মধ্যে দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে। এর প্রভাবে শনিবার দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। কোথাও কোথাও হতে পারে ভারী বৃষ্টি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৩মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪৫মনিট এবং রাত ০২টা ৪৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ২০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২১মিনিটে হতে পারে।

বিধায়কের হাত ধরে পুজোর আগেই আলোকিত হলো জয়নগর

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ পুজোর আগেই জয়নগরের বিধায়কের হাত ধরে পুজোর উপহার পেল জয়নগর বাসী। পথ নিরাপত্তা ও সৌন্দর্যয়ানের জন্য জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে বাংলার মোড় হইতে উওর দুর্গাপুর লাইব্রেরীর মোড় পর্যন্ত এবং দক্ষিণ বারাশত হইতে ময়দা কালিবাড়ি পর্যন্ত ২৫০ টি স্ট্রিট লাইটের বুধবার সন্ধ্যায় উদ্বোধন করলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ মাস সময়ে প্রায় ২৩ কিলো মিটার রাস্তায় এই লাইটের উদ্বোধন হয় এদিন।এ দিন এ ব্যাপারে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন,রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় যেভাবে উন্নয়ন করছে অন্য কোন রাজ্যে দেখা যায় না ,সেই উন্নয়নে সামিল হয়ে জয়নগর বিধানসভা এলাকার ৫ টি পঞ্চায়েত এলাকায় এই লাইটের উদ্বোধন করা হলো। আগামী দিনে জয়নগর বিধানসভার পুরো এলাকা জুড়ে লাইটের ব্যবস্থা করবো। তিনি আরো বলেন তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের সঙ্গে আছে, রাস্তা,বিদ্যুত, বিশুদ্ধ পানীয় জল সহ বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে উন্নয়নে সামিল হচ্ছে। দক্ষিণ বারাশত, উত্তর দুর্গাপুর, ময়দা, হরিনারায়নপুর ও বহু ক্ষেত্র এই পাঁচটি অঞ্চলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে এই পুজোর আগে।আর পুজোর আগেই এই উপহার পেয়ে খুশি জয়নগর এলাকার মানুষ জন।

হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে পুজোয় শহরে কড়া নিরাপত্তা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়াঃ হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে পুজোয় শহরে কড়া নিরাপত্তা। চতুর্থী থেকেই শহরে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পুজোয় শহরে থাকবেন ২,৫০০ পুলিশ ফোর্স। বৃহস্পতিবার দুর্গোৎসবের চতুর্থীর দিন থেকেই হাওড়া শহরে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি পুজোর দিনগুলোতে দুপুর ২টোর পর থেকে মেইন রোডে ই-রিক্সা বা টোটো চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। পুজোয় হাওড়া শহরের নিরাপত্তায় সিপি, জয়েন্ট সিপি, ডিসি ও এসিপি পদমর্যাদার আধিকারিকরা ছাড়াও প্রায় আড়াই হাজার পুলিশ কর্মী এবার মোতায়েন থাকছেন। পুজোয় মহিলাদের নিরাপত্তার জন্যও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। পুজোমণ্ডপ ও তার আশপাশের গোটা এলাকায় থাকছে সিসি ক্যামেরায় নজরদারি। পুজোর সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস থাকায় পুরসভার সঙ্গে সমন্বয় রেখে হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার হাওড়ার শিবপুর পুলিশ লাইনে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান হাওড়া সিটি পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার কে শবরী রাজকুমার, ডিসি ট্রাফিক, ডিসি হেড কোয়ার্টার সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা। এদিন হাওড়া সিটি পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, পুজোয় হাওড়া কমিশনারেট এলাকায় ২ হাজার ৫০০ পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকবে। এর মধ্যে পুলিশ কনস্টেবল, অফিসার, মহিলা কনস্টেবল টেম্পুরারি হোমগার্ড থাকবে।এছাড়া ৫২৫ জনকে পুজোর জন্য নিয়োগ করা হবে। এরা পুজোর ডিউটি করবেন। এছাড়া সিভিক ভিলেন্টিয়ার্স থাকবেন। হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকায় ২ হাজার সিসিটিভি আছে। সেগুলো কাজ করছে কিনা তা দেখে নেওয়া হয়েছে। হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকায় ১ হাজার ৪৮৬টি দুর্গাপুজো হচ্ছে। এর মধ্যে ৮১টি বড় পুজো। এইসব প্যান্ডেলে বেশি মানুষ ঠাকুর দেখতে আসেন। কিছু কিছু পুজোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেলুড় মঠের জন্য ৬৩ জন ইনস্পেক্টর, এসআই র্যাঙ্কের অফিসার মোতায়েন করা হবে। এইবার মেট্রোর মেন লাইন কানেক্টিভিটি হয়েছে সল্টলেক সিটি পর্যন্ত। সেই কারণে হাওড়া এবং ময়দান এই ২টো মেট্রো স্টেশনে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ওই ২টো স্টেশনে বেশি লোকের সমাগম হয় তাহলে প্রবেশ এবং বাহিরের কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেই ব্যাপারে ভিজিট করা হয়েছে। আশা করা যায় মেট্রো রেলে ভিড় হবে। সেইজন্য আমরা সতর্ক থাকব যাতে কোনও সমস্যা না হয়। বৃহস্পতিবার থেকে মালবাহী গাড়ি চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে শুরু হবে এই নিয়ন্ত্রণ। তা থাকবে রাত ১২টা পর্যন্ত। কতক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা নির্ভর করবে ভীড়ের উপর। রাতে কতক্ষণ পর্যন্ত তা থাকবে সেই দিনের ভীড় দেখে নির্ধারণ করা হবে। শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত আড়াইটা পর্যন্ত মালবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তারপরে ছাড়া হবে মালবাহী গাড়ি। পরের দিন দুটো থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত গাড়ি ছাড়া ছাড়া হবে। তারপর আবার মালবাহী গাড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হবে। যেসব জায়গায় পার্কিং এর ব্যবস্থা নেই সেই সব জায়গায় একটু দূরে গাড়ি রেখে হেঁটে মণ্ডপে যেতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে মোটরসাইকেল চেকিং, ড্রাঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভিং চেকিং পরীক্ষা করা হবে। এর পাশাপাশি প্রতিটি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের জানানো হয়েছে কোনও কম বয়সী ছেলেরা মদ্যপান করে বা হেলমেট ছাড়া গাড়ি চালানো বা জোরে গাড়ি যাতে না চালায় সেইজন্য যাতে সচেতন করা হয়। এর পাশাপাশি পুজোর সময় গাড়ি চেক করা হবে। যারা আইন ভাঙবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহিলাদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পিঙ্ক বুথ করা হয়েছে। ২০৮ মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার ১৪৯ মহিলা কনস্টেবল, ১১ জন মহিলা অফিসার থাকবেন। মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য থাকবেন মহিলা পুলিশ। এতে মহিলারা মুক্ত মনে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারেন। এছাড়া পিসিআর ভ্যান, হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড সসময় বিশেষ করে মাঝরাতে যখন অপরাধ ঘটার সম্ভাবনা আছে বা মেলায় সেই সময় রাস্তায় ঘুরবে। কিছুদিন আগে প্রবল বৃষ্টিতে হাইওয়েতে যানজটের সমস্যা হয়েছিল। তখন কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই যানজট নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। আমরা প্রস্তুত থাকব। সিভিল ডিফেন্সের টিম থাকবে। ডিএমজি টিম থাকবে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ডিসি ট্রাফিক সুজাতা কুমারী বীণাপানি বলেন, হাওড়া কমিশনারেট এলাকায় যেসব জায়গায় বড় পুজো হচ্ছে সেই সব জায়গার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় মালবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। দর্শনার্থীরা যাতে ভালোভাবে পুজো দেখতে পারেন সেই জন্য দুপুর দুটো থেকে টোটো বা ই-রিক্সার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তিনটে শিফটে প্রতিটি পুজোয় প্রতিটি ক্রসিংয়ে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকায় মোট ৫৮ পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ থাকবে। কারও যদি কোনও সমস্যা হয় অ্যাসিস্টেন্ট বুথে তাঁরা জানাতে পারবেন। যেসব রাস্তায় গাড়ি বা যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে সেইসব জায়গায় বসবাসকারীদের জন্য পাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পাস দেখালে তাঁদের আটকানো হবে না।

আধার পরিষেবাকে ত্রুটি মুক্ত করতে অভিযান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সারা দেশে ১ কোটি ৪ লক্ষেরও বেশি মৃত ব্যক্তির আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করেছে। আধার পরিষেবাকে সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত করতে গত বছর থেকে শুরু হওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযানের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা যেন কেবল জীবিত ও যোগ্য ব্যক্তিদের কাছেই পৌঁছায় এবং মৃতদের নামে ভুয়ো দাবির সুযোগ না থাকে সেকারণেই এই উদ্যোগ। উআইডিএআইয়ের সিইও ভুবনেশ কুমার জানিয়েছেন, ত ব্যক্তিদের আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করায় সরকারি কল্যাণ প্রকল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকবে। প্রতারণা বা পরিচয় জালিয়াতির মতো ঘটনার সম্ভাবনা কমবে। এতে সরকারি অর্থ অপচয় হওয়ার ঝুঁকিও এড়ানো যাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ৩৩০০-এরও বেশি সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে আধার যুক্ত রয়েছে। ইউআইডিএআইয়ের লক্ষ্য, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের প্রায় ২ কোটি আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করা।

বন্ধ থাকার পর ডাক বিভাগের এটিএম পরিষেবা চালু হচ্ছে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ডাক বিভাগের এটিএম পরিষেবা ফের চালু হচ্ছে। ডাক বিভাগের আওতায় থাকা এটিএমগুলি চালুর জন্য সর্বভারতীয় স্তরে বেসরকারি সংস্থা নির্বাচন করেছে যোগাযোগ মন্ত্রক। এই সংস্থাগুলি নতুন করে এটিএমগুলিকে দৈনন্দিন ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। নগদ টাকা জমা করার কাজটিও তারাই করবে। তবে সব এটিএমে একযোগে ওই পরিষেবা চালু হবে না। তা ধাপে ধাপে হবে বলে জানিয়েছে ডাক বিভাগ। প্রসঙ্গত, পদ্ধতিগত সমস্যায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে অকোজো হয়ে পড়ে রয়েছে ডাক বিভাগের আওতায় থাকা এটিএমগুলি। এই নিয়ে গ্রাহকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগের নিরসনে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ভোটার তালিকা বিতর্ক অবসানে কড়া পদক্ষেপ কমিশন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভোটার তালিকা থেকে নাম মুছে দেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক অবসানে অবশেষে কড়া পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। ভোটার চুরি ও পরিচয় অপব্যবহার রোধ করতে চালু করা হল নতুন প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থা;'ই-লক'। এবার থেকে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি, সংশোধন বা নাম বাদ দেওয়ার আবেদন করার সময় বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে আঙ্গুধার-ভিত্তিক ই-সাইন যাচাই। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ইসিআই নেট পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপে এখন ই-সাইন বৈশিষ্ট্য চালু হয়েছে। এর ফলে কোনও আবেদন জমা দেওয়ার আগে আবেদনকারীকে আধার-লিঙ্কযুক্ত মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে পরিচয় যাচাই করতেই হবে। আগে এই সংক্রান্ত ফর্মগুলি যাচাই ছাড়াই জমা দেওয়া যেত। সেই ফাঁকেই ভোটার কার্ডের অপব্যবহার এবং ভুয়ো আবেদন বাড়ছিল।

পুজোর আনন্দে কাঁচন মল্লিকের উপহার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কননারাঃ দুর্গা পুজোর আগে কননারার মানুষদের জন্য বিশেষভাবে আনন্দের খবর নিয়ে হাজির তৃণমূলের তারকা বিধায়ক কঞ্চন মল্লিক। তিনি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেন। এটি শুধুমাত্র উপহার নয়, বরং দুর্গাপুজোর শুভক্ষণে তিনি মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করার প্রতীক হিসেবে এই উদ্যোগ নিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কননারার প্রতিটি পরিবারকে এদিন এই পোশাক বিতরণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছোটো থেকে বড়ো সকলের জন্য বাছাইকৃত পোশাকের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কটন, সিল্ক এবং আধুনিক ডিজাইনের পোশাক, যা দুর্গাপুজোর উৎসবমুখর আবহকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। কননারার রাস্তাঘাটে যখন বিধায়ক কঞ্চন মল্লিক এই পোশাক বিতরণ শুরু করেন, তখন স্থানীয় মানুষদের মধ্যে এক আনন্দময় উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। কঞ্চন মল্লিক বলেন, ৗদুর্গাপুজোর সময় সবাই নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে। তাই আমি চাইছি, কননারার প্রতিটি পরিবারও এই আনন্দের অংশীদার হোক। এই ছোট্ট উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা মানুষদের মুখে হাসি ফুটাতে পারব। দুর্গাপুজো মানে শুধু পূজা নয়, এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং মানবিক সম্পর্ককে আঙ্গুরও দৃঢ় করে।দ স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে বিশেষভাবে স্বাগত জানিয়েছেন।

পঞ্চমীতে বাড়বে বৃষ্টির দাপট, অষ্টমীতে ঘনীভূত নিম্নচাপের আশঙ্কা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শরৎকাল মানেই বাংলার উৎসবের আবহ। দুর্গাপুজোর দিনগুলো ঘিরে সকলের মনে থাকে এক অন্য রকম উত্তেজনা। কিন্তু এ বছর সেই উৎসবের আনন্দে প্রকৃতি যেন কিছুটা বাঁধা দিতে চলেছে। আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ পূর্বাভাস বলছে, আগামী দিনগুলোতে রাজ্যে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। বিশেষত পঞ্চমীর দিন থেকেই বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং অষ্টমীর মধ্যে তা ঘনীভূত নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। ফলে উৎসবের দিনগুলোয় আবহাওয়া কেমন থাকবে, তা নিয়েই এখন চিন্তায় সাধারণ মানুষ থেকে পুজো উদ্যোক্তারা। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্ত ধীরে ধীরে নিম্নচাপে রূপ নিচ্ছে। এই নিম্নচাপ পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় সরাসরি প্রভাব ফেলতে চলেছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে পঞ্চমী থেকে শুরু করে সপ্তমী পর্যন্ত বৃষ্টির দাপট বাড়বে বলে পূর্বাভাস। বিশেষ করে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অষ্টমীতে নিম্নচাপ আরও ঘনীভূত হলে ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। গঙ্গার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে। পাশাপাশি শহর কলকাতাতেও অষ্টমীর দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কলকাতার পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে এ নিয়ে শুরু হয়েছে দুশ্চিন্তা। প্রতিটি বড় মণ্ডপেই সাজসজ্জা এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। অনেক ক্লাবই ইতিমধ্যেই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্লাস্টিক শেড বা ছাউনি দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে প্রবল বৃষ্টিতে সেসবও কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় সতর্কবার্তা জারি করেছে। পাহাড়ি এলাকায় ধস নামার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এর পাশাপাশি জলঢাকা ও তিস্তা নদীর জলস্তর বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা নিম্নভূমির এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি করতে পারে। আবহাওয়ার এই পূর্বাভাস সাধারণ মানুষকেও চিন্তায় ফেলেছে। পুজোর দিনগুলোয় বাড়ির বাইরে বেরিয়ে মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে যাওয়া বাঙালির চিরন্তন রীতি। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিতে সেই আনন্দে বিঘ্ন ঘটতে পারে। অনেকেই ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা বদলাতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ ভিড় কম হওয়ার সম্ভাবনায় পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর দিনেই ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা করছেন। আবার অনেকে বৃষ্টির মধ্যেই পুজোর আনন্দ উপভোগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে আবহাওয়াবিদদের মতে, বৃষ্টি যতই বিরক্তিকর মনে হোক না কেন, প্রকৃতির জন্য এটি প্রয়োজনীয়। দীর্ঘদিনের অনিয়মিত বৃষ্টির পর রাজ্যের অনেক জেলায় কৃষকরা চিন্তিত ছিলেন। অষ্টমীর ঘনীভূত নিম্নচাপ যদি ভারী বৃষ্টি বয়ে আনে, তবে তা অনেক ক্ষেত্রেই কৃষির পক্ষে সুফল বয়ে আনবে। তবে একই সঙ্গে জলাবদ্ধতা ও দৈনন্দিন জীবনে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দুর্গাপুজোর আঙ্গুবহে বৃষ্টি হয়ে উঠতে চলেছে বড়সড় অনিশ্চয়তার কারণ। পঞ্চমী থেকে শুরু করে অষ্টমী পর্যন্ত আকাশের চোখ রাঙানি পুজো উদ্যাপনে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা এখন সময়ই বলবে। তবে আপাতত আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তাই জানিয়ে দিচ্ছে, এ বছর পুজোর আনন্দের সঙ্গে ভিজে চাদরও জড়িয়ে থাকতে চলেছে।

হাওড়ায় তৃণমূলের দুর্গাপুজো বিশেষ উদ্যোগ, দর্শনার্থীদের পাশে দলীয় কর্মীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দুর্গাপুজোর উন্মাদনা শুরু হয়ে গিয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। কলকাতা থেকে শুরু করে হাওড়া, হুগলি কিংবা উত্তর-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা;প্রতিটি জেলাতেই এখন পুজোর আবহ। এই আনন্দের উৎসবকে নির্বিঘ্ন করতে নানা স্তরে কাজ করছে প্রশাসন। তবে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলিও নানা সামাজিক কর্মসূচিতে শামিল হচ্ছে। হাওড়া জেলায় এ বছর দুর্গাপুজো উপলক্ষে এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য বিশেষ পরিষেবা চালু করেছে তারা, যাতে মণ্ডপ ঘুরতে গিয়ে মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়। হাওড়া শহর দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতার মতোই পুজোর ভিড়ে সরগরম থাকে। শিবপুর, গোলাবাড়ি, সাঁকরাইল থেকে লিলুয়া পর্যন্ত প্রতিটি এলাকাতেই বড় বড় পুজো আয়োজন হয়, যেখানে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান। এর ফলে যানজট, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং দর্শনার্থীদের শারীরিক সমস্যার মতো বিষয় সামনে আসে। প্রতি বছরই এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ক্লাব ও রাজনৈতিক কর্মীরাও এগিয়ে আসেন। এ বছর সেই দায়িত্ব আরও বেশি করে নিতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, হাওড়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এবং বড় পুজো প্যান্ডেলের আশেপাশে দলীয় কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে থাকবেন। তাঁদের কাজ হবে দর্শনার্থীদের দিকনির্দেশ দেওয়া, প্রয়োজনে জরুরি সাহায্য পৌঁছে দেওয়া এবং যাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়বেন তাঁদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। শুধু তাই নয়, এ বছর তৃণমূলের উদ্যোগে কয়েকটি হেল্পডেস্কও খোলা হচ্ছে। সেখানে থাকবেন স্বেচ্ছাসেবকরা, যারা দর্শনার্থীদের হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র ফেরাতে সাহায্য করবেন এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া শিশু বা প্রবীণদের খুঁজে পেতে সহায়তা করবেন। পাশাপাশি, তৃণমূলের যুব সংগঠনও এই কাজে যুক্ত হয়েছে। যুবক-যুবতীদের নিয়ে গড়া বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে, যারা দুর্গাপুজোর চারদিন সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। হাওড়ার মেয়র ও জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন, 'দুর্গাপুজো বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরে শুধু হাওড়া নয়, সারা বাংলা জুড়েই বিপুল ভিড় জমে। আমরা চাই, মানুষ যেন নিরাপদে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। প্রশাসন তার দায়িত্ব পালন করছে, কিন্তু দল হিসেবে আমরাও মানুষের পাশে থাকতে চাই।' তৃণমূলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে স্থানীয় মানুষ। তাঁদের কথায়, অনেক সময় দেখা যায় প্যান্ডেলের সামনে হঠাৎ করে প্রবল ভিড় জমে যায়। এমন পরিস্থিতিতে কারও শরীর খারাপ হলে বা কোনও শিশু হারিয়ে গেলে সাধারণ মানুষের পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে যদি কোনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে তা ভরসা যোগায়। তৃণমূলের কর্মীরা এই সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে তা দর্শনার্থীদের কাছে অনেকটাই স্বস্তিদায়ক হবে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্গাপুজোকে ঘিরে এ ধরনের উদ্যোগ শুধু সামাজিক দায়বদ্ধতা নয়, রাজনৈতিক ভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। পুজোর সময় গোটা বাংলায় কয়েক কোটি মানুষের চলাফেরা হয়। মানুষের মনে ইতিবাচক ছাপ ফেলার জন্য এ ধরনের কাজকে হাতিয়ার করছে শাসক দল। যদিও বিরোধীদের দাবি, এ একেবারেই রাজনৈতিক প্রচারের কৌশল। তবে সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি যতটা রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশি বাস্তব প্রয়োজনের। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে হাওড়ার প্রতিটি মণ্ডপেই ভিড় জমবে। রাতভর চলবে ঠাকুর দেখা, তার সঙ্গে আলপিন থেকে শুরু করে চুরি-ছিনতাইয়ের মতো সমস্যাও দেখা দেয় অনেক সময়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি দলীয় কর্মীরা সাধারণ মানুষকে সাহায্য করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে উৎসবের আনন্দ আরও বাড়বে। দুর্গাপুজো যে কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এক সামাজিক উৎসব; তৃণমূলের এই উদ্যোগ যেন আবারও সেই বার্তাই সামনে আনল। এইভাবে দুর্গাপুজোতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা হাওড়ায় এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। উৎসবের ভিড় যতই বেড়ে উঠুক না কেন, দর্শনার্থীরা যদি এই উদ্যোগের মাধ্যমে নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, তবে সেটাই হবে প্রকৃত সফলতা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একাধিক মৃত্যু, সিইএসসি-র কাছে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলকাতায় বারবার ঘটতে থাকা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় এবার সরব হল কলকাতা হাইকোর্ট। শহরে সাম্প্রতিক কালে একাধিক মানুষের প্রাণহানির পর আদালত সরাসরি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা সিইএসসি-র কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জননিরাপত্তা কোনওভাবেই অবহেলার শিকার হতে পারে না। সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে যে ধরনের ঝুঁকি যুক্ত হচ্ছে, তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা আদালতের কাছে হাজির করতে হবে বিদ্যুৎ সংস্থাকে। শহরে বর্ষার মরশুমে প্রায়শই বিদ্যুতের খুঁটি, ট্রান্সফরমার বা খোলা তার থেকে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক ক্ষেত্রেই রাস্তায় জল জমে থাকায় সেই বিপদ বহুগুণ বেড়ে যায়। সম্প্রতি একাধিক এলাকা থেকে এমন মৃত্যুর খবর আসতেই হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষয়টি। আদালত জানতে চেয়েছে, বারবার একই কারণে দুর্ঘটনা ঘটলেও কেন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সেই সঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিদ্যুৎ সংস্থার দায়িত্ব হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখার পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সিইএসসি-কে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সেই রিপোর্টে থাকতে হবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ, গত কয়েক বছরে কতজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন তার পরিসংখ্যান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা আটকাতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা। আইনজীবীদের একাংশ আদালতে দাবি করেছেন, প্রতি বছর বর্ষাকালে একই ছবি দেখা যায়। খোলা তার থেকে শুরু করে নষ্ট ট্রান্সফরমার পর্যন্ত নানা কারণে শহরে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ শুধু ঘটনার পর ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলেও বাস্তবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এই অব্যবস্থাপনার ফলেই একের পর এক প্রাণহানি ঘটছে। আদালতও স্বীকার করেছে যে এই পরিস্থিতি অগ্রহণযোগ্য। প্রসঙ্গত, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় একাধিক মৃত্যু ঘটেছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। সাধারণ মানুষ রাস্তায় হাঁটার সময় হঠাৎ বিদ্যুতায়িত খুঁটি বা জলের সংস্পর্শে এসে প্রাণ হারাচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অনেক জায়গায় বছরের পর বছর ধরে নষ্ট বৈদ্যুতিক তার ঝুলতে দেখা যায়, যা মৃত্যুফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের পদক্ষেপ নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে শহরবাসীর কাছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, মানুষকে নিরাপদ রাখতে হলে বিদ্যুৎ সংস্থাকে তাদের দায় এড়ানো যাবে না। যদি রিপোর্টে গাফিলতির প্রমাণ পাওয়া যায় তবে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সিইএসসি-র তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে সংস্থার অভ্যন্তরীণ সূত্রের দাবি, প্রতিটি দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত হয় এবং বিপজ্জনক তার বা খুঁটি মেরামতের কাজও চলে। তবুও কেন দুর্ঘটনা বাড়ছে, সেই প্রশ্নই এখন মূল আলোচনার কেন্দ্রে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, হাইকোর্টের এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন বিদ্যুৎ সংস্থার ওপর চাপ তৈরি করবে, তেমনই শহরের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। কারণ আঙ্গুদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া এতদিন বিষয়টি আমলযোগ্য গুরুত্ব পাচ্ছিল না। কলকাতার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে যেখানে বর্ষায় রাস্তা জলে ভরে যায়, সেখানে বিদ্যুতের সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও বেশি কঠোর হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি খুঁটি, ট্রান্সফরমার এবং সংযোগ লাইন নিয়মিত পরীক্ষা না হলে এমন ঘটনা রোধ করা সম্ভব নয়। আঙ্গুদালতের নির্দেশের পর শহরবাসী এখন নজর রাখছে, বিদ্যুৎ সংস্থা আসলে কত দ্রুত বাস্তব পদক্ষেপ নেয়। প্রাণহানির ঘটনায় ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্যরাও আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, তআমাদের প্রিয়জনেরা অব্যবস্থাপনার বলি হয়েছেন। আদালত যদি কঠোর ব্যবস্থা নেয়, তবেই হয়তো অন্য কারও পরিবারকে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না।দ কলকাতা হাইকোর্টের এই কঠোর অবস্থান একদিকে বিদ্যুৎ সংস্থাকে জবাবদিহিতার মুখে দাঁড় করাল, অন্যদিকে শহরের সাধারণ মানুষকে দিল কিছুটা হলেও স্বস্তি। এখন দেখার বিষয়, রিপোর্টে আসল সত্য প্রকাশ্যে আসে কি না এবং তার পর আদালত কী পদক্ষেপ নেয়।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ দুর্গাপুজো উপহার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্য এখন উৎসবের আবহে মেতে উঠেছে। প্রতিটি জেলায় পুজো মণ্ডপে শেষ মুহূর্তের সাজসজ্জা চলছে জোরকদমে। এই সময়ে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে নিজের সংসদীয় এলাকায় বিশেষ উদ্যোগ নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁর পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এক বিশেষ দুর্গাপুজোর উপহার, যা ইতিমধ্যেই স্থানীয় মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস তৈরি করেছে। সংসদীয় এলাকায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ আনন্দিত, অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে আলোচনা। দুর্গাপুজো বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। এ সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো শুধু সামাজিক দায়বদ্ধতাই নয়, একই সঙ্গে রাজনৈতিক দিক থেকেও তা গুরুত্বপূর্ণ। অভিষেকের পক্ষ থেকে পাঠানো উপহার স্থানীয় মানুষকে এক অন্যরকম আবেগে ভরিয়ে তুলেছে। সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লক ও গ্রামে সাংসদের তরফ থেকে বিশেষ পুজো কিট বিতরণ করা হচ্ছে। এতে থাকছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, শাড়ি ও ধুতি থেকে শুরু করে মিষ্টি পর্যন্ত নানা উপহার। মূলত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের হাতে এই উপহার তুলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বহু মানুষ মনে করছেন, উৎসবের দিনগুলোতে এই সহায়তা তাঁদের জীবনে খানিকটা হলেও স্বস্তি এনে দেবে। শুধু উপহার বিতরণই নয়, সাংসদের পক্ষ থেকে স্থানীয় ক্লাবগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। দুর্গাপুজো মণ্ডপগুলিতে প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্যও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় যেসব ক্লাব আর্থিক সঙ্কটের কারণে বড় আয়োজন করতে পারেন না, তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছে অভিষেকের সাংসদ দপ্তর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলেছেন, 'দুর্গাপুজো আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই উৎসব মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। আমি চাই, আমার সংসদীয় এলাকার প্রতিটি মানুষ যেন আনন্দের সঙ্গে পুজো কাটাতে পারেন। তাই এই সামান্য প্রচেষ্টা।' তাঁর এই বার্তা পৌঁছে গিয়েছে সাধারণ মানুষের কাছেও। অনেকেই জানিয়েছেন, উৎসবের সময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোয় সাংসদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন তাঁরা। তবে বিরোধী শিবির এই উদ্যোগকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। তাঁদের অভিযোগ, এটি নিছকই রাজনৈতিক প্রচারের অংশ। দুর্গাপুজোর মতো আবেগঘন সময়ে মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ। তবে স্থানীয় মানুষের মধ্যে অভিষেকের উদ্যোগ যে সাড়া ফেলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, 'আমাদের মতো মানুষের কাছে এই উপহার অনেক বড় ব্যাপার। দুর্গাপুজোর সময়ে যখন সংসারে খরচের চাপ বাড়ে, তখন এভাবে পাশে দাঁড়ানো সত্যিই প্রশংসনীয়।' স্থানীয় আরেকজন জানান, 'শাড়ি পেয়েছি, মিষ্টি পেয়েছি। উৎসবের আনন্দ এখন আরও বেড়ে গেল।' প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সাংসদের এই উদ্যোগের বাস্তবায়নে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। বিভিন্ন ব্লকে শিবির করে উপহার বিলি চলছে। পাশাপাশি কিছু জায়গায় সাংসদের পক্ষে শুভেচ্ছা বার্তাও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিশেষ উপহার এক নতুন আবেগের জন্ম দিয়েছে। সাধারণ মানুষ যেমন খুশি হয়ে তা গ্রহণ করছেন, তেমনই রাজনৈতিক অঙ্গনে এর প্রতিক্রিয়া মিলছে নানা রকম। তবে উৎসবের মরশুমে মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই যে প্রকৃত লক্ষ্য, সাংসদের বার্তায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটাই।

দূর্গাপুজোর জেলা কার্নিভাল এলাকা পরিদর্শন ও প্রশাসনিক বৈঠক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ এবছর ৪ঠা অক্টোবর জেলার পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রথম জয়নগর বিধানসভার নিমপীঠে পুজোর কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে।আর তার আগে বুধবার কার্নিভাল এলাকা আবার পরিদর্শন করলেন বারুইপুর মহকুমা ডি এম ডি সি পারমিতা শীল চক্রবর্তী,নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ,জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর সি আই সুবীর ঢালি, জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায়,জয়নগর দু নম্বর বিডিও মনোজিত বসু, জয়নগর বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিক সাইফুল সরদার, বারুইপুর ট্রাফিক ইন্সপেক্টর প্রদীপ পাল, জয়নগর ২নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, সমাজসেবী তুহিন বিশ্বাস, ক্যানিং মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক আইনুল হক,দীপক জয়সওয়াল সহ আরো অনেকে।এর পরে কিভাবে এই কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে নিমপীঠ বিডিও অফিসে এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। যাতে ভার্চুয়াল অংশ নেন অতিরিক্ত জেলাশাসক।কিভাবে অনুষ্ঠানটি সফল করা হবে। কোথায় গাড়ি পার্কিং করা হবে সমস্ত বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে।

ভাইপোর 'ঘোষণা' বদল হবে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ ফের বিতর্কের কেন্দ্রে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র। রাজ্যে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা না হলেও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের ৪ নম্বর আসন থেকে জয়ী তৃণমূলের 'বাহুবলি' সদস্য আনারুল হক বিপ্লব ঘোষনা করে দিলেন ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম আর ওই বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনে টিকিট পাবেন না। দলের জেলা নেতৃত্বের তরফ থেকে তাঁর নাম কলকাতায় রাজ্য নেতৃত্বের কাছে বিধায়ক পদে মনোনয়নের জন্য পাঠানোও হবে না। বিভিন্ন ব্যক্তির সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট থেকে জঙ্গিপুরের তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমানের ছেলে মোস্তাক আজাদ ওরফে পাপ্পুকে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাই বলে দাবি তোলা হয়েছিল। সেই সময় অভিযোগ ওঠে তৃণমূল সাংসদের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে থাকা কিছু মানুষই নিজেদের সমাজমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের পরিবর্তে মোস্তাক আজাদের নাম সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার সাংসদ খলিলুর রহমানের ভাইপো তথা মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের চার নম্বর আসন থেকে জয়ী সদস্য আনারুল হক বিপ্লব বলে বসলেন ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গাজীনগর-মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বর্তমান বিধায়ক মনিরুল ইসলাম কোনও কাজই করেননি। প্রসঙ্গত, বিপ্লব গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়ে পরবর্তীকালে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। বিপ্লবের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ থাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ভোট চলাকালীন তিনি সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। বুধবার রাতে বিপ্লব দলীয় কর্মীদেরকে নিয়ে গাজীনগর-মালঞ্চ এলাকায় একটি সাংগঠনিক বৈঠক করেন। সেখানে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফরাক্কার বিধায়কের উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, গাজীনগর-মালঞ্চ এলাকার উন্নয়নের জন্য নিজের বিধায়ক তহবিলের টাকা থেকে কী কাজ করেছেন তিনি নিজে তা বলতে পারবেন? নিজের কাজের খতিয়ান দিয়ে বিপ্লব বলেন, আমি প্রায় দু'বছর তিন মাস জেলা পরিষদের সদস্য পদে রয়েছে। ইতিমধ্যেই আমি গাজীনগর-মালঞ্চ এলাকায় প্রায় ৭০ - ৮০ লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। ভাইরাল ভিডিওটিতে বিপ্লবকে বলতে শোনা যাচ্ছে, বর্তমান বিধায়ক ট্যাংরা মাছের মত বেশি লাফাচ্ছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো দূরের কথা উনি টিকিটও পাবেন না। উনি শুধু বড় বড় লেকচার দেন। বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের লড়ার জন্য উনার নাম কলকাতায় যাবে না। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়কের নাম না করে বিপ্লব বলেন,' মালঞ্চতে উনি 'গ্রুপিং' করছেন। আমার এক ঘন্টা লাগবে, সব ঠান্ডা করে দেব।' বুধবার রাতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা থেকে এক চুল না সরে বৃহস্পতিবার বিপ্লব বলেন,' আমি দলে থেকে দলের বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য রাখিনি। বিধায়ক নিজের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা থেকে কী করেছেন জানতে চেয়েছি।' বিপ্লব জানান, 'ইতিমধ্যেই আমরা দলকে বর্তমান বিধায়কের পারফরম্যান্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও এই বিধায়ককে যদি দল টিকিট দেয় তাহলে আমরা দলের বিরুদ্ধে যেতে পারবো না। উনার হয়ে প্রচার করতে বাধ্য হবো।' অন্যদিকে জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি খলিলুর রহমানের ভাইপো, বিপ্লবের তোলা অভিযোগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন,' সব কথার উত্তর দেওয়ার উচিত নয় এবং আমার সময়ও নেই। বিধানসভার নির্বাচনে কোন কেন্দ্রে কে টিকিট পাবেন তা ঠিক করেন দলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। তাই ওই ব্যক্তির কথার কোনও গুরুত্ব নেই।'

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৯৬ সংখ্যা, শুক্রবার ৯ আশ্বিন, ১৪৩২

যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর

সঠিক তিনি তথাকথিত নাস্তিকের চেয়েও নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, বরং তার মননে ছিল অক্ষয় মনুষ্যত্ব, অজেয় পৌরষবোধ। বিজ্ঞানকথা থেকে - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেশির ভাগ বইতে ভগবান প্রবেশাধিকার পান নি। বর্ণপরিচয়ে লেখেন-পৃথিবীতে পিতামাতা অপেক্ষা বড় কেহ নাই। শিশুদের ভগবান চেনাবার কোনো চেষ্টা করেন নি। বরং দ্বিতীয় ভাগে লিখেছেন,মিথ্যা বলা বড় দোষ,যে মিথ্যা কথা কয়,কেহ তাহাকে ভালোবাসে না।সকলে ঘৃণা করে। তিনি বেদান্ত ও সাঙ্খ্য দর্শনকে ভ্রান্ত বলেছিলেন। চাননি যে ভ্রান্ত দর্শন পড়ানো হোক। 'জীবনচরিত' কোপারনিকাস,গ্যালিলিও, নিউটন জায়গা পেয়েছেন। আচারসর্বস্ব ভ্রান্ত ধর্মের বিধিনিষেধ পূর্ণ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব তিনি পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। একেবারে তিনি চেয়েছিলেন ভাববাদী সংস্কৃতচর্চার বদলে বিজ্ঞান সচেতন এবং আধুনিক দর্শনের পাঠমুখী করণ। জীবাশ্ম হয়ে যাওয়া ধর্ম ও ভগবানের কাছ থেকে তাই তিনি সরে এসেছিলেন। পক্ষান্তরে শাস্ত্র,ধর্ম ও দেশাচারের অমানবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে মানুষকে জাগ্রত করায় উদ্যোগী ছিলেন,কারণ যারা অর্ধেক আকাশের অধিকারিণী তাদের অশ্রু তাকে বিচলিত করে ছিল। বাল্যবিবাহের বিরোধিতার সময়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে দম্পতির মধ্যে ঐ সময়ে পারস্পরিক ভালোবাসার উন্মেষই হত না। নিতান্তই যৌন আবেগজনিত মিলনের ফলে অপরিণত সন্তানের জন্ম হত। অপরিণত বয়সে (সব ক্ষেত্রেই নারী) যৌন মিলনে অভ্যস্ত হওয়ায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি হত। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে ঈশ্বরচন্দ্র একদিন বলেছিলেন ,'এ দুনিয়ার একজন মালিক আছে তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব,স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব এ সকল বুঝিও না,আর লোককে বুঝাইবার চেষ্টাও করি না।' এই মন্তব্য থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। তবে এটা বোঝা যায় তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি বিবেকের নির্দেশেই চলতেন। তাঁর উইলে অনেকের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে গেলেও দেবালয়কে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন কিন্তু তিনি কখনো দক্ষিণেশ্বরে যান নি। 'স্টীমার ডুবে পুরীতে কয়েক শো মানুষের অকাল মৃত্যু হলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন ' এইসব দেখিয়া কেহ মালিক আছেন বলিয়া মনে হয় না।' চেঙ্গিস খাঁর লক্ষ বন্দী হত্যার প্রসঙ্গে বলেছিলেন , এই হত্যা কান্ড তো ঈশ্বর দেখলেন?কি একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোনো উপকার হলো না। শম্ভুচন্দ্র বলেছেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র আস্তিকের মন্ত্র ভুলে গেছিলেন। পরলোকে বা আত্মায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তার প্রমাণ ললিত চট্টোপাধ্যায় কে করা স্বচ্ছন্দ এ আছে- 'আমারও পরকাল আছে নাকি?' সব ছেড়ে অন্তরালে যাবার সময়ও তিনি কোনো মন্দিরে যান নি। পৈত্যে ধারন করলেও তিনি প্রচলিত ধর্মাচারণ করতেন না।

স্টারের গুর্মুখ রায়

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গুর্মুখ রায় নামের এক মাড়োয়ারি যুবকের নাম জড়িয়ে আছে। গুর্মুখ রায় এর আসল পরিচয় বিডন স্ট্রিট এর স্টার থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই রাজস্থানী যুবক। যতদূর জানা যায় তার জন্ম ১৮৬৪ সালে রাজস্থানে। পুরো নাম গুর্মুখ রায় মুসাদ্দি, পিতা ছিলেন গণেশ দাস মুসাদ্দি, মাতা রূপা দেবী। (তবে কিছু আমাদের নামের মাঝে কুমার ব্যবহার এর মতো)পিতা ছিলেন সেকালের হোরমিলার কোম্পানির উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। ১৮ বছর বয়সে পিতৃহারা হন গুর্মুখ রায় , প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন শুরু করেন, এই সময় কলকাতা য় প্রতাপচাঁদ জহুরী র ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনেত্রী বিনোদিনীকে দেখে প্রেমে পড়ে যান। তাকে নিজের করতে চান। এই সময় ঘটে আরেক ঘটনা প্রতাপ জহুরী খরচের দোহাই দিয়ে থিয়েটার বন্ধ করে দেন। তখন গুর্মুখ রায় বিনোদিনী এর বিনিময়ে থিয়েটার তৈরি করে দেবে বলেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ সহ অন্যান্য অভিনেতারা বিনোদিনীকে বোঝান, গুর্মুখ রায় কে আপন করে নিতে। গুর্মুখ রায় শর্ত দেন থিয়েটার বানিয়ে দেবেন কিন্তু তার নাম হবে বিনোদিনীর নামে, কিন্তু অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশের অভিনেতাদের বিরোধিতায় বারাঙ্গনার নামে থিয়েটার হলো না, নাম স্টার থিয়েটার। এই স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা র সঙ্গে সঙ্গে এক মাড়োয়ারী যুবকের নাম জড়িয়ে গেলো বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে। গুর্মুখ রায় নির্মাণ করলেন স্টার থিয়েটার যার উদ্বোধন হলো ২১ জুলাই ১৮৮৩ গিরিশচন্দ্র ঘোষ এর দক্ষযজ্ঞ নাটক দিয়ে। গুর্মুখ রায় মালিক থাকাকালীন ছয় মাসের মতো সময়ে অভিনীত হলো গিরিশচন্দ্র ঘোষ এর দক্ষযজ্ঞ, রাবণ বধ, মেঘনাদ বধ, ধ্রুবচরিত্র, নল দময়ন্তী, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, রামনারায়ণ তর্করত্নের সীতাহরণ, চৈতন্যলীলা, দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী ইত্যাদি। কিন্তু বিনোদিনীর সঙ্গে গুর্মুখ রায় এর এই সম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী হল না । পারিবারিক চাপে গুর্মুখ রায়কে বিনোদিনী এবং স্টার থিয়েটার ত্যাগ করতে হলো। ১৮৮৩ সালে ডিসেম্বর মাসে নল দময়ন্তী নাটক মঞ্চস্থ হবার পরেই সমাজ ও সংসারের চাপে গুর্মুখ রায় স্টার থিয়েটার বিক্রি করে দেন অমৃতলাল বসু ও অমৃতলাল মিত্রের কাছে এগারো হাজার টাকায়। এরপর নিজের পরিবারের কাছে ফিরে যান তিনি কিছু দিন পিতার ব্যাবসা দেখেন তারপর চলে যান বেনারস সেখানে কিছু দিন সাধু সঙ্গ করেন। দীক্ষা গ্রহণ করেন ভগবৎ চিন্তা য় মনোনিবেশ করেন। মায়ের ইচ্ছাতে বিবাহ করেছিলেন স্ত্রীর নাম লক্ষী দেবী দুই কন্যা বাসন্তী ও পার্বতী।১৮৮৬ সালে বাইশ বছর বয়সে কাশীতে তার দেহাবসান হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

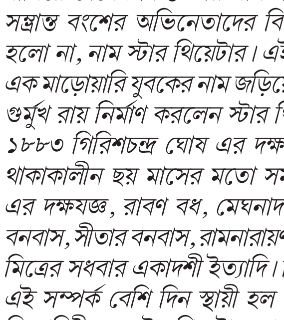

মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মার কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে।

ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

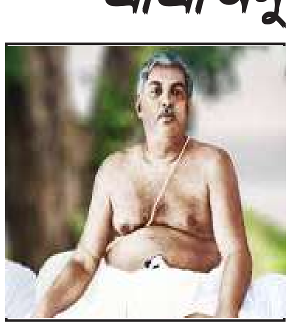

পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারি। আসলে মা ভবতারিণী হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা ভবতারিণী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তি দিয়েই মানুষের শক্তি। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু বুঝতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহিঃপ্রকাশ করতে

দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ কলকাতার থিমের প্রতিমা এবং উত্তর কলকাতা ঐতিহ্যবাহী প্রতিমা বাংলার দর্শকদের আকর্ষণীয়

রবীন্দ্রকুমার শীল

উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোর মধ্যে একটি প্রাচীন জৌলুস রয়েছে যা কলকাতার আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। বাড়ির মেয়েরা নাকে বড় গোলাকার নথ পরে বেনারসি শাড়ি গায়ে দিয়ে মায়ের সামনে যখন এসে উপস্থিত হয় তখন মনে হয় স্বর্গ থেকে দেবীরা স্বয়ং এসে উপস্থিত হলো। কলকাতার ঐতিহ্যকে ধরে রেখে দিয়েছে উত্তর কলকাতার বাসিন্দারা। আজকে ভারত আধুনিক হয়েছে, ডিজিটাল ভারত হয়েছে কিন্তু উত্তর কলকাতা তার বনেদিয়ানাকে ত্যাগ করেনি। ছেলেরা পাড় কোঁচকানো ধুতি পরে দুর্গা পুজোর অষ্টমীর অঞ্জলি দিয়ে থাকে। বাড়ির মেয়েদের গা ভর্তি পারিবারিক সূত্রে পাওয়া আদ্দিকালের গহণা ঝলমল করছে তাদের গা জুড়ে। তার সৌন্দর্য আলাদা রকমের।কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোর একটি ঐতিহ্য রয়েছে। যতই বারোয়ারি পুজোর চোখ ঝলসানো রং বাহার থাকুক না কেন, বনেদি বাড়ির পুজোর মর্যাদা একেবারে আলাদা রকমের সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ বলা যেতে পারে। এই পুজোর সঙ্গে কারোর পুজোর তুলনা করা যায় না। সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ কলকাতার প্রাচীনতম দুর্গা পুজো বলা যেতে পারে। ১৬১০ সালে এই পুজো শুরু হয়েছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। তারপরে মজুমদার পরিবার রায়চৌধুরী পদবি লাভ করেন। সেই থেকে তাঁরা রায়চৌধুরী নামে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন। জব চার্নক এদের কাছ থেকে তিন গ্রাম কিনে কলকাতা সৃষ্টি করেছিলেন। **শোভাবাজার রাজ বাড়ির দুর্গাপুজো ঃ** পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজরা বাংলা দখল করতে তখন রাজা নবকৃষ্ণদেব এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। তাঁর ঠাকুর দেখতে লর্ডক্লাইভ থেকে শুরু করে ওয়ারেন হেস্টিংস পর্যন্ত এসে উপস্থিত হতেন। রাজা নবকৃষ্ণদেবের দুটি পুত্র ছিল। আগে একটি তিনি দত্তক নিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর সন্তান হয়।। পাশাপাশি দুটো বাড়িতেই আজও দুর্গা পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। **মদনমোহন দত্ত বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** বিডন স্ট্রিটের পাশে দত্ত বাড়ির পুজো এখন অনুষ্ঠিত হয়। গোবিন্দশরণ দত্ত চৌধুরী এবং রাম শরণ দত্ত চৌধুরী দুই ভাই ছিলেন। তাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে গোবিন্দ শরণ দত্ত চৌধুরী কলকাতায় চলে এসে দুর্গা পুজো শুরু করেন। রাজা টোডর মল তাঁকে ল্যাণ্ড রেভিনিউ অফিসার হিসাবে নিযোগ করেছিলেন। পরে এই পুজো হাটখোলা দত্ত বাড়ির পুজো হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। **বাগবাজার হালদার বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** এই বাড়ির ঠাকুর কষ্টি পাথরের তৈরি। ১৫৬০ সালে এই মূর্তি তারা খনন করে পেয়েছিল। বেহালার রায় পরিবারের দুর্গা পুজো ঃ রায় বাহাদুর অম্বিকা চরণ রায় ১৭৫৬ সালে এই পুজো শুরু করেছিলেন। এই বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো করা হয়ে থাকে। **বেহালার জগতরাম মুখার্জির বাড়ির দুর্গা পুজোঃ** জগত রাম মুখার্জি ১৮৬৭ সাল থেকে পুজো করে আসছেন। **ভোলানাথ দত্ত পরিবারের দুর্গা পুজো ঃ** ভোলানাথ দত্ত এই বাড়িতে দুর্গা পুজো শুরু করেন ১৯০৫ সালে। তাঁর নামে বেনারসে একটি আশ্রম রয়েছে। ভোলানাথ আশ্রম। **পটুয়াটোলা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গা পুজো ঃ** ১৮৯০ সালে এই বাড়ির পুজো শুরু হয়েছিল। বেণিমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ভারতীয় এ্যার্টনি ছিলেন। **লাহা পরিবারের দুর্গা পুজো ঃ** ঠনঠনিয়া লাহা পরিবারের দুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন ভগবতী চরণ লাহা। ঠনঠনিয়া দত্ত বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ ১৮৫৫ সালে ঠনঠনিয়া দত্ত বাড়িতে দুর্গা পুজো শুরু হয় ১৮৫৫ সালে। হরগৌরী দেবী মূর্তি পুজিত হয়ে থাকে এই বাড়িতে। **ঝামাপুকুর চন্দ্র বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** সুবল চন্দ্র চন্দ্র ১৭৬১ সালে এই বাড়ির দুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন। এদের কাপড়ের ব্যবসা ছিল। **চোরবাগান চ্যাটার্জি বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** রাম চ্যাটার্জি এই পুজো শুরু করেছিলেন। এখানে দেবীর ভোগে মাছ দেওয়া হয়ে থাকে। **চোরবাগান মিত্র বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** রামসুন্দর মিত্র এই বাড়ির দুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন। তিনি লর্ড ক্লাইভকে আমন্ত্রণ করেন পুজোর সময়ে। লর্ডক্লাইভ তাঁর পুজোয় অংশ গ্রহণ করতেন। **চোরবাগান শীল বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** পবিরারের মহিলা ক্ষেত্রমণি দেবী এই বাড়ির পুজো শুরু করেছিলেন। তারা বৈষ্ণবমতে পুজো করে থাকেন। **বদন চন্দ্র রায় পরিবারের দুর্গা পুজো ঃ** বদন চন্দ্র রায় এই পুজো শুরু করে ছিলেন। **পূর্ণ চন্দ্র ধরদের বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** পূর্ণ চন্দ্র ধর ছিলেন লবণ মার্চেন্ট। তাঁদের মায়ের মূর্তি হল অভয় মূর্তি। **মতিলাল শীল বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** বিধবা বিবাহ চালু করার জন্য বিদ্যাসাগরকে বিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ তৈরি করতে জমি দান করেন। কলুটোলার কাছে মতিলাল শীলের বাড়িতে এই দুর্গা পুজো এখনও চালু রয়েছে। **কুণ্ডু বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** কৃষ্ণদাস কুণ্ডু এবং তাঁর স্ত্রী রাজমণি দাসী এই পুজোর আয়োজন করেছিলেন। কৃষ্ণ দাস কুণ্ডু কেরোসিন তেলের ব্যবসা ছিল। **অমৃত লাল দাঁর বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** অমৃত লাল দাঁ

এই বাড়িতে দুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন। তিনি ছিলেন পেট্রোল ব্যবসায়ী। **অধরলাল সেন পরিবারের দুর্গা পুজো ঃ** অধর লাল সেন চট্টগ্রামে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিভাগের তিনি সদস্য ছিলেন। তিনি আবার রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যও ছিলেন। রাম গোপাল সেন এই বাড়ির দুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন ১৮৬১ সালে। **কবিরাজ গঙ্গা প্রসাদ সেন বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** কবিরাজ গঙ্গা প্রলাদ সেন এই বাড়িতে দুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন। তিনি আবার রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ছিলেন। **ভবনীপুর মল্লির বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** রাধা গোবিন্দ মল্লিক ভবনীপুরে বাড়ির নির্মাণ করেছিলেন ১৮৬০ সালে। এরা আগে গুপ্তিপাড়াতে বসবাস করতেন। 'দুর্গা দালান' এবং 'অন্নপূর্ণা দালান' রয়েছে। ১৯২৫ সালে গুপ্তিপাড়া থেকে পুজো কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। বৈষ্ণব মতে এই পুজো হয়ে থাকে। তবে বিজর্সন হয়ে যাওয়ার পরে বাড়িতে আমিষ রান্নার চলন হয়। অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক এই পরিবারের সদস্য। ইন্দুমাধব মল্লিকও ছিলেন এই পরিবারের একজন। **ভবানীপুরের মিত্র পরিবারের পুজো ঃ** ১৭৫৭ সালে মিত্র পরিবারের পুজো শুরু হয়েছিল। এখানে সিংহ মূর্তিটি একেবারে ঘোড়ার আকারে নির্মিত হয়। **ভবানীপুরের দে পরিবারের দুর্গা পুজো ঃ** ১৮৭০ সালে এই পরিবারের দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল। রামলাল দে এই বাড়ির পুজো শুরু করেছিলেন। **কালী মোহন ঘোষ রায় পরিবারের দুর্গা পুজো ঃ** প্রদীপ মোহন রায় ১৮২৯ সালে এই বাড়িতে দুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন। তখন তাদের পুজো বরিশালের বাড়িতে পুজো হতো। তারপরে সেই পুজো কলকাতার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। **চন্দ্র পরিবারের দুর্গা পুজো ঃ** গণেশচন্দ্র চন্দ্র এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এই পরিবারের সদস্য ছিলেন। প্রয়াত ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। **দত্ত বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** হিদারাম ব্যানার্জি লেনের দত্ত বাড়ির দুর্গা পুজো প্রাচীন। ১৮৮৩ সালে এই দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল। **বিশ্বনাথ মতিলাল পরিবারের দুর্গা পুজো ঃ** বিশ্বনাথ মতিলাল জয়নগরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি কলকাতায় এসে বহুবাজারে বাড়ি নির্মাণ করে দুর্গা পুজো শুরু করেন। বর্তমানে এই পুজো উঠে গিয়েছে। **নীলমণি দে ঠাকুর বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** হিদারাম ব্যানার্জি লেনে অবস্থিত নীলমণি দে ঠাকুর বাড়ির দুর্গা পুজো এখন ঐতিহ্য মেনে চলছে। **অক্রুর দত্ত লেনের দুর্গা পুজো ঃ** অক্রুর দত্ত এই পুজো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রানি রাসমণির শ্বশুরমশাই প্রীতিরাম মারের সঙ্গে তাঁর ব্যবসা ছিল। রামগোপাল সাহা বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ রামগোপাল সাহা এই পুজো শুরু করেছিলেন। এই বাড়িতে সন্ধি পজোর সময়ে বাইরের কোনও দর্শকদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। **শিশির কুমার হালদার বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** রমানাথ কবিরাজ লেনে হালদার বাড়ির দুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন শিশির কুমার হালদার। ডাক্তার লেনের নীলমণি দত্তের বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ নীলমণি দত্তের পুজো নামে দুটি পুজো কলকাতায় রয়েছে। একটি হচ্ছে হিদারাম ব্যানার্জি লেনে। আর একটি হচ্ছে ডাক্তার লেনে। নামটা এক হলেও তবে দুই ব্যক্তি কিন্তু একেবারে আলাদা। **দেববর্মণ পরিবারের রাজরজেশ্বরী দুর্গা পুজো ঃ** ১৮৬০ সালে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। কুমিল্লাতে তাদের আগেকার বসত বাড়িতে এই পুজোর সূচনা হয়। তারপরে কলকাতায় পুজো চলে আসে। **ভবানীপুরের দে পরিবারে স্বদেশি দুর্গা পুজো ঃ** ভবানীপুরের দে পরিবারের বনেদি দুর্গা পুজোয় দেখতে পাওয়া গেল স্বদেশী দুর্গার মূর্তি। দে পরিবারের দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল ১৮৭০ সালে। এই পরিবারের কর্তা ছিলেন রাম দুলাল দে। তিনি একদিন সকাল বেলায় দরজা খুলে দেখলেন একটি মহিলা মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তারপরে মূল ফটকের সামনে দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল তা কেউই দেখতে পেল না। সেদিন রাতেই বেলায় রাম দুলাল দে'কে স্বপ্ন দিয়ে দেবী তাঁর পুজো প্রচলন করতে বললেন। ভোর বেলায় উঠে সেই স্বপ্নের কথা তিনি পরিবারের সবাইকে জানালেন। পরিবারের সবাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো দেবী পুজোর আয়োজন করতে। সেই থেকে পুজোর হয়ে আসছে দে পরিবারে। এই পরিবারের মহিষাসুর হচ্ছে ব্রিটিশ সম্রাট। পায়ের তার বুট জুতো এবং গায়ে কোট। চেহারা একেবারে লাল সাহেবদের মতো। লালও চুল। পরিবারের কেউই জানে না এই ধরনের মূর্তি তৈরি করার মানে কি। কিন্তু যা স্বপ্নে দেখতে পাওয়া গিয়েছে সেই অনুসারে দেবী মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। অনেকেই বলে থাকেন দেবী হচ্ছেন ভারত মাতা। পরাধীন দেশকে মুক্ত করার জন্য এই ধরনের দেবী পুজোর আয়োজন শুরু হয়েছিল। গণেশ এবং কার্তিক সুতির ধুতি পরিধান করে রয়েছেন। লক্ষ্মী, সরস্বতীর কোনও বাহন নেই। তারা পদ্মের ওপরে অবস্থান করছেন। এই পরিবারের সদস্যারা স্মরণ করতে পারে না যে তাঁদের কেউ কোনও দিন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে তাদের পরিবারের কেউই কোনও দিন জড়িত ছিল না বলে তারা বলেন বটে। কিন্তু এখনও তাঁরা কৌতুহলী যে মহিষাসুরকে একেবারে সাহেবের আদলে তৈরি করার কোনও গুপ্ত রহস্য রয়েছে। না হলে একেবারে সাহেবদের আদলে মহিষাসুর যা অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এর উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবু অনুমান করছে যে ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ রাজা নবকৃষ্ণদেবের বাড়িতে দুর্গা পুজোয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই অংশগ্রহণকে সহ্য না করতে পেরেই দে পরিবারের কর্তারা সম্ভবত মহিষাসুরকে এই ধরনের ব্রিটিশ সাহেব মূর্তিতে নির্মিত করেছেন। আবার এটাও হতে পারে যে রাজা নবকৃষ্ণদেবের ইংরেজ প্রীতি দে পরিবারের কর্তাদের পছন্দ হয়নি। তারা ব্রিটিশদের বিদেশি শক্তি বলে মনে করতো। তার ফলেই ব্রিটিশকে মহিষাসুর করে রেখে দিয়ে গেছে। (ক্রমশ)

বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গা পুজো

ধনী বাড়ি বা বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোতে আমজনতার প্রবেশাধিকার ছিল না। বাগবাজার স্ট্রিটের কয়েকজন বাসিন্দারা মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে সাবেকপ্রথা ভেঙে দেবী দুর্গাকে সবার অংশ গ্রহণের জন্য জনতার কাছে নিয়ে আসতে হবে। রক্ষণশীল বাড়ির উঠান থেকে মা দুর্গাকে নিয়ে আসতে হবে জনতার দরবারে। যেই চিন্তা সেই কাজ। ১৯১৯ সালে শুরু হল বাঙালির সাবেক বারোয়ারী দুর্গা পুজো। এই পুজোর শুরুতে বহু ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল স্থানীয় আয়োজকদের। তখনকার সময়ে রক্ষণশীলরা এতো বেশি উদার ছিল না। দুর্গা পুজো কোনও সময়ে বারোয়ারি হতে পারে এটা সহ্য করতে পারছিল না। রক্ষণশীল পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে বাগবাজারের বনেদি পরিবারের কর্তারা এই পুজোর বিরোধিতা করতে শুরু করে। কিন্তু বিরোধিতা করলে পুজো বন্ধ করে দেওয়ার মতো সাহস পায়নি। তার কারণ হচ্ছে যারা বারোয়ারি পুজোর আয়োজন করেছিল তারা বলতে গেলে পাড়ার মস্তান গোছের ছিল। তারা উচ্ছন্নে চলে যাওয়ার তরুণরা ছিল বলে মনে করতো বনেদি বাড়ির কর্তারা। রক্ষণশীল পরিবারের সদস্যরা এদের আবার ভয় পেতো। কারণ এরা যে কোনও সময়ে অসামাজিক কাজ করে সমাজের মধ্যে বিদ্রোহ লাগিয়ে দিতে পারে।

'নববাবু বিলাস' বাবু সমাজের চক্ষুশূল

রানা চক্রবর্তী

নববাবু বিলাস,উনিশ শতকের কলকাতা ও নববাবু সমাজের আয়না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা তখন ভারতের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রভাব, আধুনিক শিক্ষা, শহুরে জীবনযাত্রা এবং ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি শহরের সমাজকে রূপান্তরিত করেছিল। এই সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের নববাবু বলে অভিহিত করা হতো, পশ্চিমা শিক্ষা, ইংরেজি ভাষা, পরিপাটি পোশাক, শহুরে সজ্জা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের আধুনিক এবং শিক্ষিত প্রমাণ করতে চাইত। তবে এই বহিরাগত মর্যাদা ও আধুনিকতার আবরণে প্রায়শই লুকিয়ে থাকত আর্থিক সংযমহীনতা, অহংকার, নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক অসঙ্গতি।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমাজচিত্রকে ধরার জন্য ব্যঙ্গাত্মক রচনা নববাবু বিলাস রচনা করেন। তিনি প্রমথনাথ শর্ম্মা ছদ্মনামে এটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত প্রথম কথাসাহিত্য হিসেবে বিবেচিত। গ্রন্থের সৌন্দর্য ও গুরুত্ব শুধু সাহিত্যিক নয়, বরং এটি উনিশ শতকের কলকাতার নববাবু সমাজের নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রের এক সরাসরি দলিল।

গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত;অঙ্কুর খণ্ড, পল্লব খণ্ড, কুসুম খণ্ড এবং ফল খণ্ড। প্রতিটি খণ্ডে লেখক নববাবুদের জীবনধারা, তাদের পারিবারিক সম্পর্ক, সমাজের উচ্চবিত্তের আচার-আচরণ, তাদের বিলাসিতা এবং অশিষ্টতার রম্যচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

'অঙ্কুর' খণ্ডে নববাবুদের ব্যক্তিগত জীবন এবং তাদের দৈনন্দিন আচরণকেই কেন্দ্রবিন্দু করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে নববাবুরা নিজেদের মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য সর্বদা অর্থ, সময় এবং শক্তি ব্যয় করে। বাড়ির সজ্জা, পোশাক, খাদ্য এবং সামাজিক অনুষ্ঠান সবই হয় আত্মপ্রদর্শনের মাধ্যম। এখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চরিত্র গুলিকে খুব প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নববাবুরা শুধু নিজের আরাম এবং বিলাসিতা ভাবেন না, তারা সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রদর্শনের জন্য সবকিছু

প্রদর্শন করতে চান। 'পল্লব' খণ্ড শহরের সামাজিক মিলনমেলা, সঙ্গীত, নৃত্য, পার্টি এবং অন্যান্য বিনোদনের দুনিয়ায় পাঠককে নিয়ে যায়। এখানে নববাবুদের অহংকার, বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রবণতা এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের চেষ্টা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে তারা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজেকে প্রদর্শন করার মাধ্যমে নিজের আধুনিকতা এবং শিক্ষার প্রমাণ দিতে চায়। এই খণ্ডে নববাবুদের বিলাসিতা এবং অহংকার সামাজিক রীতিনীতির সাথে মিশে তাদের আচরণের অসঙ্গতিকে স্পষ্ট করে।

'কুসুম' খণ্ডে নারীর চরিত্র, বিশেষ করে নববিবিরা এবং তাদের জীবনধারা, শিক্ষাগত মান, রুচি এবং সমাজের ওপর তাদের প্রভাব বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। লেখক ব্যঙ্গের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কিভাবে নববিবি এবং নববাবু একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং পুরো পরিবারের জীবনধারার রূপায়ণ ঘটায়। নববিবিরা কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না, বরং তাদের সামাজিক আচরণ, রুচি এবং সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে পরিবার ও সমাজের নৈতিক মানদণ্ডকেও প্রভাবিত করে।

চতুর্থ খণ্ড 'ফল' নববাবু সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, অর্থলিপ্সা এবং সামাজিক কুরিতির ফলাফলকে তুলে ধরে। লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে অহংকার, বিলাসিতা, আর্থিক অসংযম এবং সামাজিক রীতিনীতির অনুশীলন মানুষের চরিত্র ও সমাজকে প্রভাবিত করে। এখানে ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে পাঠক বুঝতে পারে যে সমাজের এই দুর্বল দিকগুলো কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং প্রজন্ম পরবর্তী সামাজিক আচরণের উপরও প্রভাব ফেলে। ভবানীচরণের ব্যঙ্গধারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং বিদ্রুপাত্মক। তিনি সরাসরি নিন্দা না করে, রম্যরসের মাধ্যমে সমাজের দুর্বলতা, অসঙ্গতি, অহংকার এবং নৈতিক অবক্ষয়কে প্রকাশ করেছেন। পাঠক হাসে, কিন্তু সেই হাসির মধ্য দিয়ে সামাজিক সমালোচনার বার্তা গ্রহণ করে। এইভাবে, গ্রন্থটি শুধুমাত্র সাহিত্যকর্ম নয়, বরং সমাজের নৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

গ্রন্থের গুরুত্ব শুধুমাত্র সাহিত্যিক দিকেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক রচনার পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল-এর মতো বাংলা উপন্যাসের উদ্ভাবন এবং সামাজিক কাহিনী উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নববাবু বিলাস একটি প্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক রচনার সূচনা, ব্যঙ্গরচনা ও সামাজিক সমালোচনার এক নতুন ধারার জন্ম দেয়।

আজকের পাঠের পরিপ্রেক্ষিতেও গ্রন্থটি সমসাময়িক। এটি আমাদের স্মরণ করায় কিভাবে অর্থ, শিক্ষা, আধুনিকতার ছদ্মবেশ এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের প্রবণতা মানুষের চরিত্র এবং সমাজের নৈতিক মানদণ্ডকে প্রভাবিত করতে পারে। নববাবু সমাজের বিলাসিতা, অহংকার, ভোগবাদিতা এবং নৈতিক অবক্ষয়;এই সমস্ত বিষয় ভবানীচরণের লেখনীর মাধ্যমে অত্যন্ত বাস্তবধর্মী এবং ব্যঙ্গাত্মক ভাবে ফুটে উঠেছে। এই কারণে নববাবু বিলাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অম্লান স্থান অধিকার করেছে এবং সমসাময়িক সমাজ ও সাহিত্যকে চিন্তা করার নতুন দিক প্রদর্শন করে।

ব্যঙ্গ চিত্র রচনা করতে তৎকালীন সাহিত্যিকেরা পটু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বহু ব্যঙ্গ রচনা করে সমাজকে আঘাত দিয়েছেন। সমাজের কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে শক্ত হাতে কলম ধরেছিলেন তা বাংলা সাহিত্যকে উজ্জ্বল করে। মাইকেল মধুসূদনও ব্যঙ্গ রচনা করে সমাজকে আঘাত করেছিলেন। বাদ যাননি দীনবন্ধু মিত্র। তিনিও সামাজিক ব্যঙ্গ রচনা করে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ব্যঙ্গ করেছেন। তবে তিনি ভ্রান্তিবিলাস রচনা করে।

পূর্ব বাংলার প্রতিমা পশ্চিমবঙ্গে পূজিত

দেবেন্দ্র সরকার

বাস থেকে নেমে হাঁটা পথে মিনিট পাঁচেক। যখন পৌঁছে গেলাম, সেই সময় চলছে দেবী প্রতিমার মূর্তর গড়ন। সেখানে আলাপ হল শ্রী দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যিনি এই পরিবারের ভাগ্নে। তাঁর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল এই পুজোর আয়োজন ও ইতিহাস নিয়ে।

প্রায় তিনশো বছর আগেকার কথা। নিতান্তই এক গ্রাম স্থলবসন্তপুর, পাবনা জেলায়। যা এখন বাংলাদেশে। সেখানে বাস করতেন শ্রী হরিদেব ভট্টাচার্য। তিনি আবার ছিলেন নাটোরের রাণী ভবানীর জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী। আদতে তিনি এসেছিলেন নদীয়া জেলার তস্য একগ্রাম গোপালপুর থেকে। তিনি ভাগ্যান্বেষণে নাটোরের জমিদারী সেরেস্তায় এসে সামান্য কাজে নিযুক্ত হন, কিন্তু রাণী ভবানী লোক চিনতে ভুল করেননি, তিনি বেছে নিলেন কাজকর্মে দক্ষ হরিপদ ভট্টাচার্যকে ও তাঁকে পাবনা জেলার স্থলবসন্তপুরে নিস্কর জমি প্রদান করে সেখানেই বসবাসের অনুমতি দিলেন।

হরিপদ ভট্টাচার্য ছিলেন মা কালীর উপাসক। তিনি কৃষ্ণবর্ণা কালীর উপাসনা করতেন তন্ত্রমতে। এমন সময়ে একদিন তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হলেন যে দেবী কালী তাঁকে আদেশ দিচ্ছেন দুর্গাপূজার জন্য। এবং সেই মূর্তি হবে কৃষ্ণাবর্ণা। সেই শুরু। সালটা হবে ১৭৩২-৩৩ মোটামুটি। হরিদেব ভট্টাচার্য কৃষ্ণা দুর্গার পুজা পদ্ধতি সম্পর্কে মোটেই অবহিত ছিলেন না। এবারে তিনি পাবনা, ভাটপাড়ার পুরোহিতদের ও শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে শরণাপন্ন হন কিভাবে এই স্বপ্নাদিষ্ট পুজো হবে? কিন্তু তাঁরা কোন দিশা দেখাতে পারেননি। ফলতঃ দিশাহীন হরিপদ ভট্টাচার্য পাড়ি দেন কাশীধামে। সেখানেই অবশেষে দিশা পান এক সাধকের কাছে। তিনি বলেন যে শ্রী শ্রী চণ্ডীতে বর্ণিত আছে মহামায়া কৃষ্ণার উপাসনা। পুজোর পদ্ধতি তিনিই নির্দেশ করে দেন। এরপরে পাবনায় স্থলবসন্ত পুরে ফিরে এসে হরিপদ ভট্টাচার্য শুরু করেন কৃষ্ণাবর্ণা দেবী মহামায়ার আবাহনের ও সেই পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয় এক তালপাতার পুঁথিতে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। হতভাগ্য ছিন্নমূল হরিদেব ভট্টাচার্যের পরিবার স্থলবসন্তপুর ছেড়ে চলে আসেন এপার বাংলায়। প্রাথমিকভাবে আশ্রয় নেন আসানসোল শহরে। সেখানেই পুজো শুরু করেন। তারপরে আসেন কলকাতায়, প্রথমে ভবানীপুরে, তার পরে বেলেঘাটায় এক নবনির্মিত আবাসনে। সেখানেই চলছে মহামায়ার আবাহন। নিরবিচ্ছিন্নভাবে। মজার কথা এই যে এই প্রতিমা তৈরী হয় কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায়, সেখান থেকে মহাপঞ্চমীর দিন মা মহামায়াকে নিয়ে এসে পুজা বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

একচালায় অধিষ্ঠিত দেবী কৃষ্ণা মহামায়া কৃষ্ণাবর্ণা হলেও মায়ের সন্তান সন্ততিদের বর্ণ স্বাভাবিক। ব্যতিক্রম হচ্ছে মায়ের সন্তান সন্ততিদের স্থান পরিবর্তন। এখানে দেবীর দক্ষিণদিকে অবস্থান করেন লক্ষীদেবী ও কার্তিকেয়। বামদিকে অবস্থান করেন দেবী সরস্বতী ও গণেশ। মহিষাসুরের বর্ণ সবুজ। চার দিনের পুজো অনুষ্ঠিত হয় কালিকা পুরাণ মতে। মহামায়া এখানে ভদ কালী। মায়ের বিসর্জন হয় দশমী তিথিতে।

স্থলবসন্তপুরের ভদ্রাসনে মহামায়ার আবাহনের সময় নাকি মহিষ বলি দেওয়া হত, এখন দিনান্তরে ও কালক্রমে সেই বলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে ও তার বদলে বলি দেওয়া হয় চালকুমড়ো, আখ, কলা, আদা ও শসা।

মলভোমে প্রথম সিমেন্ট রেক উপস্থিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের নাগাল্যান্ডের সংযোগ ব্যবস্থায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা

মালিগাঁও, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নাগাল্যান্ডের মলভোম রেলওয়ে স্টেশনে সিমেন্টের প্রথম রেক আনলোড করার সাথে-সাথে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। মেসার্স মাই হোম ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, তেলেঙ্গানা থেকে সিমেন্ট বোঝাই ৪১ টি ওয়াগন নিয়ে গঠিত রেকটি ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের ১৮.৪৫ ঘন্টায় মেসার্স নর্থ ইস্ট ইনফ্রা নেটওয়ার্কের জন্য সফলভাবে আনলোড করা হয়। এটি মলভোম রেলওয়ে স্টেশনে প্রথম রেক পরিবহন, যার ফলে এই অঞ্চলে রেল যোগাযোগ এবং পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মালবাহী সুবিধা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখেছে, যার ফলে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং স্থায়ী লজিস্টিককে সমর্থন সম্ভব হয়েছে। এই রেকটি তেলেঙ্গানার মেলাচেরুভু থেকে নাগাল্যান্ডের মলভোম রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ২,৫০০ কিলোমিটারেরও অধিক দূরত্ব পর্যন্ত ২,৬২৪ টন সিমেন্ট পৌছায়, যার ফলে উদ্যোগগুলিকে সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব পরিবহন সুবিধা উপলব্ধ হলো এবং রাজ্যের আর্থ-সামাজিক বিকাশে অবদান প্রাপ্ত হয়। ৮২.৫০ কিমি ডিমাপুর-কোহিমা রেললাইন, যা অসমে ২.৭৫ কিমি এবং নাগাল্যান্ডে ৭৯.৭৫ কিমি বিস্তৃত, অসমের ধনসিরি থেকে কোহিমার জুবজা পর্যন্ত। এখানে আটটি স্টেশন ধনসিরি, ধনশিরিপার, শোখুভি, মলভোম, ফেরিমা, পিফেমা, মেঙ্গুজমা এবং জুবজার পাশাপাশি ২৭টি মেজর ব্রিজ, ১৪৯টি মাইনর ব্রিজ, ৫টি রোড ওভার ব্রিজ, ১৫ টি রোড আন্ডার ব্রিজ এবং ৩১ কিলোমিটার বিস্তৃত ২০টি টানেল রয়েছে। ১৬.৫ কিলোমিটার লম্বা ধনশিরি- শোখুভি সেকশনটি অক্টোবর ২০২১-এ চালু করা হয় এবং তখন থেকে শোখুভি থেকে অরুণাচল প্রদেশের নাহরলগুন এবং মেঘালয়ের মেন্দিপাথর পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবা চালু রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত ১৪.৬৪ কিলোমিটার শোখুভি-মলভোম মার্চ ২০২৫-এ চালু করা হয়। জাতির লাইফলাইন হিসেবে ভারতীয় রেলওয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য সমর্পিত। মলভমে এই প্রথম রেকের সফল প্লেসমেন্ট, ২০৩০-এর মধ্যে নেট জিরো অর্জনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে দূর-দূরের অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।

নামখানা ব্লকের দুর্গোৎসবের ভার্চুয়াল উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের নামখানা ইউনিয়ন সার্বজনীন শ্রী শ্রী শারদীয়া

দুর্গোৎসব-এর ৭৫ তম বর্ষ উদযাপিত হল। এই ৭৫ তম বর্ষে দুর্গোৎসবের ভার্চুয়ালি শুভ উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শত ব্যস্ততার মধ্যেও এই পুজোটি ভার্চুয়াল উদ্বোধন করে নামখানাবাসীর কাছে একটি ইতিবাচক বার্তা দিলেন। এই পুজোর প্রধান উদ্যোক্ত হলেন পুজো কমিটির সেক্রেটারি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা। প্রসঙ্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের এই প্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ভার্চুয়াল উদ্বোধন হল এবং সেটি করলেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষ অত্যন্ত খুশি। বিদ্যুৎবাবু যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তার ফল উনি পেয়েছেন। সকল মহল থেকে বিদ্যুৎবাবুর এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা গঙ্গাসাগর ও বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি, উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিত কুমার সাহু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, ছিলেন নামখানা থানার ওসি বিভাষ সরকার, ব্লকের ফেস্টিভ্যাল নোডাল অফিসার মলয় কুমার দাস সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

পরিযায়ী শ্রমিক কে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ পুরাতন মালদার সাহাপুর এলাকার এক সংখ্যালঘু পরিযায়ী শ্রমিক কে পিটিয়ে মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে উঠলো ভিন রাজ্যের। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটক রাজ্যের মহীশূর জেলায়। জানা গেছে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া শ্রমিকের নাম খাইরুল জামাল (৫৪)। বাড়ি পুরাতন মালদা ব্লকের হাসাপুর অঞ্চলের দিলাল পুর গ্রাম। জানা গেছে পরিবারে মৃত শ্রমিকের স্ত্রী তাজকেরা বিবি সহ দুই মেয়ে রয়েছে, বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে ছোট মেয়েটি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে গত এপ্রিল মাসে ভিন রাজ্যে অর্থা কর্ণাটকের মহীশূরে টাওয়ার কাজে যায়। গত বুধবার ভোরে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের তাঁবুতে স্থানীয় .এক যুবক মোবাইল চুরি করতে ঢুকলে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে শ্রমিকরা। পরবর্তীতে সকালবেলা স্থানীয় লোকজন নিয়ে সব মিটমাট হয়ে যায় এবং মোবাইলে ফেরত দিয়ে দেয় অভিযুক্ত ওই যুবক। সকালে সব শ্রমিক কাজে বেরিয়ে গেলে খাইরুল জামাল রাঁধুনি বলে সে একাই থেকে যায় । সেদিনই হঠাৎ করে দুপুরবেলা অভিযুক্ত যুবক লোকজন নিয়ে এসে খাইরুল কে একা পেয়ে তাঁবুর সামনে পিঠিয়ে মেরে ফেলে দেয় এবং এই ঘটনা শ্রমিকের বাড়িতে বিকেলে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সকলে । মৃত শ্রমিকের মেয়ে শিউলি খাতুনের অভিযোগ বাবাকে ওরা এভাবে পিটিযে .মেরে ফেললো এখন আমাদের পরিবার কি করে চলবে, বাবার খুনিদের শাস্তি চাই অন্যদিকে এলাকাবাসীদের দাবি খাইরুলকে মারার সময় বারবার বাঙালি বলে চিৎকার করে বলছিল এখানে বাঙালির মস্তানি চলবে না বলে মারধর করেছিল। গ্রামবাসীদের দাবি এই বিষয়টা যেন প্রশাসনিকভাবে দেখা হয় । অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালেই মৃত শ্রমিকের বাড়িতে ছুটে যায় মালদা জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি বিশ্বজিত হালদার এবং তিনি পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান পাশাপাশি বাঙালি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং তিনি জানান বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে এই ধরনের ঘটনা শুরু হযেছে।

পূর্ব বর্ধমানের ৯টি পুজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ আজ সারা রাজ্যের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলার মোট ৯টি দুর্গাপুজো ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মধ্যে রয়েছে বাজেপ্রতাপপুর রেলওয়ে ট্রাফিক কলোনি, ঘোড়দৌড় চট্টি সর্বজনীন পূজা কমিটি, সগরাই সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি, সেহারাবাজার সৌহার্দ্য ক্লাব, নবোদয় সংঘ এবং জামালপুরের কালারাঘাট ব্যবসায়ী সমিতির পুজো। কালারাঘাট পুজো মণ্ডপে এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক মণ্ডল, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, বিডিও পার্থ সারথী দে, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রাহুল বিশ্বাস, জামালপুর থানার ওসি কৃপাসিন্ধু ঘোষ, পুজো কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক সহ অন্যান্যরা। উদ্বোধনের সময় কালারাঘাটের নাম উচ্চারিত হতেই করতালিতে ফেটে পড়ে মণ্ডপ। পুজো কমিটির সভাপতি তুষার কান্তি নায়েক জানান, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন হওয়া তাঁদের কাছে এক বড় পাওনা। এই নিয়ে এলাকার মানুষও ভীষণ খুশি। মেহেমুদ খাঁন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী গ্রামাঞ্চলের পূজাগুলোকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং নিজে উদ্বোধন করছেন। শুধু তাই নয়, এ বছর পূজার অনুদান বাড়িয়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে, যা গ্রামীণ পুজো কমিটিগুলির জন্য বড় সহায়ক হয়েছে।

নবজাতক উদ্ধার, প্রতিবাদে সরব জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ বাঁকুড়ায় ফের ঝোপ থেকে জীবিত ও সুস্থ নবজাতক উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মাত্র এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা ঘটল জেলায়। বুধবার সন্ধ্যায় হীড়বাঁধ থানার তিলাবনী গ্রামের রাস্তার ধারের একটি ঝোপ থেকে সদ্যোজাত কন্যাশিশুকে উদ্ধার করেন গ্রামবাসীরা। কান্নার শব্দে তারা শিশুটিকে দেখতে পান এবং দ্রুত উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার করে। পুলিশ শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, শিশুটির বয়স ৭ থেকে ১০ দিন এবং সে সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। বর্তমানে তাকে চাইল্ড হেল্পলাইনের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগে ২৫ আগস্ট ছাতনা ব্লকের আঁচুড়ি গ্রামে বস্তাবন্দি অবস্থায় আরেক কন্যাশিশুকে উদ্ধার করা হয়েছিল। সে সুস্থ অবস্থায় বেঁচে গিয়েছিলেন। এছাড়াও গত জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে বাঁকুড়া সদর থানার বগা গ্রামে দে। বছরের এক শিশুকন্যাকে খুনের অভিযোগে পুলিশ তার বাবা-মাকে গ্রেফতার করে। জেলায় শিশু কন্যা হত্যার পাশাপাশি নবজাতককে ফেলে দেওয়ার একের পর এক ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। সম্প্রতি বাঁকুা শহরের সতীঘাট এলাকা থেকে নিকাশি নালা থেকে ৭-৮ মাসের ভ্রূণ উদ্ধার হয়। এর আগে সোনামুখী ও বিষ্ণুপুরেও ভ্রূণ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে।

DAINHAT MUNICIPALITY

Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-23
Dm/Engg/(ODF+)/2025-2026
Date 25/09/2025
E-NIT no-24
Dm/Engg/(APAS)/2025-2026
Date 25/09/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী অভিজিৎ কোলে, পিতা শ্রী জগন্নাথ কোলে, সাং-দ ঃ ঝাঁপড়দহ, ডোমজুড়, হাওড়া।
দ ঃ ঝাঁপড়দহ মৌজায় সদানন্দ হালদার থেকে আবুল বাসার লস্কর জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন। যাহার হাল দাগ নং-৯১৪, ৯২১, ৯২২ ও অন্যান্য যাহার আমমোক্তার নং- ৪৪৬৭ / ২৩ হাওড়া ২ রেজিষ্টীকৃত, বর্তমানে অভিজিৎ কোলে কে বিক্রি করেছে যাহার দলিল নং- ৭৮১২ / ২৩, এবং নাম খারিজের আবেদন জমা করেছেন। উল্লিখিত দাতাগনের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এণ্ড এল. আরও ডোমজুড় অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে।

অনিন্দ্য ঘোষ
অ্যাডভোকেট
জাজেস কোর্ট, হাওড়া

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরএস/এসআরসি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সাঁতরাগাছি, খড়গপুর ডিভিশন, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্রম. নং.; ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.; যথাক্রমে টেন্ডার মূল্য ও ইএমডি : (১); টিআরএস-এসআরসি-ওটি-এসসিএলসি-১২এ-১৩৩৭;** দুই বছরের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সাঁতরাগাছির বৈদ্যুতিক লোকো শেডের ডব্লিউএপি-৪ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের লাইন এবং শান্টিং কন্টাক্টরগুলির ওভারহলিং/মেরামত; ₹ ১,১১,৩০,১৪৮.৫৬ (জিএসটি সহ); ₹ ২,০৫,৭০০.০০; **(২); টিআরএস-এসআরসি-১০এ-এসি-২৫-১১২০;** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ইএলএস/সাঁতরাগাছির বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভগুলিতে ক্যাবগুলিতে তাপ নিরোধক ব্যবস্থা সহ ক্যাবে এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের রেট্রো ফিটমেন্ট; ₹ ৭৮,৫৪,৬৭৮.২০ (জিএসটি সহ); ₹ ১,৫৭,১০০.০০; **টেন্ডার মূল্য:** শূন্য (সকল টেন্ডারের জন্য); **খোলার তারিখ:** ২২.১০.২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ টায় (ক্রম নং ১ এর জন্য) এবং ২৪.১০.২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ টায় (ক্রম নং ২ এর জন্য); **সমাপ্তির সময়কাল:** ২৪ মাস (সকল টেন্ডারের জন্য); **জমা দেওয়ার তারিখ:** ২২.১০.২০২৫ তারিখের ১৫.০০ টা পর্যন্ত (ক্রম নং ১ এর জন্য) এবং ২৪.১০.২০২৫ তারিখের ১৫.০০ টা পর্যন্ত (ক্রম নং ২ এর জন্য)। আগ্রহী দরদাতাদের টেন্ডারের সমস্ত বিবরণ, বর্ণনা, স্পেসিফিকেশন, সংশোধনী এবং তাদের বিড জমা দেওয়ার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে হবে। **(PR-668)**

আইপিএস-এর প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: আরএন-এসটি-২৪-২০২৫-২৬, তারিখঃ ২২-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** রঙিয়া ডিভিশনে নিউ সংস্করণে উন্নীতকরণের জন্য আইপিএস-এর প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৩৩,৯২,৬৩৮.৮২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৬৭,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২২-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং ২২-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় সিনি. ডিএসটিই/রঙিয়া কার্যালয়ে **খুলবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি)/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
BISHNUPUR-I PANCHAYAT SAMITY
BHASA, SOUTH 24 PARGANAS
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender is hereby invited by the undersigned for different schemes under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below:
1 N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-18(15)/2025-26, Date: 24/09/2025
i) Bid submission start date: **24.09.2025 at 18:30 Hrs**
ii) Bid submission closing date: **06.10.2025 at 11:00 Hrs**
For further details please visit the web site **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Bishnupur-I Panchayat Samity
Bhasa, South 24 Pgs.

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএনঃ এল১৫৪৯৫ডব্লুবি১৯১১পিএলসি০০২২৭৫
রেজিস্টার্ড অফিসঃ স্যার আরএনএম হাউজ (৪র্থ তল), ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬-১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেলঃ **contactus@dianatea.in**, ওয়েবসাইটঃ **www.dianatea.in**

১. ১০০ দিনের প্রচারণা - ''সক্ষম নিবেশক'' - বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিলে (আইইপিএফ) অপ্রদত্ত / দাবিহীন লভ্যাংশ স্থানান্তর রোধ করার জন্য কেওয়াইসি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত আপডেটের জন্য।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ('এমসিএ') বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ ('আইইপিএফএ') ১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখের একটি সার্কুলারে কোম্পানিগুলিকে ১০০ দিনের একটি প্রচারণা - ''**সক্ষম নিবেশক**'' শুরু করার জন্য অনুরোধ করেছে, যাতে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছানো যায় যাদের লভ্যাংশ এখনও পরিশোধিত/দাবীহীন রয়ে গেছে।
শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করা হচ্ছে যে এই প্রচারণার উদ্দেশ্য হল কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করা সহজতর করা। যে সকল শেয়ারহোল্ডার তাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করতে চান তাদের **https://www.dianatea.in/shareholders_information.shtml** থেকে কেওয়াইসি আপডেট ফর্ম ডাউনলোড করতে এবং কেওয়াইসি নথি সহ যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্মগুলি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
অধিকন্তু, ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডারদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করার জন্য তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
যেসব শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ অপরিশোধিত লভ্যাংশ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে তাদের বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.dianatea.in/IEPF.shtml**-এ উপলব্ধ।
একইভাবে, ২৮শে জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ই নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত এই ১০০ দিনের প্রচারণা চলাকালীন, সমস্ত যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের তাদের দাবি না করা লভ্যাংশ দাবি করতে এবং তাদের শেয়ার এবং লভ্যাংশের পরিমাণ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হওয়া রোধ করতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই প্রচারণার সাফল্যকে সমর্থন করার জন্য, ৬ই নভেম্বর, ২০২০৫ এর মধ্যে নথি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

২. ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

এসইবিআই সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97, তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানিটি শেয়ার হস্তান্তরের জন্য পুনঃলজমেন্ট অনুরোধ জমা দেওয়ার জন্য প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এককালীন বিশেষ সময়সূচী প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। বিশেষ সময়সূচীটি ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে মূল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ জমা দেওয়া হয়েছিল এবং ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে ফেরত/অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্থানান্তরের জন্য পুনঃলজ করা শেয়ারগুলি এই সময়কালে কেবলমাত্র ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে প্রক্রিয়া করা হবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারবেন।

৩. কেওয়াইসি আপডেট করুন এবং ভৌত শেয়ারগুলিকে ডিম্যাট মোডে রূপান্তর করুন

যেসব শেয়ারহোল্ডারদের প্রকৃত আকারে শেয়ার রয়েছে, তাদের কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তাদের প্রকৃত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলিকে ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে (ইলেকট্রনিক ফর্ম) রূপান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। শেয়ারহোল্ডারদের তাদের দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ দাবি করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায়, সাত বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তা বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (আইইপিএফএ)-এ স্থানান্তরিত হবে এবং সেই সাথে সময়মতো শেয়ারও জমা দেওয়া হবে।
উপরোক্ত সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ

চিঠিপত্রের ঠিকানা	
সচিবালয় বিভাগ, ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড, ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তলা), কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬-১৫৯০/৯৩ ইমেলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in	মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (আরটিএ) ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৩-৫০২৯, ২২৪৮-২২৪৮ ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৪৮৪৭৮৭ ইমেলঃ mdpldc@yahoo.com ওয়েবসাইটঃ https://www.mdpl.in/

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নম্রতা সরফ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কম্পায়েন্স অফিসার
এম. নং. এ৪০৮২৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫

Office of The
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-13/EO/25-26 Dt-24/09/2025 for 32 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID- 2025_ZPHD_912131_13, 2025_ZPHD_912131_15, 2025_ZPHD_912131_25, 2025_ZPHD_912131_29 & 2025_ZPHD_912131_30 & Corrigendum Notice. Dt- 25/09/2025. **Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no- 366/CGP dt 24.09.2025** Tenderid- 2025_ZPHD_912417_1 Publish Date-25.09.2025 10.00 AM Name of The Work: CONSTRUCTION OF COMMUNITY SHED NEAR JAGADHATRI TEMPLE UNDER BOOTH NO 133; Estimated Amount- Rs. 349947.00 **SL. NO 2:-NIT no- 367/CGP dt 24.09.2025** Tenderid- 2025_ZPHD_912435_1 Publish Date-25.09.2025 10.00 AM Name of The Work: CONSTRUCTION OF COMMUNITY TOILETS AT MILAN SANGHA KHELAR MATH UNDER BOOTH NO 133 ; Estimated Amount- Rs. 150000.00 **SL. NO 3:-NIT no- 368/CGP dt 24.09.2025** Tenderid- 2025_ZPHD_912445_1 Publish Date-25.09.2025 10.00 AM Name of The Work: CONSTRUCTION OF GHAT AT GHOSHPARA PUKUR UNDER BOOTH NO 134; Estimated Amount- Rs. 114667.00 **Completion Time-30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **13.10.2025, 10.55 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **15.10.2025 11.00 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Three (03) nos.** works vide **E-NIT No: 20/E.O/HPS/2025-2026 Dated- 23/09/2025**
For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO:
NIeT-08/APAS/BDO/2025-26

E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 01.00 AM of 11/10/2025 under APAS 2025-26.** For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Block Development officer
Joypur Development Block

Khandari Gram Panchayet.
Jambedia , Barjora, Bankura
Notice Inviting e-Tender No –06/APAS/2025-26

Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e- Tender for total 4 (four) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **16th October, 2025 at 09:00 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

Mongaldihi Gram Panchayet.
Raghaipur,Mongaldihi ,Birbhum

e-NIT No.-26/MGP/25 Dated-22/09/2025
e-NIT No.- 27/MGP/25 Dated-22/09/2025
e-NIT No.- 28/MGP/25 Dated-22/09/2025
e-NIT No.- 29/MGP/25 Dated-22/09/2025
e-NIT No.- 30/MGP/25 Dated-22/09/2025
NIT No.- 31/MGP/25 Dated-22/09/2025
NIT No.- 32/MGP/25 Dated-22/09/2025
NIT No.- 33/MGP/25 Dated-22/09/2025
NIT No.- 34/MGP/25 Dated-22/09/2025
NIT No.- 35/MGP/25 Dated-22/09/2025

*All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from **www.wbetnder.gov.in** and Mongaldihi Gram panchayet Office.

Sd/-
Prodhan
Mongaldihi Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-3/BDO/25-26, Dt.-25/09/2025 for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID- 2025_ZPHD_913615_1**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no. 190/ MGP , Dated : 25.09.2025** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **29.09.2025 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **25.10.2025 at 16:00**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭০১, তারিখ ২৪.০৯.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৮০-আর, কাজের নাম ঃ** ৩৬ মাসের জন্য হাওড়া নিউ স্টেশন কমপ্লেক্স-এ অফিসারদের রেস্ট হাউসে একটি যাত্রী লিফ্ট (নির্মাতা-ওমেগা এলিভেটরস)-এর সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,০৫,২৫৭ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১০,১০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৮১-আর, কাজের নাম ঃ** ৬০ মাসের জন্য বোলপুর স্টেশনে পিএফ নং ১ এবং ২ ও ৩-এ স্পেয়ার্স সমেত ০২টি প্যাসেঞ্জার এসক্যালেটর (নির্মাতা জনসনস লিফ্ট প্রাইভেট লিমিটেড)-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৩,০৩,৫২৮ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৬৬,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ৩৬ মাস এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ৬০ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-313/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৪১ অব ২০২৫, তারিখ ঃ ২৩-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৫৬-২০২৫। **কাজের নাম ও স্থান ঃ** এআরটি/নিউ গুয়াহাটির কাছে লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে আরইউবি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,৯৯,৮৮,৪৬৬.৭৩ টাকা; বায়নার ধন ঃ ৪,৫০,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/গুয়াহাটি, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. এস/১৯/২০২৫-২৬ তারিখঃ ২৫-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫৪৭২/ওটি/১৪২/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২০-১০-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অন্তিম পরিবর্তন সহিত গ্লাস ফিলড নাইলন- ৬৬ ইনসুলেটিং লাইনার এসআর. নং. টি-৪৪-১৯৯৫ মার্চ ২০১৮ এর সংশোধনী নং. ০৬ এর জন্যে ৫২ কেজি রেইল এবং আইআরএস স্পেসিফিকেশন এর উপযোগী হওয়া আরডিএসও. ডিআরজি. নং. আরডিএসও/টি-৮৭৪৬ পর্যন্ত পিএসসি শ্লীপার সহিত ব্যবহারের হেতু আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৮৭৫২ থেকে টি-৮৭৫৩ পর্যন্ত হাই ভিসকোসিটি নাইলন (এইচভিএন) ইনসুলেটিং লাইনার। (আরডিএসও দ্বারা জারি করা ড্রয়িঙে এবং স্পেসিফিকেশনে এএলটি টেণ্ডার খোলার তারিখের পূর্বে এক মাস পর্যন্ত এই টেণ্ডারে প্রযোজ্য হবে [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৮৭, হাই ভিসকস নাইলন (এইচভিএন)- ৬৬ ইনসুলেটিং লাইনার্স, সাব আইটেমঃ আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০০০০০ সেট। পি.এল. সংখ্যা. ৬০১১০৫৭০।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/৫০৮৬/ওটি/১৪৩/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২০-১০-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সংযোজিত পরিশিষ্ট অনুসারে এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে এয়ার সাসপেনসন আইটেমের সেট [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৭২ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৩৪১, কোচের জন্যে এয়ার স্প্রিং অ্যাসেমব্লি, সাব আইটেমঃ ফিয়াট বোগি থাকা এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন এয়ার স্প্রিং অ্যাসেমব্লি। (১৬০কেএন) আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান)। ১) পরিমাণ- এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০ সেট, পিএল. সংখ্যা. ৩৩১২০০৩০১১৫০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫১৯৭এ/ওটি/১৪৪/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৫-১১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আইআর ফিশ প্লেটস আরডিএসও ডিআরজি. নং. আরটি-৫৯১৬ এবং আরটি-৩৭১৪ সহিত প্রতি ঘন্টায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্পিড সম্ভাব্যতার হেতু আরডিএসও অনুমোদিত ড্রয়িং এবং স্পেসিফিকেশন অনুসারে এইচপিআরসি ফিক্সিং এর জন্যে আবশ্যকীয় সমস্ত ফিটিংস এবং ফিক্সার্স সহিত টেণ্ডার খোলার তারিখ পর্যন্ত অন্তিম সংশোধনী শ্লিপের সঙ্গে এইচপিআরসির জন্যে সুসঙ্গত আরডিএসও অনুমোদিত হাই পারফরমেন্স রেইল ক্ল্যাম্পের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৫০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০১১০৫৯৪০০১৪।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫৪৯৫/ওটি/১৪৫/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-১০-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ টিডব্লিউএসইজে শ্লীপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৮৮৩৮ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান), (১) পরিমাণঃ এসআর.ডিইএন/সি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ৪১৪৩ টি। (২) পরিমাণঃ ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৯৭৩ টি। (৩) পরিমাণঃ সিএইচ, ওএস/জি/ইএনজিজি/রঙ্গিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৭৭৯ টি (৪) পরিমাণঃ এসএসই/পি.ওয়ে/ফরকাটিং জংশন, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৩৬৯ টি (৫) পরিমাণঃ এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৪৮১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৫০০৩৬২১৩৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেণ্ডার সংখ্যা. এমএল২৫৫১০২এ/ওটি/১৩২/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-১০-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৬/২০২৫ ভার্সন. ৩.১ অথবা অন্তিম অনুসারে এবং ফিটমেন্টের জন্যে আবশ্যকীয় সমস্ত সরঞ্জাম সহিত সিভিভিআরএস-আইপি আধারিত ভিডিও নিরীক্ষণ পদ্ধতির যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৪২ মাস], [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/ডি/মেক/মালদা টাউন, এনএফআর, (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৭২ সেট। পিএল. সংখ্যা. ২০০০১১৫১০০২১।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাওঁ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24-Parganas

NIT No. : 10/MGP/E-Tender/NIT 10/2025-26 Dated-26-09-2025. E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_1 Repairing of Road from the Kusumtala Special Kader F.P School to River embankment E-TenderID: 2025_ZPHD_910472_2 Repairing of Toilet neat the Hujjait Kheya Ghat E-Tender ID:-2025_ZPHD_910472_3 Repairing of BP road from the house of Bablu Mondal to Banabihari Patra E-Tender ID-2025_ZPHD_910472_4 Repairing of BP road from the house of Santosh Bakhra to Sishu Sikhha Niketan School E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_5 Repairing of BP road from the house of Chitta Dolai to Tapan Bhakra E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_6 Repairing of BP road from the house of Uttam Maity to Nirmal Santra E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_7 Repairing of road from the house of Chandan Mondal to ICDS Centre E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_8 Construction of boundary wall of Kusumtala Baliara FP School E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_ Repairing of ICDS Centre at near house of Gunadhar Majhi (AWC)E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_10 Repairing of road from Bagdanga Bazar to Bhagiroth Mondal House E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_11 Repairing of Brick road from Pulak Maity house to Manik Lal Das house E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_ Upgradation and repairing work of road from Bagdanga Bazar to Kalipada Jaria's house E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_13 Upgradation and repairing work of road from Hemanta Mondal house to 162 no ICDS center E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_14Upgradation of Brick Road from Gita Bhakta house to Jyotshna Roy house at Dk Durgapur E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_15 Upgradation of BP Road fro Nurhossain House to Sk Rejaul House E-TenderID: 2025_ZPHD_910472_16 Upgradation of Brick paved Road from the house of Subedan Bibi to Rahim Mallik House E-TenderID: 2025_ZPHD_910472_17 Repairing of Concrete Road from house of Sk Ajbahar to house of jaynal Abedin E-Tender ID:-2025_ZPHD_910472_18 Construction of BP road from the Mini Market to River Embankment E-TenderID:-2025_ZPHD_910472_19 Repairing of concrete road from the house of Manoranjan Khatua to Kheyaghat E-Tender ID:-2025_ZPHD_910472_20 Repairing of BP road repair from the School of Bhaktipalli FP to Sudam Das Kheyaghat E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_21 Repairing Repairing of Culverts near the house of Kanal Das E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_22 Repairing and Upgradation of road from the house of Julmat Babu to Imran Sk E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_23 Repairing and Upgradation of road from the house of Chandan Manna to Sibhu Ghosh E-Tender ID-2025_ZPHD_910472_24 Repairing and Upgradation of road from the house of Panchanan saha to Jhareswar Manna E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_25 Repairing of road from the near of Khaspukur E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_26 Repairing and Upgradation of road from the house of Noren Babu to the house of Manas Mondal E-TenderID:- 2025_ZPHD_910472_27 Repairing and Upgradation of road near The ICDS Kendra to Sanjoy Dolui house NIT No. 11/MGP/E-Tender/NIT 11/2025-26 Dated-26-09-2025. E-TenderID:- 2025_ZPHD_910483_1 Sinking of tube well near the house of Sukdeb Das E-TenderID:- 2025_ZPHD_910483_2 Sinking of tube well near the house of Gopal Ghorai E-TenderID:-2025_ZPHD_910483_3 Sinking of tube well near the house of Susanta Dolai E-Tender ID:- 2025_ZPHD_910483_4 Sinking of Tube-well near the Khaspukur Par E-Tender ID:- 2025_ZPHD_910483_5 Sinking of Tube-well near the house of Srimanta Kar E-TenderID:- 2025_ZPHD_910483_6 Sinking of Tube-well near the house of Haradhan Roy E-TenderID:- 2025_ZPHD_910483_7 Sinking of Tube-well near the house of Mobarak Mallik E-TenderID:- 2025_ZPHD_910483_8 Sinking of Tube-well near the house of Sk Mohinuddin E-TenderID:- 2025_ZPHD_910483_9 Road renovation and toilet renovation of Bhakti Palli ICOS E-TenderID:- 2025_ZPHD_910483_10 Sinking of tube-well near the house of Gour Hari Jana E-Tender ID:-2025_ZPHD 910483_11 Sinking of Tube-well near the Kusumtala Paschim FP School E-TenderID:- 2025_ZPHD_910483_12 Sinking of Tube-well near the House of Asit Maity E-TenderID:- 2025_ZPHD_910483_13 Sinking of Tube-well near the house of Arabinda Mandal E-TenderID:- 2025_ZPHD_910483_14 Sinking of Tube-well near the house of Sajal Pramanik. NIT No.12/MGP/E-Tender/ NIT 12/2025-26 Dated-26-09-2025. E-TenderID:- 2025_ZPHD_910990_1 Repair of ICDS near Bakul Das house E-Tender ID-2025_ZPHD_910990_2 Renovation of Bagdanga Kusumtala FP School and AWC No. 175 and construction of kitchen slab for AWC. last date of online bid submission is 13-10-2025. Details on www.wbtenders.gov.in. NIQ No. :13/MGP/NIQ 13/2025-26 Dated-26-09-2025 1) Installation of Street Light near the Manasa Tample, Radhakrishna tample and house of Panchugopal Sahu 2) Repairing of link road from the house of Gobardhan Barui to Panchanan Das 3) Repairing of road from the house of Pulin Mondal to Jaydeb Mondal Installation of street light near Bagdanga Bijoy Krishna SSK 4) Repairing of Kusumtala Baliara ICDS Centre 92. last date of NIQ bid submission is 13-10-2025. Details on Notice Board of Moushuni Gram Panchayat

Sd/-Pradhan
Moushuni Gram Panchayat

অফবিট

ধুঁকছে পাড়ার মোড়ে জনসাধারণের লাইব্রেরি, ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে বই পড়ার ‘কালচার’

পি. ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে নীরবেই তৈরি হচ্ছে এক গভীর সংকট। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পাড়ার পাঠকদের একটা বড় ভরসা - জনসাধারণের জন্য তৈরি হওয়া লাইব্রেরি। যে লাইব্রেরিগুলো একসময় পাঠক, গবেষক ও সাধারণ মানুষের শিক্ষার মূল ভরসা ছিল, আজ তার অনেকগুলিই তালাবদ্ধ, অব্যবহৃত বা ইঁদুরে ভর্তি। কোথাও পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে, কোথাও কর্মী অভাবে বন্ধ হয়ে আছে। ভারতের সংবিধান শিক্ষার অধিকারকে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার (আর্টিকেল ২১)-এর অংশ করেছে। ২০০২ সালের ৮৬তম সংশোধনী প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মোট ২,৪৮০টি লাইব্রেরি, তার মধ্যে মাত্র ১৩টি পূর্ণ সরকারি লাইব্রেরি রয়েছে প্রায় ১০ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য। কলকাতার মতো মহানগরীতে, যেখানে জনসংখ্যা ১.৬ কোটির কাছাকাছি, সেখানে সরকারি লাইব্রেরি মাত্র দু’টি। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত এএসইআর রিপোর্ট ২০২৪ জানাচ্ছে, ২০২৪ সালে প্রাথমিক স্তরে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) ভর্তি হার কমেছে। ছেলেদের ৮৬.৪ শতাংশ এবং মেয়েদের ৮৯.৪ শতাংশ। পড়াশোনার মান উদ্বেগজনক। মাত্র ৩৩.৩ শতাংশ ছেলে ও ৩৮.৯ শতাংশ মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির টেক্সট পড়তে পারে। পঞ্চম শ্রেণিতে এই হার ৫০ শতাংশ ছেলে ও ৫৭.৮ শতাংশ মেয়ে, অষ্টমে ৬৬.৯ শতাংশ ছেলে ও ৭৩.৯ শতাংশ মেয়ে। তাছাড়া, ২০২৪ সালে স্কুলের ৪৭ শতাংশ লাইব্রেরি নেই। ডিজিটাল বৈষম্যও এখানে সুস্পষ্ট। ১৪-১৬ বছর বয়সে শিক্ষার জন্য মোবাইল ব্যবহার করেছে ৪০-৪৭ শতাংশ, অথচ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেছে ৭৩-৭৯ শতাংশ। মোবাইল ফোনের মালিকানায় বড় লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। ছেলেদের ক্ষেত্রে যেখানে ১৯ শতাংশ, সেটাই মেয়েদের ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে মাত্র ৯ শতাংশ।

আইন ও প্রশাসনিক অবহেলা

১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক লাইব্রেরি আইন প্রণীত হয়েছিল একটি সংগঠিত লাইব্রেরি সিস্টেম গড়ার উদ্দেশ্যে। আইন অনুযায়ী লাইব্রেরির জন্য আলাদা দফতরও রয়েছে, কিন্তু চার বছরেরও বেশি সময় ধরে সেই ওয়েবসাইট আপডেট হয়নি, এটাই তো অবহেলার বড় প্রমাণ।

সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ

২০২৫ সালের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলায় শুনানি হয়, যেখানে গ্রামীণ এলাকায় গ্রন্থাগার গড়তে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়ার দাবি ওঠে। আদালত জানায়, লাইব্রেরি সামাজিক ন্যায়বিচারের অংশ। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল-সহ অন্যান্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে লাইব্রেরিও অপরিহার্য। শুনানিতে আরও বলা হয়, ই-লাইব্রেরি গড়ে তুলতে সিএসআর ফান্ড ব্যবহার করতে হবে। গ্রন্থাগার হবে ‘গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সাংবিধানিক সংস্কৃতির বাহক।’

করণীয় পরিবর্তন

বিশেষজ্ঞরা কয়েকটি দিক নির্দেশ করেছেন-

- ডিজিটাল লাইব্রেরি কার্ড চালু করা, যাতে এক কার্ডে রাজ্যের সব লাইব্রেরি ব্যবহার করা যায়।
- বিদ্যমান লাইব্রেরিকে পাঠকবান্ধব করা যেমন - টয়লেট, জল, বিদ্যুৎ, কর্মী নিশ্চিত করতে হবে।
- ধাপে ধাপে ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও-র সঙ্গে সমন্বয়।
- ব্রেইল বইয়ের সংস্করণ যোগ করা, যাতে বিশেষভাবে সক্ষম পাঠকরাও সমান সুযোগ পান।
- লাইব্রেরিকে কমিউনিটি লার্নিং হাব হিসেবে ব্যবহার করা, স্কুল-পরবর্তী সময়ে।

প্রেরণার উদাহরণ

- কর্নাটকের ‘ওদুভা বেলাকু’ কর্মসূচি (কোভিড-পরবর্তী সময়ে শিশুদের পড়াশোনায় যুক্ত রাখতে)।
- মাদুরাইয়ের কালাইনগর সেন্টেনারি লাইব্রেরি (২০২৩), বিশ্বমানের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকল্প।
- প্রয়াগরাজে ৪০০ গ্রামে ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ার পরিকল্পনা।

তবে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে এক উদ্যোগে আশার আলো দেখছে ওয়াকিবহাল মহল। লাইব্রেরিকে নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে বই ও জার্নাল কেনার জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সরকার-অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ। ৩৯৯টি কলেজ রয়েছে এই প্রকল্পের আওতায়। ‘ইন-প্রিন্সিপল অনুমোদন’ হিসেবে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। কর্তৃপক্ষ ও অধ্যক্ষদের মতে, বিশেষ করে ছোট কলেজগুলোকে এটি এক রকমের জীবনীশক্তি জোগাবে।

৬২ কোটি টাকা ঢেলে ৯৭টি তেজস কিনছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

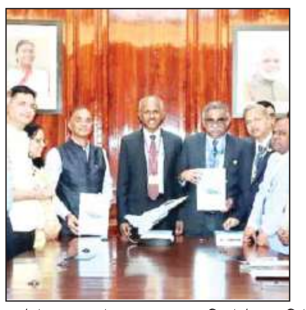

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধবিমানের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় চুক্তি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আজ বৃহস্পতিবার হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের সঙ্গে ৯৭টি তেজস এমকে-১এ বিমান কেনার জন্য চুক্তি সই করল। চুক্তির মোট মূল্য ৬২,৩৭০ কোটি টাকারও বেশি। চুক্তি অনুযায়ী, ৬৮টি সিঙ্গল-সিটার ফাইটার জেট এবং ২৯টি টুইন-সিটার ট্রেনার বিমান আসবে ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য। সরঞ্জাম-সহ এই বিমানগুলি ২০২৭-২৮ সাল থেকে বায়ুসেনায় পৌঁছতে শুরু করবে এবং পরবর্তী ছ’বছরে ডেলিভারি সম্পূর্ণ হবে। এর আগে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৮৩টি তেজস এমকে-১এ কেনার জন্য ৪৬,৮৯৮ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছিল। তবে সেই প্রকল্পে দেরি হয়েছে। নতুন চুক্তিটি গত ১৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি অনুমোদন করে। নতুন বিমানগুলিতে ৬৪ শতাংশেরও বেশি দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৬৭টি নতুন সিস্টেম- যার মধ্যে রয়েছে দেশীয় তৈরি উত্তম এয়সা রাডার, ‘স্বয়ং রক্ষা কবচ’ ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার স্যুট এবং ইন্ডিজেনাস অ্যাকচুয়েটর। প্রতিরক্ষা ক্রয় নীতির ‘Buy (India-IDDM)’ ক্যাটাগরির আওতায় আসছে এই প্রকল্প। মিগ-২১-এর মতো পুরনো বিমান বহর থেকে অবসর নেওয়ার পরবর্তী সময়ে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধক্ষমতা ধরে রাখার জন্যই তেজসের এই বিপুল চাহিদা। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর বায়ুসেনার শেষ দু’টি মিগ-২১ স্কোয়াড্রনও অবসর নেবে। সরকারি সূত্রের খবর, প্রায় ১০৫টি ভারতীয় সংস্থা জড়িত রয়েছে তেজস প্রকল্পের সাপ্লাই চেনে। ফলে প্রতিবছর গড়ে ১১,৭৫০টি সরাসরি ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। এছাড়াও জানা গিয়েছে, তেজস এমকে-১এ চালাতে ব্যবহৃত জিই-এর তৈরি ১১৩টি এফ-৪০৪ ইঞ্জিন কেনার জন্যও আলাদা চুক্তি প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে। শিগগিরই এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে।

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২৫২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১
ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com, ইমেলঃ sec@somanys.com
টেলিঃ (০৩৩) ২২৫৪৩১০০, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৫৪৩১৩০

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১১০ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২২ এর সাথে পঠিত, সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্টিং) রেগুলেশন, ২০২১ অনুসারে, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার বাদ দেওয়ার জন্য পোস্টাল ব্যালটের (ভৌত ও ইলেকট্রনিক আকারে) মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল এবং যখনই সংশোধন করা হবে তখন তা বিবেচনা করা হয়েছিল। ২০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ রেজোলিউশন এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুসারে নিযুক্ত স্ক্রুটিনাইজার, সিএস অশোক কুমার দাগা কর্তৃক জমা দেওয়া ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোম্পানির কোম্পানি সচিব এবং সিএফও শ্রীমতি মায়া শাউ, পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার ফলাফল ঘোষণা করেছেন।

ভৌত ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালটের বিবরণ এবং ফলাফল নিম্নরূপঃ

ক্রম. নং.	বিবরণ	শেয়ারের সংখ্যা: প্রোমোটাররা	পাবলিক	মোট
এ.	অ্যাসেন্ট সহ ডাক ব্যালট - শারীরিক	০	০	০
বি.	ডাক ব্যালট সহ অ্যাসেন্ট - ইলেকট্রনিক	৪৬৫৫১২	১৭৫০০৫	৬৪০৫১৭
এ+বি	ভৌত এবং ইলেকট্রনিক মোডে অ্যাসেন্ট সহ মোট পোস্টাল ব্যালট	৪৬৫৫১২	১৭৫০০৫	৬৪০৫
সি	ভিন্নমত সহ পোস্টাল ব্যালট - বাস্তব	০	০	০
ডি	ভিন্নমত সহ ডাক ব্যালট - ইলেকট্রনিক	০	০	০
সি+ডি	ভৌত এবং ইলেকট্রনিক মোডে ভিন্নমত সহ মোট ডাক ব্যালট	০	০	০

দ্রষ্টব্যঃ ‘‘পাবলিক শেয়ারহোল্ডার’’ এবং প্রবর্তক শেয়ারহোল্ডার শব্দ দুটির অর্থ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্টিং) রেগুলেশনস, ২০২১ এর অধীনে একই অর্থে প্রদান করা হয়েছে।

তদনুসারে, নোটিশে উল্লেখিত বিশেষ সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মতিক্রমে কার্যকর বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা- মায়া শাউ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিএফও

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫

পুজোয় রেলকর্মীদের ৭৮ দিনের বোনাস দেবে কেন্দ্র

হি.স, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ দুর্গাপুজো-দীপাবলির মরশুমে বড় ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রেল কর্মীদের বিরাট সুখবর দিয়েছে তাঁরা। মঞ্জুর করা হয়েছে ৭৮ দিনের বেতনের সমান প্রোডাক্টিভিটি-লিঙ্কড বোনাস (পিএলবি)। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। রেল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দেশের প্রায় ১০.০৯ লক্ষ নন-গেজেটেড রেলকর্মী এই বোনাস পাবেন। লোকো পাইলট, গার্ড, স্টেশন মাস্টার, ট্র্যাক মেইনটেন্যান্স কর্মী, টেকনিশিয়ান, সুপারভাইজার, পয়েন্টসম্যান এবং গ্রুপ ‘সি’ কর্মীরা এর আওতায় থাকবেন। তবে আরপিএফ ও আরপিএসএফ কর্মীরা এই সুবিধা পাবেন না। মন্ত্রিসভার অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী, মোট ১ হাজার ৮৬৫.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বোনাস দেওয়া হবে। যদিও ৭৮ দিনের বোনাসের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ হাজার ৯৫১ টাকা। গত বছরও একই অঙ্কে বোনাস পেয়েছিলেন প্রায় ১১ লক্ষ কর্মী। এবার সুবিধাভোগীর সংখ্যা কিছুটা কম হলেও অর্থের পরিমাণ অপরিবর্তিত। তবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ বৃদ্ধির ব্যাপারে এখনই কিছু ঘোষণা করা হয়নি। সাধারণত জুলাই থেকে যে বর্ধিত ডিএ পান কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা, তা এই সময়ে ঘোষণা করা হয়। গতবার রেলকর্মীদের বোনাসের ঘোষণা করার পরই ডিএ বাড়ানো হয়েছিল। এবারও তেমন কিছুর আশা রাখছেন অনেকেই। যদিও আদতে ডিএ বাড়ানো হবে কিনা, সে ব্যাপারটি নিশ্চিত নয়। আর বোনাস প্রসঙ্গে রেল মন্ত্রক জানাচ্ছে, কর্মীদের অসাধারণ পরিশ্রম ও কর্মক্ষমতার স্বীকৃতি হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উৎসবের মরশুমে এর ফলে কর্মীদের হাতে বাড়তি অর্থ পৌঁছবে, যা সরাসরি তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াবে।

বিয়ের পর হিন্দু মেয়ের গোত্র বদলে যায়, সম্পত্তি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ কোনও মেয়ের হিন্দু মতে বিয়ে হয়ে গেলে, হিন্দু আইনানুসারে তাঁর গোত্রও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে যায়। একটি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলায় গত বুধবার এই নির্দেশে একথা বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে উল্লিখিত ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আনা একটি আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত বলেছে, কোনও স্বামীহারা নিঃসন্তান মহিলার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন স্বামীর পরিবারের কেউ। মহিলার বাপেরবাড়ির কেউ সেই সম্পত্তির ভাগ পাবেন না। কারণ, বিয়ের সময়েই কোনও মহিলার গোত্রও পরিবর্তিত হয়ে যায়। সর্বোচ্চ আদালতের একমাত্র মহিলা বিচারপতি বিভি নাগরত্ন বলেন, হিন্দু সমাজে ‘কন্যাদান’ নামে একটি প্রথা চালু আছে। যাতে কোনও মেয়েকে যখন তাঁর বাবা বা বাড়ির কোনও আত্মীয় স্বামীর হাতে সমর্পণ করে দেন, তখন তাঁর গোত্রও পরিবর্তিত হয়। গোত্র হল সাধারণ উত্তরাধিকার পরিচয়, বংশ মর্যাদা। আদালত আরও জানিয়েছে, হাজার হাজার বছর ধরে যা চালু আছে সমাজে তা ভেঙে দেওয়ার কোনও ইচ্ছা আদালতের নেই। উল্লেখ্য, শীর্ষ আদালতের কাছে ভূরিভূরি আবেদন এসেছে যে, নিঃসন্তান হিন্দু স্বামীহারা মহিলার সম্পত্তির ওয়ারিশ কে হবেন। যদি তিনি উইল না করে যান তাহলে তাঁর সম্পত্তির ভোগদখল স্বামী না বাপেরবাড়ির উত্তরাধিকারী পাবেন? বর্তমান আইনে এরকম ক্ষেত্রে উইল ছাড়া সম্পত্তি শ্বশুরবাড়ির হস্তগত হয়। বাপেরবাড়ির কেউ পান না। আদালতে এরকমই একটি আর্জি এসেছে যেখানে কোভিড ১৯-এর সময় এক অল্পবয়সি দম্পতির মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই দুজনের সম্পত্তি চেয়ে ছেলে এবং মেয়েটির মা আর্জি জানান আদালতে। আরও একটি মামলায় নিঃসন্তান এক দম্পতির মৃত্যুর পর লোকটি বোন তাঁদের সম্পত্তির দাবি করেন। আইনজীবী সর্বোচ্চ আদালতে বলেন, এটা একটি জনস্বার্থ সমস্যা তাই শীর্ষ আদালতের উচিত পদক্ষেপ করা। তখনই বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ও আর মাধবনের বেঞ্চের কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়েন আইনজীবী। বিচারপতি নাগরত্ন কন্যাদান ও গোত্রদানের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, যখন কোনও মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় হিন্দু শাস্ত্র মতে ওই মেয়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণত স্বামী ও তাঁর পরিবারের হাতে সমর্পণ করে দেন পিতা। তিনি আরও বলেন, কোনও মেয়ে বিয়ের পর তাঁর দাদা বা ভাইয়ের কাছে খোরপোষের আর্জি জানাতে পারেন না। বিয়ের প্রথা অনুসারে বিশেষত দক্ষিণ ভারতে বিয়ের সময় মেয়ের গোত্র বদলে যায়। ফলে তাঁর উইল ছাড়া সেই সম্পত্তি শ্বশুরবাড়ির ভাগেই যাবে।

২ হাজার কিমি দূর থেকে আঘাত হানতে পারে! ‘অগ্নি’র পরীক্ষা সফল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস রচনা করল ভারত। বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ঘোষণা করেন, রেলভিত্তিক মোবাইল লঞ্চার থেকে অগ্নি-প্রাইম ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে দেশ। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্র ২ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এই সাফল্যের মাধ্যমে ভারত সেই বিরল দেশগুলির তালিকায় ঢুকে পড়ল, যারা চলন্ত রেল নেটওয়ার্ক থেকেই ‘ক্যানিস্টারাইজড লঞ্চ সিস্টেম’-এ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের ক্ষমতা অর্জন করেছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হল এবং আত্মনির্ভরতার পথে এটি এক বড় পদক্ষেপ। প্রতিরক্ষামন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘ভারত রেলভিত্তিক মোবাইল লঞ্চার থেকে অগ্নি-প্রাইম ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করেছে। ২ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম এই পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেপণাস্ত্রে রয়েছে একাধিক আধুনিক বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে নকশা করা এই রেলভিত্তিক মোবাইল লঞ্চার সহজেই নেটওয়ার্ক জুড়ে চলাচল করতে পারে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গোপনে উৎক্ষেপণ সম্ভব করে তোলে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ডিআরডিও, স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ড (এসএফসি) এবং সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন। এই সাফল্যে ভারত এলিট ক্লাবের সদস্যপদ অর্জন করল।’ বিশেষজ্ঞরা একে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ‘আত্মনির্ভর ভারত’ ভাবনার অংশ হিসেবেই দেখছেন। প্রতিরক্ষা মহলের ধারণা, আগামী দিনে ভারতের কৌশলগত শক্তি বাড়াতে অগ্নি-প্রাইম ক্ষেপণাস্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। গত অগস্ট মাসে সফলভাবে পরীক্ষা চালানো হয় ব্যালিস্টিক মিসাইল ‘অগ্নি ৫’-এর। ওড়িশার চাঁদিপুরে ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ থেকে ক্ষেপণাস্ত্রটি উৎক্ষেপণ করা হয়। এই উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্রটির সমস্ত প্রযুক্তিগত ও কার্যকরী মানদণ্ড যাচাই করা হয়েছে। ‘অগ্নি ৫’ ক্ষেপণাস্ত্রকে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদ বলে মনে করা হয়। এটি মধ্যম থেকে দীর্ঘ পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল, যা একাধিক ওয়ারহেড বহন করতে সক্ষম। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এর সাফল্য ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ওই মাসেই সফল হয় ভারতের তৈরি ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ডিফেন্স ওয়েপন সিস্টেম-এর প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ানও। তিনটি অত্যাধুনিক দেশীয় প্রযুক্তিকে একত্রিত করেই তৈরি হয়েছে আইএডিডব্লিউএস। যা নিম্ন উড়ন্ত ড্রোন থেকে শুরু করে উচ্চগতি সম্পন্ন যুদ্ধবিমান কিংবা শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র- সবকিছুকেই নিষ্ক্রিয় করার ক্ষমতা রাখে।

বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় গ্রেফতার ৩৫১৮ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

হি.স., গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে সরগরম জাতীয় রাজনীতি। এরই মাঝে প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। হাজার হাজার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে সীমান্তবর্তী এলাকায়। ত্রিপুরা পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে ২০২২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩,৫১৮ জন অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই খবরটি সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, যা বাংলা অধ্যুষিত এলাকায় নিরাপত্তা ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে আরও তীব্র করেছে। ত্রিপুরা সীমান্তের কাছাকাছি এই অভিযানগুলো শুরু হয়েছে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, যেখানে অবৈধ অভিবাসনকে একটি জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের মতে, এই গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। এই অভিযানের অংশ হিসেবে পুলিশ সীমান্ত এলাকায় রাতের পাহারা বাড়িয়ে সন্দেহজনক কার্যকলাপের উপর নজর রাখছে। স্থানীয় প্রশাসনের মতে, এই অবৈধ অভিবাসনের কারণে স্থানীয় সম্পদ, চাকরি এবং নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ত্রিপুরার কিছু এলাকায় বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বিষয় নিয়ে দ্বিধা দেখা দিয়েছে, কারণ অনেকে মনে করছেন যে এটি সামাজিক সংঘাতের জন্য উপযুক্ত ভূমি তৈরি করতে পারে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অর্থনৈতিক চাপ, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সীমান্ত নিরাপত্তার দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত। ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এখন এই সমস্যার সমাধানে বেশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। গৃহ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযাযী, অবৈধ অভিবাসকদের চিহ্নিত করে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ৩০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ত্রিপুরা পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে, এই কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে মানবাধিকার সংস্থাগুলো প্রশ্ন তুলছেন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গত জুলাই মাসে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের শতাধিক মানুষকে বিনা বিচারে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। এই রিপোর্টে জোর দেওয়া হয়েছে যে, অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকও ভুলভাবে অবৈধ অভিবাসক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ছেন। এই বিতর্কের মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ পাচ্ছে-কেউ দেশ প্রতিরক্ষার জন্য এই পদক্ষেপকে সমর্থন করছেন, আবার কেউ এর মানবিক দিকটির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করছেন। স্থানীয় নেতারা এবং রাজনৈতিক দলগুলোও এই বিষয়ে ভাগাভাগি পড়ে গেছে। কিছু দল মনে করছেন যে, অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করা জরুরি, আবার অন্যরা বলছেন যে এই কঠোর পদক্ষেপ সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ত্রিপুরার একজন সাংসদ বলেছেন, আমরা সীমান্ত নিরাপত্তা বজায় রাখতে চাই, কিন্তু এর সঙ্গে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই রাখতে হবে। এই পরিস্থিতি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কেও প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশ সরকার এখনও এই ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি, কিন্তু বিষয়টি দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনার আওতায় আসতে পারে। ত্রিপুরার জনগণ এখন এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ও অভিবাসন নীতির কার্যকারিতা নিয়ে নজর রাখছে, যা ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

CHANGE OF NAME

I, Rahidali Sk, (my actual & Correct name) which has been recorded in my Aadhar card being no- 5339-1654-6607, S/O-Jarfatresiding at Vill -Amarpur, P.O- Dadpur, P.S-Rejinagar, Dist- Murshidabad, Pin-742189, W.B.My name has been wrongly written as "Abdul Wahed Sk" recorded in my Son (Wajed Samim) WBBME Admit card being ROLL-07311, NO-0039. My name Md. Wayahed Sk which has been recorded in my daughter (Waheda Parvin) WBBME Admit card being ROLL-09211, NO-0325 andmy daughter (Mousumi Khatun) WBBSE Admit card being ROLL-D403320 NO-0224 .I am declare that my name "Rahidali Sk" and "Abdul Wahed Sk" and Md. Wayahed Sk both are same and one identical person declared by the Magistrate affidavit Berhampore court on 22/08/2025

CHANGE OF NAME

I, Anarul Biswas (Old Name)S/O–Ekramul Haque Biswas resident of Vill-Gurudaspur, Po-Bauchitala, Ps-Daulatabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Anarul Biswas to Anarul Haque Biswas and henceforth I shall be known as Anarul Haque Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/09/2025.My name Anarul Haque Biswas & Anarul Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subhrangsu Sekhar Adhikari (Old Name) S/o Sudhangshu Sekhar Adhikari Residing at 25Q, Selimpur Road, P.o - Dhakuria, P.s - Lake, District - Kolkata, Pin - 700031 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Subhrangshu Sekhar Adhikari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-09-2025. Subhrangsu Sekhar Adhikari (Old Name) and Subhrangshu Sekhar Adhikari (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shamin Ansari (Old Name) S/o Kamruddin Ansari Residing at P-18 Dobson Lane Howrah, P.o - Howrah, P.s - Golabari, District - Howrah, Pin - 711101 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Shamim Ansari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-09-2025. Shamin Ansari (Old Name) and Shamim Ansari (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Krishna Pada Shil son of Late Gurudas Shil, residing at 3/31, Jatindas Nagar, PO-Belghoria, North 24 Parganas, Pin: 700056, West Bengal, declare that my father's actual and correct name is Gurudas Shil but in my passport father's name recorded as Gurudas Shel instead of Gurudas Shil. Gurudas Shel and Gurudas Shil both are same and one identical person as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 25/09/2025.

CHANGE OF NAME

I, Mostakin Mallick (Old Name) S/o Mujibar Rahaman Mullick Residing at Vill - Nawabpur Dule Mondal Para, P.o - Nawabpur Bazar, P.s - Chanditala, District - Hooghly, Pin - 712701, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Mostakin Mullick (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 85/2025 Dated 25-09-2025. Mostakin Mallick (Old Name) and Mostakin Mullick (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NARGIS SULTANA (OLD NAME) W/O BAPIRUL MONDAL , RESIDING AT, VILL & P. O - GHORAGACHHA P. S - KALYANI, NADIA, PIN. - 741245 , WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARGIS SULTANA MONDAL (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 25/09/2025 NARGIS SULTANA MONDAL (NEW NAME) AND NARGIS SULTANA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND INDENTICL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, Krishna Pada Shil son of Late Renu Bala Shil, residing at 3/31, Jatindas Nagar, PO-Belghoria, North 24 Parganas, Pin: 700056, West Bengal, declare that my mother's actual and correct name is Renu Bala Shil but in my passport mother's name recorded as Renu Bala Shel instead of Renu Bala Shil. Renu Bala Shel and Renu Bala Shil both are same and one identical person as sworn before the Notary Public at Kolkata dated25/09/2025.

CHANGE OF NAME

I,MOHAMMED KASEM (OLD NAME) S/O LATE ROUSAN ALI MOLLA, RESIDING AT N154, SHIMULHATI, PO-AGARHATI, PS-SANDESHKHALI, DIST-24 PARGANAS (NORTH), PIN-743329, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KASEM MOLLA (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA DATED 25/09/2025.MOHAMMED KASEM (OLD NAME) AND KASEM MOLLA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, ROSHONARA MONDAL (OLD NAME) D/O LATE KADER BISWAS , RESIDING AT, VILL & P. O - GHORAGACHHA, P. S - KALYANI, NADIA, PIN. - 741245, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROUSHANARA MONDAL (NEW NAME), AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 25/09/2025 ROUSHANARA MONDAL (NEW NAME) AND ROSHONARA MONDAL(OLD NAME) BOTH ARE SAME AND INDENTICL PERSON,

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Agarwal (old name), son of Om Parkash Aggarwal, residing at Guruseva CHS, A-102, Pandurang Wadi, Road No. 6, Goregaon East, Mumbai, Pin: 400063, Maharashtra, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Aggarwal (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Mumbai on 25/09/2025. Sanjay Agarwal and Sanjay Aggarwal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Rasid Tarafdar son of Late Jamat Ali Tarafdar, residing at Vill: Bhanga Tushkahli, PS- Sandeshkhali, Basirhat, Pin: 743446, West Bengal, declare that my father's actual and correct name is Jamat Ali Tarafdar but in my Educational Certificate father's name recorded as Jamat Ali instead of Jamat Ali Tarafdar. Jamat Ali and Jamat Ali Tarafdar both are same and one identical person as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 25/09/2025.

CHANGE OF NAME

I , Leena Dawn W/O- Kushal Bhattacryya @ Kushal Bhattacharyya resident of Chotonilpur Pirtala, Udayanpally, P.O.- Sripally, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, shall henceforth be known as ‘LEENA DAWN BHATTACHARYA’ vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 25/09/2025. That Leena Dawn and Leena Dawn Bhattacharya both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anju Agarwal (old name) wife of Sanjay Aggarwal, residing at Guruseva CHS, A-102, Pandurang Wadi, Road No. 6, Goregaon East, Mumbai, Pin: 400063, Maharashtra, India, have changed my name and shall henceforth be known as Anju Aggarwal (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Mumbai on 25/09/2025. Anju Agarwal and Anju Aggarwal both are same and one identical person.

একই মন্দিরে তিনটি দুর্গা প্রতিমা, নবগ্রামের এই পুজোর আকর্ষণ আজও অমলিন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার পাশলা গ্রামের রায় এবং রায়চৌধুরী পরিবার প্রাচীন ঐতিহ্যকে বজায় রেখে আজও একই মন্দিরে একসঙ্গে তিনটি দুর্গা প্রতিমার পুজো করেন। যা দেখতে প্রতি বছর ভিড় জমান জেলার নানা প্রান্তের অসংখ্য

মানুষ। গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে জানা যায় - আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে মুর্শিদাবাদের দহপাড়া অঞ্চলে বাস করতেন 'রায়' পরিবারের সদস্য শশীকান্ত রায়। একদা তিনি মা কালীর আশীর্বাদ লাভের আশায় কামাখ্যাতে সাধনা করার জন্য পাড়ি দেন। তার পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস করেন, সেখানেই শশীকান্তের সাথে পরিচয় হয় তন্ত্রসাধিকা কুন্ডলা মায়ের। কিছুদিনের মধ্যেই কুণ্ডলা মা এবং শশীকান্তের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারপর তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। রায় পরিবারের সদস্যদের কথায় উঠে আসে তৎকালীন সময়ের একটি আশ্চর্য কাহিনী। তাদের মতে, শশীকান্ত যখন দহপাড়ায় নিজের গ্রামে ফিরে আসছিলেন সেই সময় তিনি গঙ্গার ধারে একটি পাথরের দুর্গা মূর্তি পড়ে থাকতে দেখেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই শশীকান্ত রায় মা দুর্গার স্বপ্নাদেশ পান। দেবী তাকে আদেশ দেন, যাত্রা পথে তৃতীয় দিন তিনি যেখানে পৌঁছাবেন সেখানেই যেন সেই দুর্গা মূর্তি স্থাপন করা হয়। দেবীর আদেশ অনুযায়ী সেই মূর্তি কোলে নিয়েই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হন শশীকান্ত ও তার স্ত্রী কুন্ডলা মা। কিন্তু তৃতীয় দিন পাশলা গ্রামে গম্ভীরা নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সেই পাথরের দুর্গা মূর্তি এতটাই ভারী হয়ে ওঠে যে তা কোলে নিয়ে হাঁটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন তারা সেই দুর্গা মূর্তি নামিয়ে রাখেন এবং সেখানেই শুরু হয় মা দুর্গার পুজো। রায় পরিবারের ইতিহাস ঘাটলে আরও জানা যায় - শশীকান্ত রায়ের এই পুজোর কথা যখন নবাব আলীবর্দী খান জানতে পারেন তখন তিনি শশীকান্তকে ১৬০ টি গ্রাম উপহার দেন এবং আদেশ দেন সেখানকার গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কর বাবদ যে টাকা আদায় করা হবে তা দিয়ে তিনি যেন এই পুজো সম্পন্ন করেন। এভাবেই শশীকান্ত ধীরে ধীরে অঞ্চলের জমিদার হয়ে ওঠেন এবং একটি বিশাল দুর্গা মন্দির স্থাপন করে জাঁকজমক সহকারে সেখানে দুর্গাপুজো শুরু করেন। পরবর্তীকালে ওই গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র এবং গিরিশ (অনেকে মনে করেন এই দু'জন শশীকান্তের কাকার ছেলে) নামে দুই ব্যক্তি শশীকান্তের পুজোর পাশাপাশি নিজেদের মতো করে দুটি আলাদা দুর্গাপুজো শুরু করেন। পরবর্তীকালে একই মন্দিরের মধ্যে তিনটি আলাদা আলাদা মূর্তি তৈরী করে পুজো শুরু হয়। বর্তমানে 'মা বুড়ি' নামে খ্যাত মূল পুজোর দায়িত্বে রয়েছে রায়চৌধুরী পরিবার। শশীকান্তের শুরু করা পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তাঁর বংশধর প্রশান্ত রায়। মণ্ডপের বাম পাশে অবস্থিত প্রতিমার পুজোর দায়িত্ব রয়েছে অখিল রায়চৌধুরীর হাতে। রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্য শৌভিক রায়চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিনের রীতি মেনে এখনও একই মন্দিরে তিনটি দুর্গা মূর্তি তৈরি করে দেবীর আরাধনা করা হয়। এমনকি আগে যে জাঁকজমকের সাথে এই পুজো হত তাতেও কোনওরকম ছেদ পড়েনি। পুরনো ঐতিহ্য মেনেই শশীকান্তের পরিবারের দুর্গামূর্তি রাখা হয় একেবারে মাঝখানে থাকে। বাকি দুটি প্রতিমা দুই পাশে থাকে। ডান পাশের দুর্গা প্রতিমা 'মা বুড়ি' নামে গ্রামে খ্যাত। শৌভিকবাবু বলেন, নিয়ম মেনে ষষ্ঠীর দিন ভোরবেলা তিনটি পরিবার নিকটবর্তী দীঘিতে কলসিতে জল ভরতে যান। প্রথমে 'বা বুড়ি'র জন্য জল নেওয়া হলে বাকি দু'টি প্রতিমার জন্য জল নেওয়া হয়। সন্ধিপুজোর সময় হাজার খানেক পরিবার হাঁড়িতে করে 'মা বুড়ি'র কাছে ভোগ নিবেদন করেন। পুজো শেষে পরিবারের মহিলারা সেই প্রসাদ খেয়ে তাঁদের উপোস ভাঙেন। পুরানো রীতি মেনে আজও এখানে পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে পুজো করেন প্রধান পুরোহিত। দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান প্রথা এখনও চালু রয়েছে এখানে। পুজো উপলক্ষ্যে গ্রামে বসে বিশাল মেলা। হাজার হাজার লোক আসেন প্রতিমা এবং মেলা দেখার জন্য। দশমীর দিন কাঁধে করে বেহারারা তিনটি প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য নিয়ে যান। স্থানীয় ডিহি দীঘিতে 'মা বুড়ি' প্রতিমা নিরঞ্জনের পর একে একে নিরঞ্জন হয় বাকি দুটি প্রতিমাগুলো।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল শ্রমদানের আয়োজন করে - "এক দিন, এক ঘন্টা, এক সাথ"

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত স্বচ্ছতা হি সেবা (এসএইচএস) ২০২৫

অভিযান পালন করছে। এসএইচডব্লিউ-২০২৫-এ অবদান রাখার জন্য, ২৫.০৯.২০২৫ তারিখে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে একটি শ্রমদান কর্মসূচি এক দিন, এক ঘন্টা, এক সাথ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট থেকে অফিসার্স ক্লাব, গার্ডেন রিচে একটি ওয়াকাথনেরও আয়োজন করা হয়। রেলওয়ে বোর্ডের বিপণন ও ব্যবসা উন্নয়নের অতিরিক্ত সদস্য ডঃ মনোজ সিং, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, বিভাগীয় প্রধানগণ, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা বিশাল শ্রমদান এবং ওয়াকাথন কর্মসূচিতে অংশ নেন। স্বচ্ছতা হি সেবা পাক্ষিকের সময়, SER-এর আওতাধীন এলাকা জুড়ে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবির, ওয়াকাথন, ম্যারাথন, সাইক্লোথন, SBM স্পোর্টস লিগ, প্ল্যান্টেশন ড্রাইভ, রিডুস-রিইউজ-রিসাইকেল (RRR) কার্যক্রম, বর্জ্য থেকে শিল্প, পরিবেশ বান্ধব এবং শূন্য বর্জ্য উদযাপন, পুনর্ব্যবহৃত পণ্য বিক্রয়, সচেতনতামূলক কর্মসূচি, ওয়েবিনার,ঘরে ঘরে সচেতনতামূলক প্রচারণা, শ্রমদান, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, নুক্কড় নাটক ইত্যাদি।

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMB/BDO/1818/NIT-119/25-26 Dt. 18.09.2025 for **Sl. no. 1** to **Sl. No. 39**, **BDO,T.M. Development Block. Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:

Name of Work - Publishing of matter against WB/TMB/BDO/1818/NIT-119/25-26 Dt. 18.09.2025 for Sl. no. 1 to Sl. No. 39 different Schemes. Thakurpukur Maheshtala Dev. Block.

Bid Submission date Started on **26.09.2025 at 9 A.M**. (As per server clock) and Bid Submission End date **14.10.2025 at 9 A.M.** (As per server clock). Technical Bid Opening date **16.10.2025 at 9 A.M.** (As per server clock) details on NIT & Tender Documents may be download from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Thakurpukur Maheshtala Dev. Block, South 24 Parganas

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর পক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুরের প্রধান কর্মশালা ব্যবস্থাপকের উপ-সিএমই / মেরামত নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছে।

দরপত্র নং-১, ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নামঃ দরপত্র নং. "**২৫-জিকেপি-এমডব্লিউএস-২০২৫-২৬**" উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুরে আরডিএসও নির্দেশিকা অনুসারে সিবিসি কাপলার শ্যাঙ্কের নির্দিষ্ট এলাকার পরিষ্কার এবং ডিপিটি ১২ মাসের জন্য।, আনুমানিক খরচ (টাকায়)ঃ ৯,০১,৪১৩.১০, বকেয়া টাকা (টাকায়)ঃ ১৮,০০০ /-, দরপত্র ফর্মের মূল্যঃ শূন্য, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ **১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত, তারিখ ১৬-১০-২০২৫**, চুক্তির সময়কালঃ ১২ মাস।

উপরের দরপত্রের বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

Dy. CME/Repair, Mech. Workshop, Gorakhpur

CPRO/Yantrik-69

ছাদ এবং ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

NIT No. WB/HZP/BI/CGP/APAS/NIT-11/25-26

E-Tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed contractors for execution of total 19(Nineteen)Nos. different works. Last date of submission of Bid proposal(online): **06/10/2025 at 6:00 PM**. Bid opening date & time for Technical Proposal(Online): **09/10/2025 at 12.00 PM**. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Chamrail Gram Panchayat

ইলেকট্রিক্যাল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_জিইএন_৩৩_২৫-২৬, তারিখঃ ১৯-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল_জিইএন_৩৩_২৫-২৬, **কাজের নামঃ** নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজঃ- সিডিউল এ- "কাটিহার ডিভিশনের মালদা কোর্ট, বালুরঘাট, কাটিহার স্টেশনে পার্সেল সুবিধার জন্য শেড সহ পার্সেল কেজ-এর ব্যবস্থা।"। সিডিউল বি - "কাটিহার ডিভিশনের মিলনগড় রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেড (প্রত্যেকটিতে ৪টি বে)-এর ব্যবস্থার পাশাপাশি প্ল্যাটফর্ম নং ১ এবং ২-কে ৩০০ মিটার লম্বা হাই লেভেল প্ল্যাটফর্মে উন্নীতকরণ"। সিডিউল সি - "কাটিহার ডিভিশনের সুরজকমল রেলওয়ে স্টেশনে হাই লেভেল প্ল্যাটফম নং. ২-এর ব্যবস্থা"। টেন্ডার মূল্যঃ ৫২,৯৩,৯৮৯.০১/- টাকা; বায়নার ধনঃ ১,০৫,৯০০.০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৭-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৭-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. **CLW-DKAE-UPGRADE-EOT-555R**। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে. ক্রম নং. ০১। টেন্ডার নম্বরঃ **CLW-DKAE&UPGRADE-EOT-555R**। কাজের নামঃ **ELAAU/Dankuni**-তে আন্ডার ফ্রেম এবং ফিডার শপে VFD, DSL প্রতিস্থাপন এবং আধুনিক ইউটিলিটি সহ ৭টি EOT ক্রেনের আপগ্রেডেশন। **টেন্ডার মূল্য (টাকা)ঃ ১,৮৩,৩২,৮৩৪.০০** (এক কোটি তিরাশি লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশ চৌত্রিশ টাকা) মাত্র। **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা)ঃ ৫,০০০.০০** (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)। **বকেয়া টাকা / বিড সিকিউরিটি (টাকা)ঃ ২,৪১,৭০০.০০** (দুই লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশ টাকা) মাত্র। **সমাপ্তির সময়কালঃ** এক বছর ছয় মাস। **দ্রষ্টব্যঃ** (i) সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। (ii) **যোগাযোগ নম্বরঃ** ০৩২১২-২৩০০০৩। (iii) দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৪.১০.২০২৫ দুপুর ১২.০০ টা**।

AWM/Planning/Dankuni

PR7/ 215

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting E-Tender

(1) NIT No. 1804/E-NIT/KGP/2025-26, SL. No. 1 to 9
(2) NIT No. 1805/E-NIT/KGP/2024-25, SL. No. 1 to 5
(3) NIT No. 1806/E-NIT/KGP/2025-26, SL. No. 1 to 9
(4) NIT No. 1807/E-NIT/KGP/2025-26, SL. No. 1 to 4.

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the total 27(Twenty- seven)Nos. work. Date of uploading of asking documents as per NIT(online) on or before **15/10/2025 up to 10 AM.** Date of Opening of Tender (online)for Technical on **17/10/2025 at 11 A.M**. & Financial at **1 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

পুজোর আগে হকার উচ্ছেদ পদক্ষেপ থেকে সরে এলো বিশ্বভারতী

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগে হকার উচ্ছেদ পদক্ষেপ থেকে সরে এলো বিশ্বভারতী। তবে, পুজো শেষ হতেই আবার শুরু হবে হকার উচ্ছেদ কর্মসূচি। এই মর্মে ইতিমধ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হযেছে, সংবাদ মাধ্যম থেকে জানতে পারে যে পুজোর মুখে হকারদের যাতে করে বড়োসড়ো অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে। সেই কথা মাথায় রেখে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এই পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত। তবে পুজোর পর অর্থাৎ ৬ অক্টোবরের পর চলবে এই উচ্ছেদ। পুজোর আগে ১৭ অগাস্ট বিশ্বভারতীর হকার উচ্ছেদ নোটিশ দেয়। আর তাতেই অনেক হকারের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকে। সামনেই পুজো। কংগ্রেস তুড়ি নামে এক বৃদ্ধ হকার বলেন, এই খাবারের দোকানের উপর তাদের বুড়োবুড়ির সংসার চলে। তিনি বলেন, বিশ্বভারতীর ছাত্র- ছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। তারা এখানে খায়। বিশ বছরের বেশি সময় ধরে এই দোকান চালাচ্ছি। একবার বললো, পাঁচিল হবে সরে যান। সরে এক ধারে চলে এলাম। এখন বলছে, বিশ্বভারতীর জায়গা থেকে সাত দিনের মধ্যে উঠে যান। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বাঁধ মানছে না। এই দোকানের আয় থেকে স্ত্রীর ওষুধের জন্য মাসিক তিন হাজার টাকা জোগাড় হয়। চিন্তা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে এখুনি হার্ট ফেল করে মারা যাবো। জানা গেছে, বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে হকার উচ্ছেদ পুজোর আগে এমনটাই নোটিশ ধরালো অস্থায়ী দোকানদারদের। ক্যাম্পাসের মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউস থেকে শান্তিনিকেতন থানা, পদ্ম ভবন, ভাষা ভবন, নিপ্পন ভবন হয়ে ফায়ার ব্রিগেড পর্যন্ত গেছে। সেই রাস্তা সংলগ্ন সমস্ত স্টল ও হকারদের সাত দিনের মধ্যে উঠে যাওয়ার নোটিশ ধরানো হয়।

লেপার্ডের দেহ উদ্ধার! চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ চা বাগান থেকে ফের লেপার্ডের মৃতদেহ উদ্ধার। বক্সা টাইগার রিজার্ভের জঙ্গল লাগোয়া আচ্ছাপাড়া চা বাগান থেকে একটি লেপার্ডের দেহ উদ্ধার করল বন দফতর। বৃহস্পতিবার সকালে চা বাগানের ১ নম্বর সেকশনে মৃত অবস্থায় লেপার্ডটির দেহ প্রথম দেখতে পান চা শ্রমিকেরা। পরে তাঁরাই বনদফতরে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে লেপার্ডটির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বক্সা টাইগার রিজার্ভের বনকর্মীরা। গত সপ্তাহেই এই বনাঞ্চল লাগোয়া কালচিনির চা বাগানে একটি লেপার্ডের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। তার ঠিক আগে এক হস্তি শাবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। এবার ফের লেপার্ডদের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত ১৫ দিনে ৩ বুনোর মৃতদেহ উদ্ধার করল বনদফতর। কী কারণে একে একে বন্য প্রাণীদের এইভাবে মৃত্যু হচ্ছে তা নিয়ে রহস্যের দানা বাঁধছে স্থানীয়দের মধ্যে।

Shankarpur-1 Gram Panchayat
Baruipur Block, South 24 Parganas
Mail-Shankarpur1gp@gmail.com

Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, Baruipur Block, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 11,12,13/ SGP-1/202526 dt: 19/09/ 2025**(Fund-APAS), Last Date of Bid Submission: **07/10/2025, 14:00 Hrs**. Date of Opening: **09/10/2025, 11:00 Hrs**. and NIT No: 14,15,16,17/SGP-1/2025-26 dt: 23/09/2025(Fund-APAS).Last Date of Bid Submission: **13/10/2025, 14:00 Hrs.** Date of Opening: **15/10/2025, 11:00 Hrs**. For details Pl. contact the Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat, South24PGS,.or Visit:**https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Shankarpur-1 Gram Panchayat, Baruipur Block, South 24 pgs

কাটিহার ডিভিশনে জেনারেল ওএইচই কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_টিআরডি_৪০_২৫-২৬; তারিখ ঃ ১৯-০৯-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ** ইএল_টিআরডি_৪০_২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** "বিটিপিএন রেকের ছাদ পরীক্ষার জন্য নিউ জলপাইগুড়িতে উত্তর ও দক্ষিণ পণ্য ইয়ার্ডে আর্থ হিলিং ব্যবস্থা সহ ওআরই-তে আইসোলেশন সুবিধা প্রদান" এর সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক টিআরডি -এর কাজ। শিডিউল-। জেনারেল ওএইচই কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,১৭,১২,৪৯৫.৫০/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,০৮,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **১৩-১০-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **১৩-১০-২০২৫** তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে রেল নবীকরণ কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৫৮ অফ ২০২৫ তারিখঃ ২২-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি লুপ লাইনের উপরে টিআরআর (এস) (শিলিগুড়ি টাউন, শিলিগুড়ি জংশন, বাগডোগরা, নক্সালবাড়ি)- ৯.১০০ টিকেএম। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,০৮,০৫,৩০০.৩৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৫৪,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/।।।/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধিনে মোবাইল ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং প্ল্যান্ট ব্যবহার করে সমগ্র রেইল খণ্ডের (নতুন/এসএইচ) স্থানে (ইন সিটু/সেস) ১০ রেইল প্যানেল/ফ্রি রেইল/২ রেইল প্যানেল/৩ রেইল প্যানেলের ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,০৯,৫৬,৮৩২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,০৪,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/।।/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধিনে মোবাইল ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং প্ল্যান্ট ব্যবহার করে সমগ্র রেইল খণ্ডের (নতুন/এসএইচ) স্থানে (ইন সিটু/সেস) ১০ রেইল প্যানেল/ফ্রি রেইল/২ রেইল প্যানেল/৩ রেইল প্যানেল ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬৫,৮০,৯১৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৩১,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২২-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২২-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 29,30,31,32,33/APAS/NAMGP/ 25.** Date:-**16/09/2025** Last Date of Bid Submission: **09/10/2025, 11:00 Hrs.** Date of Opening: **11/ 10/2025, 11:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South24PGS,.or Visit: **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMB/BDO/1817/NIT-118/25-26 Dt. 18.09.2025 for **Sl. no. 1** to **Sl. No. 94**, **BDO,T.M. Development Block. Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:

Name of Work - Publishing of matter against WB/TMB/BDO/1817/NIT-118/25-26 Dt. 18.09.2025 for Sl. no. 1 to Sl. No. 94 different Schemes. Thakurpukur Maheshtala Dev. Block.

Bid Submission date Started on **26.09.2025 at 9 A.M**. (As per server clock) and Bid Submission End date **13.10.2025 at 11 A.M.** (As per server clock). Technical Bid Opening date **15.10.2025 at 11 A.M.** (As per server clock) details on NIT & Tender Documents may be download from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Thakurpukur Maheshtala Dev. Block, South 24 Parganas

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-19/ 2025-26 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 15 (Fifteen) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Reference Tender ID: **2025_DM_912916_1 to 2025_DM_912916_15.** Document download/sell starting from **25.09.2025 up to 06.10.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **25.09.2025 up to 06.10.2025 at 16:00 PM.** And Opening on **08.10.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Indpur Gram Panchayat
P.O- Indpur, Dist- Bankura

The Pradhan, Indpur Gram Panchayat hereby invites sealed e- Tender from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following **e-NITs 11 of 2025-26 Memo No. 706/IND/IGP Dated : 23/09/2025**. All information available **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Indpur Gram Panchayat

অখিলভারত হিন্দুমহাসভা ও বাংলার সৌহার্দ্যের মেলবন্ধনে বিশ্ব দরবারে এবার বাংলার ঢাক শিল্প

পুলক চক্রবর্তী, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান অখিলভারত হিন্দুমহাসভা এবং বাংলার সৌহার্দ্যের যৌথ উদ্যোগে বাংলার ঢাক শিল্প

এবার ইউনেস্কো ও বিশ্ব দরবারে স্থান পেতে চলেছে। হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর উপস্থিতিতে কলকাতার বিখ্যাত শোভাবাজার রাজবাড়িতে হিন্দমহাসভা ও বাংলার সৌহার্দ্যের সদস্যরা উপস্থিত থেকে আজ বাংলার ঢাক শিল্পকে বিশ্ব প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেওয়ার বার্তা দিলেন। শুধু তাই নয় বাংলার মহিলা ও পুরুষ ঢাকি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ যন্ত্রণার কথা এবং সেখান থেকে তাদের উত্তরণের উপায় অন্বেষণের প্রস্তাব নিয়ে সংগঠন দুটির যৌথ কমিটির সদস্যরা গণডেপুটেশন দিতে চলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায, রাজ্যপাল সি.ভি. আনন্দ বোস এবং সর্বোপরি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে। হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী বলেন বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার সাথে ঢাক বাদ্য একেবারে সম্পৃক্ত। ঢাক বাদ্যের উপস্থিতি ছাড়া বাংলার ঘরের মেয়ে উমার আরাধনা অসম্পূর্ণ। শুধু তাই নয় রামায়ণে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র রাবণ বধের আগে যখন দেবী দুর্গার আরাধনা করছেন বা রক্ষসরা রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য প্রয়াস করছে তখনও ঢাক বাদ্যের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী কালে রণবাদ্য হিসেবে এবং সরকারি নির্দেশিকা প্রচারের সময় ঢাকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এহেন বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রটি আজও তার কুলীন আসন পায়নি এবং বাংলার লোকসংস্কৃতির অংশ বা লোকবাদ্য হিসেবেই থেকে গেছে। আমরা চাই ঢাক বাদ্য এবং ঢাকি বন্ধুদের প্রকৃত সম্মান প্রদান করে তাদের আর্থসামাজিক জীবনের সার্বিক উন্নতি সাধন। ঢাকি সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংগঠন বাংলার সৌহার্দ্যের সম্পাদক সঞ্জীব সরকার বলেন আমাদের গরীব ঢাকি মায়েরা এবং ভায়েরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে এই পূজার সময়ের জন্য। তবুও অনেকসময় বিভিন্ন লোভী ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা আমরা ঢাকিরা প্রতারিত হই। পূজার জৌলুসের পাশে ঢাকিদের জীবন ওই প্রদীপের নিচে থাকা অন্ধকারের মতোই কারণ আমরা আজও যথার্থ সম্মান ও রুজিরুটির অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রশাসনিক আধিকারিক আশুতোষ মজুমদার বলেন আমি ছোট বেলায় মা বাবাকে হারিয়েছি, কিন্তু হিন্দুমহাসভা ও বাংলার সৌহার্দ্যের প্রচেষ্টায় আজ ঢাকি মা ও বাবাদের জন্য যতটুকু করতে পারছি সেটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ না থাকলে কোনভাবেই সম্ভব নয়। সমাজসেবী সমীরণ চৌধুরী বলেন শিল্প ও সৃষ্টির মেলবন্ধনে সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে অবশ্যই ঢাকি ভাইদের পাশে অর্থনৈতিক ভাবে দাঁড়ানো প্রয়োজন। হিন্দুমহাসভার অফিস সেক্রেটারি অনামিকা মন্ডল বলেন রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে ও বাংলার সৌহার্দ্যের সম্পাদক সঞ্জীব সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসে আগামী দিনে আমরা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারের প্রশাসনিক প্রধান ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর কাছে বাংলার ঐতিহ্য ঢাক শিল্পকে প্রকৃত সহযোগিতা ও সম্মান প্রদানের প্রয়াসে দরবার করতে চলেছি। আজ অনুষ্ঠানে পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুযোগ্য পুত্র বিশিষ্ট তবলা বাদক পণ্ডিত মল্লার ঘোষ উপস্থিত থেকে বাংলার ঢাকিদের আরো ভালো ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। শোভাবাজার রাজবাড়ির পক্ষ থেকে এবারের পূজোর দাযিত্বে থাকা দেবরাজ মিত্র ও ডাক্তার পার্থসারথি মুখার্জী আজ সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বাংলার ঢাক শিল্পের উন্নতির জন্য অখিলভারত হিন্দুমহাসভা ও বাংলার সৌহার্দ্যের নেওয়া এই ঐতিহাসিক যৌথ প্রয়াসকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানালেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) হাবিবা বিবি স্বামী আব্দুল বারী মালিত্যা ২) আক্কাস মন্ডল পিতা জানবর মন্ডল উভয়ের সাং- ছয়ঘরি (সাঁকোয়া), পোঃ-আমতলা, থানা-নওদা, জেলা-মুর্শিদাবাদ। বরাবরঃ- বিক্রেতাঃ- ১) লতিকা প্রামানিক স্বামী নন্দ গোপাল প্রামানিক সাং+ পোঃ- সাহেবনগর, থানা-তেহট্ট, জেলা-নদীয়া ২) পিতা বিশ্বাস স্বামী জ্যোর্তিময় বিশ্বাস সাং-রঘুনাথপুর, পোঃ -আমতলা, থানা-নওদা, জেলা-মুর্শিদাবাদ। উভয়ের পক্ষে আমমোক্তার নামায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেবাশীষ বিশ্বাস পিতা দুর্গাপদ বিশ্বাস সাং-রঘুনাথপুর, পোঃ-আমতলা থানা-নওদা, জেলা-মুর্শিদাবাদ। থানা- নওদা এ.ডি.এস.আর অফিস আমতলা তৌজি নং-২২১, মৌজাঃ-৩৩নং এদ্রাকপুর, খতিয়ান নং-১৮২৮৫ দাগ নং- R.S ২৭১৮, L.R ৩০৫৫, রকম- বাগান, পরিমাণ- ৪৭ শতক মধ্যে ৬.৫ শতক ও ৪৭ শতক মধ্যে ০৭ শতক আমমোক্তারনামা দলিল নং- I-4472/2025, 4269/ 2025 তারিখ ২৯.০৫.২০২৫। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে থানা নওদা এ.ডি.এস.আর অফিস আমতলা তৌজি নং-২২১, মৌজাঃ-৩৩নং এদ্রাকপুর অফিসে আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমি, তানিয়া মল্লিক, আহমেদ মল্লিকের স্ত্রী, গ্রাম পোস্ট.ও. - কলোরাহ, থানা- ডোমজুর, হাওড়া-৭১১৪১১ (পশ্চিমবঙ্গ) -এ বসবাস করি, আমি জানাই যে আমার স্বামীর পাসপোর্ট নং. L9806343-এ আমার নাম এবং স্থান ভুলভাবে কলোরাহের তানিয়া মল্লিকের পরিবর্তে কলোরাহের তানিয়া মল্লিক হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯.৯.২০২৫ তারিখের হলফনামা অনুসারে, নোটারি পাবলিক, হাওড়া (পশ্চিমবঙ্গ) -এ আমি ঘোষণা করছি এবং নিশ্চিত করছি যে তানিয়া মল্লিক এবং তানিয়া মল্লিক উভয়ই একই ব্যক্তি।

Saharjora Gram Panchayat
Shitla, Barjora, Bankura

e-NIT-06/SGP/APAS/25-26 Dated-24/09/2025

All details of Schemes, Schedule dates and trams & condition can be obtained from **www.wbtenders.gov.in** and Saharjora Gram Panchayat Office.

Sd/-
Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭০০, তারিখ ২৪.০৯.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৫০, কাজের নাম ঃ** লিলুয়া ঃ- হাওড়া ডিভিসনে লিলুয়া-বালি কর্ড লাইনে শাখা এবং শক্তিগড়-বর্ধমান শাখায় (পর্যায়-III) অনিয়ন্ত্রিত ওএইচইকে নিয়ন্ত্রিত ওএইচই-তে রূপান্তর"-এর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিবিধ বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,২১,৩৮৯ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪,৪০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩০২, কাজের নাম ঃ** "পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে হাওড়া-বান্ডেল শাখায় কোন্নগর, শ্রীরামপুর, ভদ্রেশ্বর এবং হুগলিতে সুইচিং পোস্ট-এর নবীকরণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩৪,৭৩৫ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪,৭০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৯৪, কাজের নাম ঃ** "এইএন/কাটোয়ার অধীনে আহমদপুর-কাটোয়াতে কিমি ৩৭/১-২-এ লেভেল ক্রশিং নং ১৪/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতি)-এর নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৪৪,২৫৫ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২০,৯০০ টাকা। **ক্র. নং ৪, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৩২, কাজের নাম ঃ** "এডিইএন/বিডিসি-এর আওতাধীনে বিআর. নং ৮৭ এবং ৯৮এ-এর উভয় অভিমুখের ছাদের আচ্ছাদনের ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্যমান সাবওয়ে আধুনিকীকরণ সহ উন্নয়ন, জল সঞ্চয়ের জলাধার সহ সাম্প পরিষ্কার, উভয় প্রান্তের পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ইত্যাদি"র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২১,৭৫,৩৩০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪৩,৫০০ টাকা। **ক্র. নং ৫, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৭৬, কাজের নাম ঃ** "এইএন/বর্ধমান-এর অধীনে বর্ধমান-কাটোয়া শাখায় কামনারা স্টেশন, খেতিয়া স্টেশন, চামারদিঘী স্টেশন, কর্জনা স্টেশন, কর্জনা গ্রাম স্টেশন, আমারুন স্টেশন, ভাতার স্টেশন, বলগোনা স্টেশন-এর প্ল্যাটফর্মের উপরিতলের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫২,৬৭,৯৮৪ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,০৫,৪০০ টাকা। **ক্র. নং ৬, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৫৩, কাজের নাম ঃ** "প্রস্তাবিত সাগরদিঘী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য পাকুড় এলাকা থেকে যাত্রাকারী কয়লার রেকগুলির যাতায়াতের সুবিধার্থে নলহাটি-পাকুড় এবং নলহাটি-আজিমগঞ্জ বাইপাস লাইন নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৯০,১২,৭১৬ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৩,৪৫,১০০ টাকা। **ক্র. নং ৭, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৯৫, কাজের নাম ঃ** "এইএন/বিডিসি-র অধীনে বিআর. নং ৭৭-এ উভয় প্রবেশমুখে ছাদের আচ্ছাদনের ব্যবস্থা দ্বারা বিদ্যমান সাবওয়ের আধুনিকীকরণ সহ উন্নয়ন, জল সঞ্চয়ের জলাধার সহ সাম্প পরিষ্কার, উভয়প্রান্তের পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ইত্যাদি"র পরিপ্রেক্ষিতে (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৫,৫৪,৯৪৭টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৩১,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১ থেকে ৫-এর জন্য ১৫.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে এবং ক্র. নং ৬ থেকে ৭-এর জন্য ১৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-312/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তিনসুকিয়া মণ্ডলে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ঠিকার ডিসপ্লের জন্যে ই-নিলাম

তিনসুকিয়া মণ্ডলের ডিব্রুগড় টাউন, নিউ তিনসুকিয়া, দুলীয়াজান, নাহরকটিয়া, শিমলুগুড়ি এবং মরিয়ণির রেলওয়ে কলোনি এবং লেভেল ক্রসিং গেটসমূহে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ঠিকার ডিসপ্লের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. টিএসকে-এডিভিটি-ওওএইচ-৩১

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-টিএসকে-ডিবিআরটি-ওএইচ-৮-২২-১ (এডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম)	ডিব্রুগড় টাউন স্থিত ০৫ টি রেলওয়ে কলোনীতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/২	এডিভিটি-টিএসকে-ডিবিআরটি-ওএইচ-৪-২২-১ (এডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম)	ডিব্রুগড় থেকে তিনসুকিয়া ষ্টেশন খণ্ড পর্যন্ত ৫৯ টি এলসি গেটের জন্যে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/৩	এডিভিটি-টিএসকে-জিএলজিটি-ওএইচ-৭-২২-১ (এডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম)	ফরকাটিং জংশন থেকে মরিয়ণি জংশন খণ্ড পর্যন্ত ১৪ টি এলসি গেটের জন্যে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/৪	এডিভিটি-টিএসকে-এনটিএসকে-ওএইচ-১০-২২-১ (এডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম)	নিউ তিনসুকিয়া রেলওয়ে কলোনিত বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/৫	এডিভিটি-টিএসকে-এনএইচকে-ওএইচ-১০২-২২-১ (এডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম)	নাহরকটিয়া রেলওয়ে কলোনি স্থিত তিনটি হোর্ডিং বোর্ডের ডিসপ্লের জন্যে (সর্বমোট ক্ষেত্র ১৮৪০.৬৩ বর্গ ফুট) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ঠিকা
এএ/৬	এডিভিটি-টিএসকে-এমজেএন-ওএইচ-৫-২২-১ (এডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম)	মাকুম থেকে ডাংরি খণ্ড পর্যন্ত ১৮ টি এলসি গেটের জন্যে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/৭	এডিভিটি-টিএসকে-এফকেজি-ওএইচ-৬-২২-১ (এডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম)	তিনসুকিয়া থেকে ফরকাটিং খণ্ড পর্যন্ত ৪০ টি এলসি গেটের জন্যে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন
এএ/৮	এডিভিটি-টিএসকে-ডিজেজি-ওএইচ-১০১-২২-১ (এডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম)	ডুলিয়াজান রেলওয়ে কলোনিস্থিত ৩ টি হোর্ডিং বোর্ডের ডিসপ্লের জন্যে (সর্বমোট ক্ষেত্র ২৩৫৭ বর্গফুট) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ঠিকা

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-১০-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২.৪০** ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক (আইসি), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পঞ্চমী থেকে হাওড়া-শিয়ালদহে বাড়তি সুরক্ষা রেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃবৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে তা সবিস্তারে জানানো হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ পঞ্চমী থেকেই হাওড়া, শিয়ালদহের বিভিন্ন শাখায় বাড়তি রেল পুলিশ মোতায়েন করা হবে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে। যাত্রীদের সুরক্ষা এবং অপরাধমূলক কাজ রুখতে থাকবেন অতিরিক্ত মহিলা আরপিএফও। এছাড়া পুজোর দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে শিয়ালদহে খোলা হচ্ছে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার। থাকছে কিউআর কোড দেওয়া টিকিটের ব্যবস্থাও। দুর্গাপুজোর কয়েকটা দিন কলকাতায় রাতভর ঠাকুর দেখার ভিড় নতুন কিছু নয়। এই ভিড়ের অনেকটাই ট্রেন ও মেট্রোযাত্রীদের। তাঁদের যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখে মেট্রো কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর সারারাত পরিষেবা দিয়ে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ইতিমধ্যে মেট্রোরেলের তরফে পঞ্চমী থেকে দশমীর সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। এবার পুজোয় রেলযাত্রীদের জন্য বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করল পূর্ব রেল। ২৭ তারিখ অর্থাৎ পঞ্চমী থেকে হাওড়া ও শিয়ালদহ শাখায় সবচেয়ে জনবহুল স্টেশনগুলিতে আরপিএফের টহলদারি বাড়বে। শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন লাগোয়া অন্তত ২০০টি নামী পুজোমণ্ডপকে ঘিরে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নামানো হবে স্পেশ্যাল আরপিএফ। এঁদের মধ্যে থাকবেন ৫০০ জন মহিলা আরপিএফও। খোলা হচ্ছে কন্ট্রোল রুম।

ওডিআই প্রত্যাবর্তনের আগে নির্মেদ অবতারে 'রোহিত ২.০'

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ তিন মাস মাঠের বাইরে থেকে এবার নতুন চেহারায় ফিরছেন রোহিত শর্মা। ওডিআইতে কামব্যাকের আগে বদলে ফেলেছেন শরীর। নির্মেদ অবতারে নয়া ভার্সন। ঠিক যেন 'রোহিত ২.০'! মুম্বইয়ে পুরনো সঙ্গী অভিষেক নায়ারের তত্ত্বাবধানে দরদরিয়ে ঘাম ফেলে কমালেন পাক্কা ১০ কেজি! নায়ার নিজেই ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, '১০,০০০ গ্রাম ঝরিয়ে... এখনও লড়াই চলছে!' পাশে কাঁধে হাত দিয়ে রোহিত। সঙ্গে জিমের ভেতরে কড়া ট্রেনিংয়ের মুহূর্তে। দীর্ঘ বিরতির পর এমন রূপান্তর নিছক কাকতালীয় নয়। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর রোহিত মাঠের থেকেও বেশি সময় কাটিয়েছেন পরিবারের সঙ্গে। ওভালে ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ টেস্টে টিমকে সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে সমর্থন জানিয়েছেন। আইপিএল শেষ হতেই নিজেকে নতুনভাবে গুছিয়ে নেওয়ার পথে। এই সময় ঘুরেফিরে সবচেয়ে বেশি করে আলোচনায় ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ। বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছে,

আপাতত রোহিত-বিরাটের ওডিআই কেরিয়ার নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। ২০২৬ সালের শুরুতে টি২০ বিশ্বকাপই প্রধান ফোকাস। তবে সাতাশের বিশ্বকাপের আগে ভারতকে খেলতে হবে ২৭টা ওয়ানডে আর একটা এশিয়া কাপ। সেখানে ফিটনেসই আসল পরীক্ষার জায়গা! রোহিতও তাই সব ভুলে ভরসা রাখলেন পুরনো সঙ্গীর উপর। বহু বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করছেন। কেবল টেকনিক নয়, ফিটনেস নিয়েও নায়ারের দিকনির্দেশনায় নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন হিটম্যান। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ দিয়েই ফেরার কথা। তার আগে 'ইন্ডিয়া এ' সিরিজে খেলানোর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রোহিত-বিরাট দু'জনের নামই বাদ গেল। তরুণদের সুযোগ দিতে স্কোয়াডের নেতৃত্বে রাখা হল তিলক বর্মা আর রাজত পাটিদারকে। কোহলি আপাতত লন্ডনে নিজের ট্রেনিং ব্লকে ব্যস্ত। রোহিত মুম্বইয়ে শান দিচ্ছেন ব্যাট-ফিটনেস-দু'দিকেই। এ যেন নতুন অধ্যায়ের শুরু। ৩৮-এ পা দেওয়া অধিনায়ক এবার যেন আরও উন্নত সংস্করণ! নির্মেদ, ঝকঝকে তৈরি নতুন লড়াইয়ের জন্য। প্রশ্ন একটাই-এই নতুন অবতার কি আবারও ভারতীয় ওয়ানডে দলের ভরসার মুখ হয়ে উঠবে?

ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য দল ঘোষণা

গিলের ডেপুটি জাদেজা

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারতে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২ অক্টোবর থেকে আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। আর দ্বিতীয়টি দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে শুরু হবে ১০ অক্টোবর। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত এই সিরিজের জন্য এদিন টিম ইন্ডিয়া স্কোয়াড ঘোষণা করল বিসিসিআই। ইংল্যান্ড সফরে যে স্কোয়াড গিয়েছিল, তার মধ্যে থেকে বাদ পড়েছেন ঋষভ পন্থ, করুণ নায়ার শার্দূল ঠাকুর ও আকাশ দীপ। ভারতের সহ-অধিনায়ক ঋষভ ইংল্যান্ড সফর চলাকালীন চতুর্থ টেস্টে পায়ে মারাত্মক চোট পেয়েছিলেন। ফলে তাঁকে অস্ত্রোপচারও করতে হয়। তাঁর অবর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অধিনায়ক শুভমন গিলের ডেপুটির পদ সামলাবেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। পাশাপাশি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নেই করুণ নায়ারও। ঘরোয়া ক্রিকেটে ঝুরি ঝুরি রান করলেও ইংল্যান্ড সফরে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। তাই ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁর জায়গা হয়নি। ঋষভ না থাকায় দলের উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব সামলাবেন ধ্রুব জুরেল। সেই সঙ্গে এন জগদীশনকে বিকল্প উইকেটরক্ষক হিসাবে দলে অন্তর্ভুক্ত

করা হয়েছে। কর্ণাটকের দেবদত্ত পাডিক্কালকেও ভারতের টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবারও নির্বাচকরা শ্রেয়স আইয়ারের নাম মাথায় আনেনি। কারণ আইয়ার বিসিসিআইকে তাঁর পিঠের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, আপাতত লাল বলের ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে চান। এদিকে, স্কোয়াডে নাম নেই বাংলার পেসার আকাশ দীপেরও। ইংল্যান্ড সফরে বল ও ব্যাট হাতে দুরন্ত পারফর্ম করেছিলেন তিনি। তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, চোটের জন্যই তাঁকে দলে রাখা হয়নি। জাদেজা এই সিরিজে খেলবেন কি না তা নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা ছিল। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দেওয়া হলে দলে যোগদানের দৌড়ে থাকা কয়েকজনের মধ্যে মানব সুথারও ছিলেন। অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুরকেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনিও ইংল্যান্ড সফরে ব্যর্থ হয়েছিলেন। জসপ্রীত বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা উঠলেও তাঁকেও রাখা হয়েছে স্কোয়াডে। শ্রেয়স আইয়ারের সম্পর্কে নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর দল ঘোষণার সময় বলেছেন, ''শ্রেয়স একজন সিনিয়র খেলোয়াড়, ভারত এ দলের অধিনায়কও হয়েছেন। আমরা অনেক খেলোয়াড়ের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। দুর্ভাগ্যবশত, তার ফিটনেসের কারণে সে খেলতে পারবে না। সর্বোপরি, আমরা চাই সে ভাল খেলুক।''

টেস্ট সিরিজের জন্য ভারতীয় দল। শুভমান গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, সাই সুদর্শন, দেবদত্ত পাডিক্কাল, ধ্রুব জুরেল (উইকেটরক্ষক), রবীন্দ্র জাদেজা (সহ-অধিনায়ক), ওয়াশিংটন সুন্দর, জসপ্রীত বুমরাহ, অক্ষর প্যাটেল, নীতীশকুমার রেড্ডি, এন জগদিশন (উইকেটরক্ষক), মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, কুলদীপ যাদব।

অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে ভারত এ দলের অধিনায়ক শ্রেয়স

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের তরুণ সেনসেশন অভিষেক শর্মা এবার সম্ভবত টিম ইন্ডিয়ার ওডিআই স্কোয়াডে সুযোগ পেতে চলেছেন। টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন পাঞ্জাবের এই ব্যাটার। চলতি এশিয়া কাপে দুরন্ত পারফর্ম করে এখন পর্যন্ত তিনিই সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। সামনেই অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারতের সিনিয়র দল। সেই সফরে টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি রয়েছে একদিনের সিরিজও। বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, রোহিত-বিরাটদের সঙ্গে অজি সফরের একদিনের স্কোয়াডে থাকতে পারেন অভিষেকও। এদিকে, বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য বিসিসিআই ভারত 'এ' দলের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত এ দলের মধ্যে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটি অনুষ্ঠিত হবে। এই সিরিজের জন্য শ্রেয়স আইয়ারকে অধিনায়ক করা হয়েছে। এই সিরিজ ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে কানপুরে শুরু হবে। সেই সঙ্গে বিসিসিআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শ্রেয়স আইয়ার লাল বলের ক্রিকেট থেকে ছয় মাসের বিরতি নিয়েছেন। ব্রিটেনে শ্রেয়সের অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং এখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। সম্প্রতি লাল বলের ম্যাচে খেলার সময় অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি। শ্রেয়স এই সময়টা তাঁর ফিটনেস ফিরে পেতে ব্যবহার করতে চান। শ্রেয়সের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, বিসিসিআই তাঁকে ইরানি কাপের জন্য নির্বাচিত করেনি। এর আগে অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে ম্যাচের জন্য ভারতীয় এ দলের অধিনায়ক হিসাবে রজত পাতিদার ও তিলক

বর্মার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। এবার তাঁদের পরিবর্তে শ্রেয়সকে অধিনায়ক করা হল। চলতি এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়া ফাইনালে উঠে গিয়েছে। তাই দলের সদস্যরা ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে থাকবেন। এই কারণে, তিলক এবং অভিষেকের সঙ্গে হর্ষিত রানা এবং অর্শদীপ সিং অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচের দলে জায়গা পেয়েছেন।

প্রথম ওডিআইয়ের জন্য ভারত এ স্কোয়াড। শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), প্রভসিমরান সিং (উইকেটরক্ষক), রিয়ান পরাগ, আয়ুশ বাদোনি, সূর্যাংশ শেডগে, বিপ্রজ নিগম, নিশান্ত সিন্ধু, গুরজাপনীত সিং, যুধবীর সিং, রবি বিষ্ণোই, অভিষেক পোড়েল (উইকেটরক্ষক), প্রিয়াংশ আর্য, সিমারজিৎ সিং।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে-র জন্য ভারত এ স্কোয়াড। শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), তিলক ভার্মা (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, প্রভসিমরান সিং (উইকেটরক্ষক), রিয়ান পরাগ, আয়ুষ বাদোনি, সূর্যাংশ শেডগে, বিপ্রজ নিগম, নিশান্ত সিন্ধু, গুরজাপনীত সিং, যুধবীর সিং, রবি বিষ্ণোই, অভিষেক পোড়েল (উইকেটরক্ষক), হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং।

'ফিল্ডিংয়ে গলদ ভোগাবে ফাইনালে', সিঁদুরে মেঘ দেখছেন পাঠান! সত্যি কি ভারতের কপাল পুড়তে পারে?

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়া কাপের ফাইনালে ওঠা ইতিমধ্যে নিশ্চিত। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটে-বলে আগুন ঝরছে। তবু একটা জায়গা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে-ফিল্ডিং। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুপার ফোর, তার পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ-বারবার ধরা প।ছে একই দুর্বলতা। সহজ ক্যাচ পড়ছে, সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে। যে কারণে অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান সরাসরি সতর্ক করেছেন। তাঁর কথায়, ''এভাবে ফিল্ডিং করলে বড় ম্যাচে খেসারত দিতে হবে!'' বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় এল ৪১ রানে। কিন্তু ম্যাচ শেষে আলোচনা হল অন্য জায়গায়। পাঁচটা ক্যাচ পড়ল। তার মধ্যে চারবার বেঁচে গেলেন ওপেনার সাইফ হাসান। শেষমেশ খেললেন ৬৯ রানের ইনিংস। পাঠানের ভাষায়, ''একাট-দুটো ক্যাচ প।তেই পারে, কিন্তু এভাবে ছ-সাতটা সুযোগ হাতছাড়া করলে কোনও দল আপনাকে ছেড়ে দেবে না। সাইফকে দু'বার ফেলে দিলেন, যে ব্যাটার তখন ৫০ পেরিয়ে গিয়েছে! অন্য কোনও দল হলে ওখানেই ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে যেত!'' প্রশ্ন উঠছে, সমস্যা আসলে কোথায়? কারণ, ভারতীয় দলকে এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফিল্ডিং ইউনিট বলা হয়। কোচিং স্টাফ হিসেবে টি. দিলীপ ফেরার পর নতুন করে উন্নতি হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর একদা তাঁকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে আবার ইংল্যান্ড সফর থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। অথচ তাঁর প্রত্যাবর্তনের পরই ধারাবাহিকভাবে ফিল্ডিং নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। রবি শাস্ত্রী অবশ্য খানিক দায় চাপালেন দুবাইয়ের কন্ডিশনের উপর। তাঁর মতে, স্টেডিয়ামের চারপাশের আলো ব্যাটসম্যান-ফিল্ডারের চোখে লাগছে। ফলে দৃশ্যমানতা কমে যাচ্ছে। কিন্তু দলের তরুণ স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী কোনও অজুহাত মানতে নারাজ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২৯ রানের বিনিময়ে দু'উইকেট নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সামনে খোলাখুলি বললেন, ''এই লেভেলে দাঁড়িয়ে অজুহাত দেওয়া চলে না। হ্যাঁ, আলো একটু বিরক্ত করছে ঠিকই, কিন্তু ক্যাচ মিস করলে তো জেতা যায় না। আমাদের এখন ফাইনাল খেলতে হবে। সেই ম্যাচে এই সব সুযোগ ছেড়ে দিলে কপাল পুড়বেই!'' অর্থাৎ, রোগটা চেপে রাখার সুযোগ নেই। ভারতের ব্যাটিংয়ে অভিষেক শর্মার মতো তরুণরা ঝড় তুলছেন। বোলিংয়ে বুমরাহ, কুলদীপরা ছন্দে। কিন্তু ফিল্ডিংয়ের ভুল গোটা টিমের পরিশ্রমে জল ঢেলে দিতে পারে। ছোট ফরম্যাটে এক ক্যাচই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে যথেষ্ট। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ছে দিলীপের উপর। ফিল্ডিং কোচ হিসেবে তাঁকে এখনই সমালোচনার জবাব দিতে হচ্ছে। ফাইনালে প্রতিপক্ষ যদি হয় পাকিস্তান, তবে আরও বাড়তি চাপ। সেখানে একটিমাত্র ক্যাচ মিস মানেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যাওয়া। ইতিহাস সাক্ষী, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে কোনও ফাঁকই শত্রুপক্ষ ক্ষমা করে না। সব মিলিয়ে, পাঠানের সতর্কবার্তা হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

পর্তুগালের তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাবে যোগ নুনো রেইসের

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিগত কয়েক সিজন ধরেই ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে আসছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সাফল্য পাওয়ার পাশাপাশি দল বদলের বাজারে ও দাপট থেকেছে ময়দানের এই প্রধানের। সেই সময় দেশের অন্যান্য ফুটবল ক্লাব গুলিকে পেছনে ফেলে নুনো রেইসকে সই করিয়ে ছিল মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। একটা সময় এই পর্তুগিজ তারকাকে দলে টানার জন্য পড়শী ক্লাব আসরে নামলেও শেষ বেলায় চমক দিয়েছিল সবুজ-মেরুন। যারফলে সপ্তম বিদেশি হিসেবে তিনি যোগদান করেছিলেন মোহনবাগানে। ময়দানের এই প্রধানে যোগদানের পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন সিটির হয়ে খেলেছিলেন জেমি ম্যাকলারেনের এই সতীর্থ ফুটবলার। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে নিয়ে ব্যাপক প্রত্যাশা ছিল সকল সমর্থকদের। বিশেষ করে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ে তাঁর উপর ব্যাপক প্রত্যাশা ছিল সকলের। কিন্তু নানাবিধ পরিস্থিতির দরুন প্রথম ম্যাচের পর গ্রুপ পর্বের আর কোনও

ম্যাচ খেলিনি মোহনবাগান। যারফলে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। তারপর দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা আইএসএল সহ সুপার কাপের মতো টুর্নামেন্টে দল দাপিয়ে খেললেও পরবর্তীতে আর সেভাবে সুযোগ পাননি নুনো রেইস। যারফলে নতুন সিজনে তাঁর দলে থাকা নিয়ে দেখা দিয়েছিল ধোঁয়াশা। তবে পরবর্তীতে মোহনবাগান থেকে বিদায় নেন এই পর্তুগিজ ফুটবলার। তারপর থেকেই এই সেন্টার ব্যাককে দলে নিতে আসরে নেমেছিল আইএসএলের একাধিক ফুটবল ক্লাব। যার মধ্যে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল হায়দরাবাদ এফসির নাম। শোনা যাচ্ছিল তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ও নাকি অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আইএসএল জয়ীরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা চূড়ান্ত হয়নি। যারফলে এই নয়া সিজনের জন্য নিজের দেশের ক্লাবেই ফিরে গেলেন এই তারকা ডিফেন্ডার। যতদূর জানা গিয়েছে, ইউনিয়াও সান্তারেমে যোগদান করেছেন নুনো। আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দলের চুক্তি রয়েছে এই ফুটবলারের। তবে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেই ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

পাকিস্তানের অভিযোগে জোর ফ্যাসাদে সূর্যকুমার! কী কারণে তদন্তের নির্দেশ দিল আইসিসি?

নিজস্ব প্রতিবেদন

এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু ম্যাচ-পরবর্তী মুহূর্তে সূর্যকুমার যাদবের কয়েকটি মন্তব্য এখন উলটে তাঁর গলায় কাঁটা হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল। ১৪ সেপ্টেম্বর, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষে প্রেজেন্টেশনে দাঁড়িয়ে সূর্যকুমার বলেন, ''পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের পরিবারের পাশে আছি আমরা। ভারতীয় সেনাদের বীরত্বকে স্যালুট জানাই। এই জয় তাঁদেরই উৎসর্গ করছি!'' তারপর প্রেস কনফারেন্সে আরও এক ধাপ এগিয়ে ভারতীয় অধিনায়ক জানান, পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে ম্যাচ শেষে দল হাত মেলায়নি, তার

কারণ সরকার এবং বিসিসিআই থেকে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছিল। এই সমস্ত বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক রং সংক্রান্ত অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তাদের দাবি-এভাবে খেলার মঞ্চে রাজনীতির বার্তা ঢুকিয়ে সূর্যকুমার আসলে ক্রিকেটের নিরপেক্ষতাকে আঘাত করেছেন। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট মতে, ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে ইতিমধ্যে ই-মেল পাঠিয়ে পিসিবির দুটি আলাদা রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। প্রেজেন্টেশন এবং প্রেস কনফারেন্সের বক্তব্য খতিয়ে দেখে তাঁর মনে হয়েছে, সূর্যকুমারের মন্তব্যে খেলার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাই আনুষ্ঠানিক 'চার্জ' আনা উচিত। ই-মেলে রিচার্ডসন লিখেছেন, ''আমি সব রিপোর্ট ও প্রমাণ পর্যালোচনা করেছি। সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি-সূর্যকুমার যাদবের জবাব তলব করতে হবে। কারণ, তিনি এমন মন্তব্য করেছেন, যা ক্রিকেটকে বিতর্কিত করেছে এবং খেলাধুলার স্বার্থবিরোধী।'' বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন সূর্যকুমারের সামনে দু'টি রাস্তা-১) হয় তিনি অভিযোগ মেনে নিয়ে শাস্তি স্বীকার করুন। ২) নয়তো আনুষ্ঠানিক শুনানিতে হাজির হন। সেখানে থাকবেন ম্যাচ রেফারি, বিসিসিআই ও পিসিবি-র প্রতিনিধি। আর অবশ্যই ভারতীয় অধিনায়ক নিজে। প্রসঙ্গত, আইসিসির কোড অফ কন্ডাক্টে স্পষ্ট বলা আছে- আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রাজনৈতিক মন্তব্য এড়িয়ে চলতে হবে। অথচ পিসিবি-র অভিযোগ, ভারতীয় অধিনায়কের মন্তব্যে রাজনীতির ছায়া স্পষ্ট। যদিও ভারতও বসে নেই। কয়েক দিন আগে হারিস রউফ এবং সাহিবজাদা ফারহানের মাঠে বিতর্কিত ভঙ্গি নিয়ে আইসিসিতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছে বিসিসিআই। একপক্ষ যখন বিমান ভেঙে পড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে, বন্দুক চালানোর উল্লাস দেখাচ্ছে, তখন অন্যপক্ষের দলনেতা সেনাদের নাম টানছেন-ফলে দুই বোর্ডের দ্বন্দ্ব ক্রমশ ঘনীভূত। এই পরিস্থিতিতে ভারতের ফাইনালে ওঠা কার্যত নিশ্চিত। তবে অধিনায়ককে ঘিরে তদন্তের খবর এখন দলের জন্য নতুন চাপ। শাস্তি কি হতে পারে? সেটা নির্ভর করবে শুনানির ফলাফলের উপর। সতর্কবার্তা থেকে শুরু করে ম্যাচ-নিষেধাজ্ঞা-সবই সম্ভব।

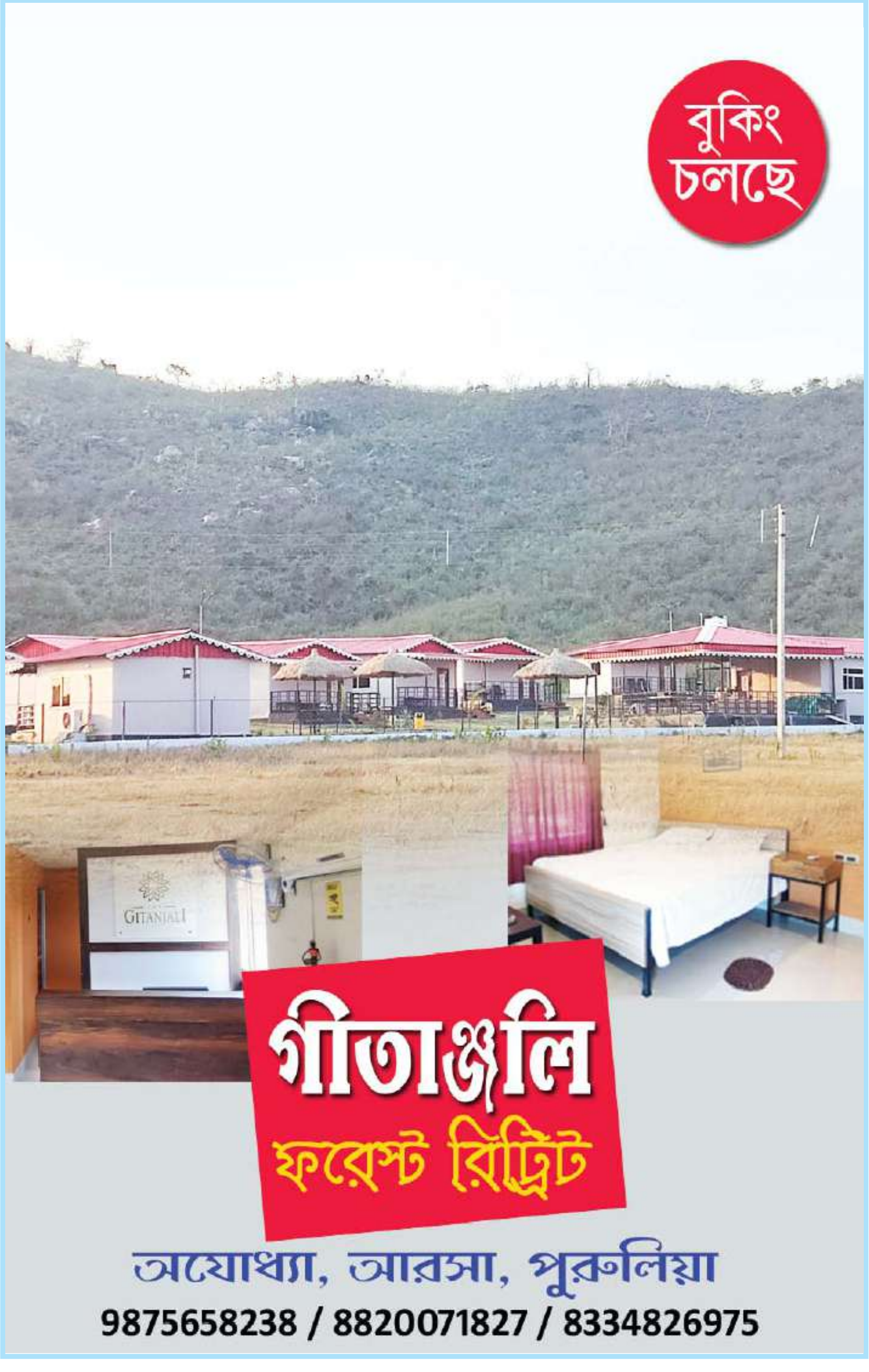

অপ্রতিরোধ্য মেসির আরও দুই গোল, এমএলএস কাপের প্লে-অফে মায়ামি

দেখার মতো দুটি গোল উপহার দিলেন লিওনেল মেসি। বানিয়ে দিলেন আরও একটি গোল। পেনাল্টি পেয়েও নিজে না নিয়ে এগিয়ে দিলেন সতীর্থকে। নইলে হতে পারত তার হ্যাটট্রিক। ভাবছেন এসব আলোচনা এখন আবার কেন? কারণ, আগের ম্যাচের ম্যাচের মতো ঠিক এই সবকিছুই যে আবার করেছেন তিনি!

নিউ ইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ মেসিকে নিয়ে নতুন করে বলার আছে সামান্যই। শুধু বলা যায়, ছুটছেন তিনি অনিবারিত গতিতে। তার সেই ছুটে চলার সঙ্গী দল। মেজর লিগ সকারের ম্যাচে নিউ ইয়র্ক সিটি এফসিকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ইন্টার মায়ামি। আগের ম্যাচে জিতেই প্লেঅফের দুয়ারে ছিল মায়ামি। এই জয়ে তা নিশ্চিত হয়েই গেছে। নিউ ইয়র্ক সিটির মাঠে প্রথমার্ধের শেষ দিকে মায়ামিকে এগিয়ে দেন তরুণ আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার বালতাসার রদ্রিগেস। সেই গোলই মায়ামিকে এগিয়ে রাখে আরও ৩০ মিনিট। পরে ১২ মিনিটের মধ্যে দুর্দান্ত দুটি গোল করেন মেসি। লিগের গোলের তালিকায় শীর্ষে উঠেছিলেন তিনি আগেই। সেই অবস্থান আরও সংহত করলেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। ২৩ ম্যাচেই তার গোল এখন ২৪টি। মায়ামির সবশেষ ১২ ম্যাচের আটটিতেই দুই বা এর বেশি গোল করলেন মেসি। মেজর লিগ সকারে এক মরসুমে আট ম্যাচে একাধিক গোল করা মাত্র চতুর্থ ফুটবলার তিনি। অধিনায়কের দুই গোলের মাঝে পেনাল্টি থেকে গোল করেন

লুইস সুয়ারেজ। এই ম্যাচ দিয়েই নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফিরলেন উরুগুয়ের অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড। টানা তিন ম্যাচ জয়ের পর এবার হেরে গেল নিউ ইয়র্ক সিটি। গোল করতে ব্যর্থ হলো তারা ১০ ম্যাচে প্রথমবার। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে নিজেদের মাঠে প্রথম ৩০ মিনিটে দাপট ছিল নিউ ইয়র্ক সিটিরই। এই সময়ে অন্তত চার গোলের সুযোগ পেয়েও তারা কাজে লাগাতে পারেনি একটিও। এরপর আস্তে আস্তে ম্যাচে ফেরে মায়ামি। ৩৮তম মিনিটে মেসির বাঁকানো ফ্রি কিক অল্পের জন্য বাইরে দিয়ে চলে যায়। ৪৩তম মিনিটে সের্হিও বুসকেতসের চমৎকার পাস থেকে বল পেয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে আগুয়ান গোলকিপারের পাশ দিয়ে গোল করেন রদ্রিগেস। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সুয়ারেজের শট দুর্দান্তভাবে ঝাঁপিয়ে ঠেকান নিউ ইয়র্কের গোলকিপার। ৭৪তম মিনিটে বুসকেতসের চোখধাঁধানো একটি ডিফেন্সচেরা পাসেই গুলির বেগে ছুটে বল ধরে নিয়ে গোলকিপারের ওপর দিয়ে নান্দনিকভাবে চিপ করে বল জালে পাঠান মেসি। তার পরের গোলটিও দর্শনীয়। মাঝমাঠের একটু ওপরে বল পেয়ে দারুণ গতিতে ছুটে দুজনকে এড়িয়ে কোনাকুনি শটে পরাস্ত করেন গোলকিপারকে। মাঝে রদ্রিগো দি পলকে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় মায়ামি, যেটি কাজে লাগান সুয়ারেজ। ২৯ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার তিনে উঠে এলো মায়ামি। ৩১ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিলাডেলফিয়া।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com